কিশোর ক্লাসিক

সবা প্রকাশনী

কালো তীর

রবার্ট লুই স্টিভেনসন

শ্যামল

Visit www.banglapdf.net For
More Exclusive, High Quality,
Water-mark less
E-books.

Please Give Us Some Credit
When You Share Our Books.

And Don't Remove This
Page. Thank You.

-SHAMOL

রবার্ট লুই স্টিভেনসন

জন্ম ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দে। জীবনের শুরুতেই আক্রান্ত হন যক্ষায়। বড় হওয়ার সাথে সাথে সমুদ্রের প্রতি অদম্য এক ভালোবাসা জন্ম নেয় তাঁর মনে। ক্ষয় রোগাক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও কয়েকটা দুঃসাহসী সমুদ্রযাত্রায় অংশ নেন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত বই 'অর্ডার্ড সাউথ'। একগুচ্ছ প্রবন্ধের সংকলন হলেও বইটা আত্ম-জীবনীমূলক। কি অসহনীয়ভাবে তাঁকে জীবন কাটাতে হয়েছে তা-ই জীবন্ত হয়ে উঠেছে রচনাগুলোয়। শারীরিকভাবে প্রায় অক্ষম একটা লোকের দুরন্ত অভিযাত্রী আত্মার করুণ আর্তনাদ যেন।

যদিও 'অর্ডার্ড সাউথ' পড়ে সমালোচকরা ভেবেছিলেন, প্রবন্ধ-কার হিসেবে হয়তো একদিন নাম করবেন স্টিভেনসন, কিন্তু বাস্তবে 'ট্রেজার আইল্যাণ্ড' লিখেই তিনি স্বীকৃতি পেলেন বড় লেখক হিসেবে। 'ট্রেজার আইল্যাণ্ড'-এর সাফল্যের পর লিখলেন, 'কিডন্যাপড,' 'ক্যাতরিওনা,' 'দ্য ব্ল্যাক অ্যারো,' 'দ্য মাস্টার অফ ব্যালানট্রে,' এবং আরো অনেক। 'ওয়্যার অফ হার্মিস্টন'কে তাঁর সেরা সৃষ্টি হিসেবে উল্লেখ করে থাকেন সমালোচকরা।

তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে লেখা বই-গুলোর মধ্যে রয়েছে, 'অ্যান ইনল্যাণ্ড ভয়েজ,' 'ট্রাভেল্‌স উইদ এ ডাংকি'। এ ছাড়াও 'দ্য অ্যামেচার ইমিগ্র্যান্ট,' 'দ্য সিল-ভারেডো স্কয়্যাটারস,' এবং 'ইন দ্য সাউথ সিজ,' বইগুলোয় তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ছোঁয়া পাওয়া যায়।

১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে এই অমর কথা-সাহিত্যিক মারা যান।

প্রথম অধ্যায়

এক—প্রথম তীর

ঝড়ের গতিতে বনের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো ঘোড়সওয়ার। ডিক শেলটন। ঘোড়ার ঢেউ খেলানো পিঠে বসে আছে সে। সামনে ঝুঁকে কষে ধরে আছে লাগাম। গতির রোমাঞ্চে থির থির করে কাঁপছে ওর চোখ দুটো। সামনে সাদা ফিতের মতো রাস্তাটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে নদী পর্যন্ত। নদীর ওপর সেতু। সেতু পার হয়ে বাঁক নিয়েছে রাস্তাটা। টানস্ট্যাল গ্রামের পাশ দিয়ে চলে গেছে হলিউড অ্যাবির দিকে।

গ্রামের বাড়িঘরগুলো ঘোড়ার গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে আসছে কাছে। খুরের টগবগে শব্দ তুলে পুল পেরোলো ঘোড়া। চোখ তুলে সামনে তাকাতেই ডিক দেখতে পেলো, গ্রামবাসীদের একটা জটলা। ওর দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে কি যেন বলছে আর হাত নাড়ছে লোকগুলো।

লাগাম টেনে ঘোড়া থামালো ডিক। উদ্বিগ্নচোখে তাকিয়ে আছে গ্রামবাসীরা। সবারই দৃষ্টি ওর মুখের ওপর।

আঠারো বছরের এক তরুণকে দেখলো ওরা। রোদে পোড়া পুরুষালি চেহারা। সতর্ক একটা ভঙ্গি তাতে। হরিণের চামড়ার জ্যাকেট পরে আছে। মাথায় সবুজ একটা হুড। পিঠে ইস্পাতের আড় ধনুক।

'মাস্টার ডিক!' চিৎকার করে উঠলো একজন। 'ঘণ্টা বাজছে কেন?'

ঘণ্টা! কই শোনেনি তো ডিক। কান খাড়া করলো। হ্যাঁ, সত্যিই শোনা যাচ্ছে কর্কশ শব্দটা। ওর নিজের বাড়ি, মোট হাউসের বিশাল লোহার ঘণ্টাটা বাজছে। গ্রামের শেষ প্রান্তে ওক আর এল্‌ম গাছের ঢেউ ছাড়িয়ে মাথা তুলেছে মোট হাউসের উঁচু চূড়াগুলো। সেগুলোরই একটা থেকে আসছে ঘণ্টার শব্দ।

'শিগগিরই লড়াই বাধতে যাচ্ছে,' জবাব দিলো ডিক। উত্তেজনায় চকচক করছে ওর চোখ। 'মোট হাউসে ওরা কিছু খবর পেয়েছে নিশ্চয়ই। এই মাত্র স্যার ড্যানিয়েলের কাছ থেকে এলাম আমি। রাতটা কেটলেডেই কাটাবেন উনি। আমি আসছি খবর নিয়ে। ধনুকে তীর পরাতে পারে এমন প্রতিটা লোককে চাই তাঁর। ক্লিপসবি, তুমিও।'

ক্লিপসবি বা অন্যলোকগুলো—কেউই খুশি হলো না। বিরস মুখে ঘণ্টার শব্দ শুনতে লাগলো। ভালো করেই জানে, এসব লড়াইয়ের ফলে ওদের কোনো উপকার হবে না। দুঃখ-দুর্দশা বাড়বেই শুধু। কিন্তু দিনকাল এমন পড়েছে যে, উপায়ও নেই। চারদিকে কেবল যুদ্ধ আর লড়াই। অপদার্থ এক লোক বসেছে ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে। ফলে বিদ্রোহ করেছে ইয়র্কের বিরাট পরিবারটা। ব্যারনরা পক্ষ নিয়েছে। কেউ গেছে ল্যাঙ্কাস্টারের লাল গোলাপ

মার্কাওয়ালা রাজার দলে, বাকিরা গেছে সাদা গোলাপ মার্কা-ওয়ালা ইয়র্কের ওদের দলে। মোটকথা নিরপেক্ষ নেই কেউ।

গ্রামবাসীরা জানে, এখন একটা কারণেই ঘণ্টা বাজতে পারে—যুদ্ধের ঘোষণা দেয়ার জন্যে। আর যুদ্ধ মানেই হত্যা, ধ্বংস, মৃত্যু...।

'কাদের পক্ষে লড়বো আমরা?' জিজ্ঞেস করলো ক্লিপসবি। 'স্যার ড্যানিয়েল কোন্ দলে? ল্যাঙ্কাস্টার না ইয়র্ক?'

লাল হয়ে গেলো ডিকের মুখ। অনিশ্চিত ভঙ্গিতে বললো, 'আমি জানি না।'

স্যার ড্যানিয়েল ডিকের অভিভাবক। আপাতত মোট হাউসের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছেন। যত দিন না প্রাপ্তবয়স্ক হচ্ছে ডিক ততদিন তিনি পালন করতে চান এই দায়িত্ব। ইংল্যাণ্ডের সিংহাসন নিয়ে দুই পরিবারের লড়াইয়ে ইতিমধ্যে একাধিকবার পক্ষ বদল করেছেন তিনি। যখন যেদিকে বাতাস বয়েছে সেদিকেই পাল তুলেছেন। মোটকথা যখন যে পক্ষে গেলে তাঁর কিছু অর্থাগমের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে তখন সে পক্ষেই গেছেন তিনি।

কঠোর একটা হাসি হাসলো ক্লিপসবি।

'স্যার ড্যানিয়েল যে কোন্ পক্ষে, কখনোই তোমার জানা হবে না, মাস্টার ডিক,' বললো সে। 'ব্যাটা ল্যাঙ্কাস্টারের পক্ষে ঘুমাতে যায়, ওঠে ইয়র্কের পক্ষে। পাদ্রী বাবাজীর কথাই ধরো না, স্যার অলিভার ওট্‌স...।' থেমে গেলো ক্লিপসবি। কাঁধটা একটু ঝাঁকিয়ে নাক কুঁচকালো।

'পেছনে অনেক বড় বড় কথাই বলা যায়,' উষ্ণ গলায় বললো ডিক। 'কিন্তু মনে রেখো স্যার ড্যানিয়েল...।'

ঘোড়ার খুরের শব্দ কানে যেতে থেমে গেলো ও। ঘাড় ফেরাতেই দেখতে পেলো, দ্রুত এগিয়ে আসছে বেনেট হ্যাচ। লম্বা চওড়া দশাসই চেহারার লোক। কোমরে তলোয়ার, হাতে বল্লম। ইস্পাতের একটা টুপি মাথায়। গায়ে চামড়ার পোষাক। এ এলাকার ডাকসাইটে লোক সে: যুদ্ধ বা শান্তি যে কোনো সময় স্যার ড্যানিয়েলের ডান হাত।

পেশল হাতে লাগাম টেনে ঘোড়া থামালো সে।

'ক্লিপসবি!' চিৎকার করে বললো লোকটা, 'ঘণ্টার শব্দ পাওনি? এখুনি মোট হাউসে চলে যাও। স্যার ড্যানিয়েল কেটলেতে চান তোমাকে। তাড়াতাড়ি করো, নইলে চাবুক খাবে। স্যাল,' পাশে দাঁড়ানো এক মহিলার দিকে ফিরে যোগ করলো সে, 'বুড়ো অ্যাপলইয়ার্ডকে কোথায় পাবো, বলতে পারো?'

'ও তো মাঠে গেছে,' জবাব দিলো মহিলা।

ভেঙে গেলো গ্রামবাসীদের জটলাটা। বেনেট এবং তরুণ শেলটনও আর দাঁড়ালো না। গ্রামের ভেতর দিয়ে, চার্চ পেরিয়ে এগোতে লাগলো ধীরে ধীরে।

'আমরা যখন বাইরে থাকবো তখন অ্যাপলইয়ার্ডকে মোট হাউসের নিরাপত্তার দায়িত্ব দিতে চান স্যার অলিভার,' বললো বেনেট। 'কিন্তু আমি বলে দিচ্ছি, দেখো, গজ গজ করেই অর্ধেক দিন পার করে দেবে বুড়ো হাবড়াটা।'

দাঁত বের করে একটু হাসলো ডিক। নিক অ্যাপলইয়ার্ডকে ভালোই চেনে ও। ভালো তীরন্দাজ। বহুযুদ্ধের ক্ষত চিহ্ন নিয়ে এখনো বেঁচে আছে লোকটা। ফ্রান্সের সঙ্গে লড়াইয়ে অংশ নিয়েছিলো। জিভের ধারের কারণে টানস্ট্যালে বিশেষ খ্যাতি

আছে তার। পিস্তি জ্বালিয়ে দেয়া কথা বলতে ওস্তাদ।

গ্রামের শেষ বাড়িটাই তার। লাইলাক কুঞ্জের ভেতর নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে বাড়িটা। তার ওপাশে, তিন দিকে বিস্তৃত সবুজ ক্ষেত, বনের প্রান্ত পর্যন্ত চলে গেছে।

ঘোড়া থেকে নামলো বেনেট। লাগামটা বেড়ার ওপর ছুঁড়ে দিয়ে ডিককে নিয়ে এগোলো মাঠের দিকে। ওদেরকে আসতে দেখেও মাথা তুললো না অ্যাপ্‌লইয়ার্ড। নিজের কাজ করে যেতে লাগলো।

'নিক,' ডাকলো বেনেট, 'স্যার অলিভার এখুনি তোমাকে মোট হাউসে যেতে বলেছেন। ওখানকার নিরাপত্তার দায়িত্ব নিতে হবে তোমাকে।'

এতক্ষণে মুখ তুললো বুড়ো। মুখ তো নয় যেন আখরোটের খোল। যেমন রং তেমন এবড়ো-খেবড়ো ভাঙাচোরা। কিন্তু চোখগুলো এখনো পরিষ্কার, তীক্ষ্ণ স্বচ্ছ দৃষ্টি। দাঁত বের করে হাসলো একটু।

'তোমরা তা হলে যাচ্ছো কোথায়, বেনেট হ্যাচ?' ভাঙা ভাঙা, কর্কশ বুড়োটে গলায় জিজ্ঞেস করলো সে। 'তোমার দায়িত্বেই তো ছিলো মোট হাউস!'

'যে কজনকে হাতের কাছে পাওয়া যায়, সবাইকে নিয়ে কেটলেয় যাচ্ছি আমি। লড়াই হবে।'

ধূসর চোখজোড়া সরু হয়ে এলো অ্যাপ্‌লইয়ার্ডের। 'ক'জনকে রেখে যাবে?'

'শক্ত সমর্থ ছ'জন আর স্যার অলিভার।'

থু করে এক দলা থুথু ফেললো বুড়ো।

'ছ'জন যথেষ্ট নয়। কমপক্ষে চল্লিশ জন লাগবে।' ঘুরে বনের দিকে ইশারা করলো সে। 'জঙ্গলটা রাজদ্রোহীদের আখড়া। একবার যদি ওরা খবর পায় স্যার ড্যানিয়েল মোট হাউসে নেই...।'

আচমকা থেমে গেলো সে। একটা হাত চোখের কাছে এনে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে লাগলো আশপাশের গাছগুলো।

'কি ব্যাপার?' জিজ্ঞেস করলো বেনেট।

জবাব দিলো না বুড়ো। নিঃশব্দে দেখতে লাগলো পাহাড়ের ঢালে গাছগুলো। উজ্জ্বল সূর্যের আলোয় উদ্ভাসিত, ঢালু হয়ে আসা সবুজ মাঠ। কয়েকটা সাদা ভেড়া চরে বেড়াচ্ছে এখানে ওখানে। ঘণ্টার একটানা ঢং ঢং ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই।

'কি ব্যাপার, অ্যাপ্‌লইয়ার্ড?' জিজ্ঞেস করলো ডিক।

'পাখিগুলো...,' ভ্রূকুটি করলো বৃদ্ধ সৈনিক।

তাকালো ডিক। দেখলো, এক ঝাঁক পাখি এলোমেলো উড়ে বেড়াচ্ছে গাছের ওপর দিয়ে।

'ওগুলোর আবার কি হলো?' অস্থিরভাবে প্রশ্ন করলো বেনেট।

'পাখি হলো সেরা পাহারাদার,' চিন্তিত গলায় বললো বুড়ো। 'কিছু দেখেছে ওরা, নইলে অমন করে উড়ে বেড়াতো না। জঙ্গলে, ওখানে কোথাও তীরন্দাজ আছে। মানুষ কিছু না বুঝলেও ওরা ঠিকই বুঝতে পারে।'

'ধুর!' ঘোঁত ঘোঁত করে উঠলো বেনেট। 'কয়েটা চড়ুই দেখে এত ভয় পেয়ে গেলে?'

'শোনো কথা। জঙ্গলে অনেক হারামীর বাচ্চা আছে, বেনেট

হ্যাচ। তোমার বা আমার পিঠে একটা তীর ঢোকানোর বিনিময়ে নিজের কান কেটে দিতে রাজি ওরা, বুঝলে? ওরা খাটাশের চেয়েও বেশি ঘেন্না করে আমাদের!'

'আমাদের না, স্যার ড্যানিয়েলকে ঘেন্না করে ওরা।'

'হ্যাঁ, ওরা স্যার ড্যানিয়েলকে ঘেন্না করে—সেই সাথে যারা তার কাজ করে তাদেরও। যখন দিন ছিলো, তখন কি দু'চারটে বাড়িঘর পোড়াইনি আমরা, বেনেট? ধড় থেকে কল্লা নামাইনি দু'এক জনের? বনে অনেক লোক আছে, যাদের আমরাই ওখানে যেতে বাধ্য করেছি—তুমি, আমি, স্যার ড্যানিয়েল ব্র্যাকলে। ওরা ক্ষমা করবে না আমাদের। আমার বয়স পর্যন্ত যদি ফাঁসির দড়িতে না ঝুলে বেঁচে থাকতে পারো, তা হলে বুঝবে পূর্ব পুরুষ কেউ অনেক পুণ্য করেছিলো তোমার।'

ভয়ানক হয়ে উঠলো বেনেটের চেহারা। রং বদলে গেছে ওর মুখের।

'টানস্ট্যালের সবচেয়ে বড় বোকা বুড়ো হাবড়া তুমি,' ঝামটে উঠলো সে। 'বেশি বড় বড় কথা রেখে এখন মোট হাউসে চলো। নইলে গিয়ে বললাম স্যার অলিভারকে!'

বনের দিকে পিঠ দিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো বৃদ্ধ।

'ওরা ঘেন্না করে আমাদের,' আবার বললো সে। 'জঙ্গলে যদি কোনো তীরন্দাজ থেকে থাকে, বেনেট হ্যাচ, স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে আমাদের। কি মনে হয় তোমার, কার দিকে তীর ছুঁড়বে সে?'

'ওর যদি কোনো বোধ-বুদ্ধি থাকে তা হলে তোমার দিকেই!'

'না, তোমার দিকে!' চিৎকার করে উঠলো বৃদ্ধ তীরন্দাজ। 'তুমি গ্রিমস্টোনে আগুন লাগিয়েছিলে, বেনেট। ওরা ক্ষমা করবে

না তোমাকে…।'

আর কিছু বলতে পারলো না বুড়ো। বাতাসে শিস তুলে ছুটে এলো একটা তীর। অ্যাপলইয়ার্ডের কাঁধের হাড়ের মাঝখানে লাগলো। এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে গেলো একেবারে। উপুড় হয়ে মাটিতে পড়ে গেলো বৃদ্ধ। একটা শব্দও বেরোলো না মুখ দিয়ে।

দুই—জন অ্যামেণ্ড-অল

আতঙ্কিত গলায় চিৎকার করে উঠলো বেনেট হ্যাচ। পর মুহূর্তে মাথা নুইয়ে ছুটলো বাড়িটার আড়াল নেয়ার জন্যে। তড়াক করে লাফিয়ে উঠলো ডিকের কলজেটা। ঝুপ করে বসে পড়লো একটা ঝোপের আড়ালে। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকালো বনের যেখান থেকে তীরটা ছুটে এসেছে সেখানকার গাছগুলোর দিকে।

একটা পাতাও নড়ছে না। ভেড়াগুলো আগের মতোই চরে বেড়াচ্ছে। পাখিগুলো আবার নেমে এসেছে গাছের মাথায়। সবকিছুই যেমন ছিলো প্রায় তেমনই আছে। কেবল বুড়ো লোকটা পিঠে একটা তীর নিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে।

'কিছু দেখতে পেলে?' বাড়ির ভেতর থেকে চিৎকার করে জিজ্ঞেস করলো বেনেট।

'না।'

কুঁজো হয়ে গুটি গুটি পায়ে ফিরে এলো হ্যাচ। ফ্যাকাশে হয়ে গেছে মুখ। বৃদ্ধ তীরন্দাজকে হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে বসালো

ও। এখনো বেঁচে আছে নিক। যন্ত্রের মতো একবার তাকিয়ে বন্ধ করলো চোখ। ব্যথায় বিকৃত হয়ে আছে মুখটা।

'তীরটা বের করে নাও,' অনেক কষ্টে উচ্চারণ করলো সে। 'তাড়াতাড়ি করো। একটু শান্তিতে মরি।'

'মাস্টার ডিক,' তড়বড় করে ডাকলো বেনেট, 'তাড়াতাড়ি এখানে এসো। তীরটা বের করো। ঠিকই বলেছে বুড়ো, একটু শান্তিতে মরুক।'

ছুটে এলো ডিক। দুহাতে ধরলো তীরটা। অন্যদিকে ফিরে চোখমুখ কুঁচকে হ্যাঁচকা টানে খুলে আনলো সেটা। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটলো তীরবেঁধা জায়গা দিয়ে। হাঁ হয়ে গেলো বুড়োর মুখ। একবার কাশলো। পেছন দিকে ঢলে পড়ে গেলো তারপর। মারা গেছে।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো হ্যাচ। এক হাত থেকে খুলে আনলো ইস্পাতে দস্তানা। মুছলো ভয়ে ভিজে যাওয়া মুখটা।

'এর পর আমি,' বললো সে।

ডিক তাকালো ওর দিকে। এখনো দুহাতে ধরে আছে তীরটা।

'কে করলো কাজটা, বেনেট?' জিজ্ঞেস করলো ও।

কাঁধ ঝাঁকালো হ্যাচ। 'স্যার ড্যানিয়েলের নির্দেশে বহু লোককেই তো ভিটেমাটি ছাড়া করেছি আমরা...।'

'দেখেছো তীরটা? কেমন অদ্ভুত দেখতে!' হাতের তীরটার দিকে ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে আছে ডিক। 'কালো...। পালকগুলোও কালো...। আরে, একটু দাঁড়াও দেখি...কি যেন লেখা এটার উপরে! "অ্যাপ্‌লইয়ার্ডের জন্যে, জন অ্যামেণ্ড-অল।" কি মানে এর?'

'জানি না। বনের কোনো বজ্জাতের ছদ্মনাম হয়তো। একটু হাত লাগাও তো, ঘরে নিয়ে যাই নিককে। বেচারা স্যার অলিভার খুব দুঃখ পাবেন। কি ঘটেছে, শুনলে নির্ঘাৎ শুকিয়ে যাবে লোকটার কলজে।'

দুজনে মিলে ধরাধরি করে ছোট্ট বাড়িটার ভেতর নিয়ে গেলো বৃদ্ধ তীরন্দাজকে। শুইয়ে দিলো মেঝেতে। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উৎসুক চোখে চারপাশে তাকাতে লাগলো হ্যাচ।

'অনেক টাকা ছিলো নিকের,' জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজাতে ভেজাতে বললো সে। 'ঐ যে সিন্দুকটা দেখছো, মাস্টার ডিক? বাজি ধরে বলতে পারি সোনার মোহরে ঠাসা ওটা।'

'হ্যাচ!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ডাকলো ডিক। 'লোকটার লাশের ওপর দিয়ে তুমি ডাকাতি করতে চাও?'

সিন্দুকের ভারি তালাটা নাড়াচড়া করছিলো হ্যাচ। পাত্তাই দিলো না ডিককে। এমন সময় খুলে গেলো ঘরের দরজাটা। লম্বা, শক্ত-সমর্থ এক পাদ্রী ঢুকলেন ভেতরে। কাজের সময়কার আলখাল্লা পরে আছেন। চোখ গেলো মৃত দেহটার দিকে। সঙ্গে সঙ্গে পাথরের মতো জমে গেলেন তিনি।

'ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করুন।' আপনা থেকেই তাঁর গলা চিরে বেরিয়ে এলো কথাটা। 'কি হয়েছিলো?'

'নিক মারা গেছে, স্যার অলিভার,' বললো হ্যাচ। 'তীর দিয়ে মারা হয়েছে ওকে—এই যে এটা।' কালো তীরটা সামনে বাড়িয়ে ধরলো সে।

তীরটার দিকে একপলক তাকিয়ে একটা টুলের দিকে এগোলেন স্যার অলিভার ওটস। অসুস্থ ভঙ্গিতে বসে পড়লেন টুলের ওপর।

ফ্যাকাশে হয়ে গেছে তাঁর মুখ। চোখগুলো বেরিয়ে আসতে চাইছে কোটর ছেড়ে।

'ঈশ্বরের বিচার এড়াবে কে।' ফিসফিস করে বললেন তিনি।

'এটা দেখুন, স্যার অলিভার...।' হ্যাচের হাত থেকে কালো তীরটা নিয়ে এগিয়ে গেলো ডিক। তীরের ওপর লেখা কথাগুলো পড়লেন স্যার অলিভার।'

'জন অ্যামেণ্ড-অল,' বিড় বিড় করে বললেন তিনি। 'কে লোকটা, বেনেট? অবশ্য, আমাদের ঘেন্না করে এমন লোকের সংখ্যা তো কম নয়।'

'এলিস ডাকওয়ার্থ হতে পারে,' চিন্তিতস্বরে বললো হ্যাচ, 'বা অন্য বিশ জনের কেউও হতে পারে। আপনি আর স্যার ড্যানিয়েলতো মাত্র কয়েকজনের ফাঁসিই দেখেছেন, অন্যদের পালিয়ে যেতে দিয়েছেন, এখন তার মূল্য দিতে হবে না?'

'তুমি বেশি কথা বলো, হ্যাচ,' আড়চোখে একবার ডিকের দিকে তাকিয়ে কর্কশ গলায় বললেন স্যার অলিভার। 'তোমার কান-দুটোর চেয়ে মুখটা চওড়া বেশি।'

একটু কাঁধ ঝাঁকালো বেনেট। 'ঠিক আছে। আর কিছু বলবো না আমি।'

টুল ছেড়ে উঠলেন স্যার অলিভার। গলার কাছে ঝোলানো একটা ছোট বাক্স থেকে বের করলেন গালা, ছোট একটা মোমবাতি, চকমকি আর লোহা। নিক অ্যাপলইয়ার্ডের সিন্দুকটা স্যার ড্যানিয়েলের চিহ্ন দিয়ে মোহর করে দিলেন। পেছনে দাঁড়িয়ে বিরস মুখে দেখলো হ্যাচ। একটু পরেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো তিন-জন। ঘোড়ার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

রেকাবটা ধরে স্যার অলিভারকে ঘোড়ায় উঠতে সাহায্য করলো বেনেট। তারপর বললো, 'এবার আমাকে কেটলের পথে রওনা হতে হয়।'

'উঁহু,' বললেন পাদ্রী। 'পরিস্থিতি বদলে গেছে, বেনেট। মোট হাউসের নিরাপত্তার জন্যে কাউকে দরকার আমার। অ্যাপ্‌ল-ইয়ার্ড মারা গেছে। তোমাকে রেখে দেবো আমি। যোদ্ধাদের কেটলের নিয়ে যাওয়ার জন্যে ডিকই যথেষ্ট। এতক্ষণে বোধহয় চার্চের কাছে জড়ো হয়েছে ওরা।'

রওনা হলো ওরা। গ্রামের পথ বেয়ে কিছু দূর যাওয়ার পর একটা মোড় নিতেই দেখা গেলো চার্চ। ফটকের কাছে দশ বারোটা ঘোড়া, অনবরত খুর দিয়ে মাটি ঠুকে চলেছে। জনাবিশেক লোকও জমায়েত হয়েছে সেখানে। প্রত্যেকেই অস্ত্রসজ্জিত।

কতজন লোক উপস্থিত হয়েছে, গুণে ফেললেন স্যার অলিভার। খুশি হয়ে উঠলেন মনে মনে। 'খারাপ না,' বিড় বিড় করে বললেন তিনি। 'স্যার ড্যানিয়েল খুশি···।'

হঠাৎ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলো হ্যাচ। 'কে ওখানে? এই! থামো, থামো!'

রেকাবের ওপর দাঁড়িয়ে পড়ে গির্জার উঠানটা দেখছে সে। ডিকও তাকালো। বাঁধানো কবরগুলোর মাঝখানে ইতি উতি চাইছে এক লোক। বেনেটের চিৎকার শুনে ঝট করে উঠে দাঁড়িয়েই দৌড় দিলো লোকটা। পেছনের নিচু দেয়ালটা টপকে এক ছুটে চলে গেলো বনের ভেতর।

ফটকের কাছে দাঁড়ানো লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে একটা হাঁক দিলো বেনেট। সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ায় চড়তে লেগে গেলো

তারা। কয়েকজন পিছু নেয়ার চেষ্টা করলো লোকটার। কিন্তু গির্জার পুরো উঠানটা ঘুরে যেতে হবে ওদের। স্পষ্ট বোঝা গেলো, ধরা যাবে না লোকটাকে। শ্বাসরুদ্ধকর একটা মুহূর্ত। হঠাৎ পিঠের ওপর থেকে ক্রসবোটা খুলে হাতে নিলো ডিক। ছিলাটা টেনে ঝটপট একটা তীর পরিয়ে ফেললো।

'ছোঁড়ো!' চিৎকার করে উঠলেন পাদ্রী।

গাছপালার ভেতর কয়েক পা ঢুকেছে পলায়নপর লোকটা। ক্রসবোটা তাক করেও এক মুহূর্ত ভাবলো ডিক। কেমন একটু মায়া হলো লোকটার জন্যে। দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগতে ভুগতে ছুঁড়ে দিলো তীর।

মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো আগন্তুক। উৎফুল্ল গলায় চিৎকার করে উঠলো হ্যাচ এবং পাদ্রী। কিন্তু না, তীর বিঁধে পড়েনি লোকটা, পড়েছে হোঁচট খেয়ে। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়েছে সে। মাথা থেকে টুপিটা খুলে নাড়লো একবার এদিকে ফিরে। তারপর অদৃশ্য হয়ে গেলো বনের ভেতর।

'মরুক শালা!' গড় গড় করে উঠলো বেনেট। 'তোমার জন্যেই পালাতে পারলো লোকটা, মাস্টার ডিক। আর এক সেকেণ্ড আগে যদি ছুঁড়তে তীরটা!'

'কিন্তু, গির্জার ভেতর ও কি করছিলো?' নিজেকেই যেন জিজ্ঞেস করলেন স্যার অলিভার। 'ক্লিপসবি!' পর মুহূর্তে চিৎকার করে উঠলেন তিনি, 'ঘোড়া থেকে নামো। গির্জার উঠানটা তল্লাসী করে ফেলো তো তাড়াতাড়ি।'

দু'মিনিটের মধ্যে ফিরে এলো ক্লিপসবি। হাতে একটা কাগজ। পাদ্রীর হাতে কাগজটা দিলো সে।

'এই যে, স্যার অলিভার,' গির্জার দরজার সাথে আটকানো

ছিলো এটা।'

কাগজটা হাতে নিয়ে চোখের সামনে মেলে ধরলেন স্যার অলিভার।

'বুঝতে পারছি না কিছু...,' বিড় বিড় করে বললেন তিনি। 'মাস্টার ডিক, পড়ো তো, কি লেখা আছে এতে।'

কাগজটা নিলো ডিক। পড়তে লাগলো জোরে জোরে, 'আমার তূণে চারটি কালো তীর ছিলো। চারটে শয়তানের প্রত্যেকের জন্যে একটা করে বরাদ্দ। একটা মাত্র খরচ হয়েছে বুড়ো নিক অ্যাপেলইয়ার্ডের পেছনে। এখনো তিনটে রয়েছে। একটা বেনেট হ্যাচের জন্যে—গ্রিমস্টোন পোড়ানোর শাস্তি তাকে পেতে হবে। একটা স্যার অলিভার ওটসের জন্যে—স্যার হ্যারি শেলটনকে হত্যা করার অপরাধে। আর সব শেষটা স্যার ড্যানিয়েল ব্র্যাকলের জন্যে—বহু নিরপরাধ লোককে ফাঁসি দেয়ার অপরাধে। তোমাদের প্রতিটা কালো হৃদয়ের জন্যে একটা করে কালো তীর তুলে রাখলাম।

—গ্রীনউডের জন অ্যামেণ্ড-অল।'

পড়া শেষ করে মুখ তুলে চাইলো ডিক। পাদ্রীর মুখটা রক্তশূন্য হয়ে গেছে।

'আমার কোনো দোষ নেই,' চিৎকার করে বললেন তিনি। 'ঈশ্বরের দোহাই, স্যার হ্যারিকে হত্যা করিনি আমি। অনেক সাক্ষী আছে তার। আমি তখন মোট হাউসেই ছিলাম না। অন্য একটা কাজে সে রাতে বাইরে পাঠানো হয়েছিলো...।'

থেমে গেলেন তিনি। বেনেট হ্যাচ তার ঘোড়া নিয়ে চলে এলো পাদ্রীর পাশে। কানে কানে কি যেন বললো স্যার অলিভারের।

ডিক দেখলো, চকিতে একবার ওর দিকে তাকিয়ে অন্যদিকে চোখ ফেরালেন স্যার অলিভার। জন অ্যামেণ্ড-অলের চিঠির একটা অংশ ওকে চিন্তায় ফেলে দিলেও কিছু বললো না ও। দাঁড়িয়ে রইলো নির্বিকার মুখে। স্যার হ্যারি শেলটন ওর বাবা।

তিন—সাইন অফ দি সান

সে রাতেই। কেটলে গ্রামের একমাত্র সরাইখানা—দি সাইন অফ দি সান-এ সদর দপ্তর স্থাপন করেছেন স্যার ড্যানিয়েল। এখানে ওখানে শুয়ে বসে আছে তাঁর লোকেরা। পাহারায় মোতায়েন রয়েছে দু'একজন।

সরাইখানার প্রধান কামরায় বসে আছেন স্যার ড্যানিয়েল। ভয়ানক ঠাণ্ডা রাতটা। লাল একটা গরম আলখাল্লা পরে আছেন তিনি। গরম এল-এর একটা পাত্রের কাছে তাঁর কনুই। বিরাট মাথাটার ভর ছেড়ে দিয়েছেন একটা হাতের ওপর। গভীরভাবে কিছু ভাবছেন তিনি।

লম্বা কামরার শেষ প্রান্তে কয়েকটা বেঞ্চ। সেগুলোর ওপর ঘুমিয়ে আছে তাঁর দশ-বারো জন লোক। শুকনো কাঠ জ্বালিয়ে বড়সড় একটা অগ্নিকুণ্ড তৈরি করা হয়েছে ফায়ার প্লেসে। সামনে বসে আছে বারো-তেরো বছরের একটা ছেলে।

পুড়তে পুড়তে আগুন থেকে পড়ে গেলো একটুকরো কাঠ। চমকে উঠলো ছেলেটা। মুখ তুলে চাইলেন স্যার ড্যানিয়েল। ছেলেটার শরীরের ওপর দিয়ে একবার ঘুরলো তাঁর দৃষ্টি।

'এখানে এসো,' কোমল স্বরে বললেন তিনি।

উঠে দাঁড়ালো ছেলেটা। ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলো তাঁর দিকে।

হেলান দিয়ে বসলেন স্যার ড্যানিয়েল। তারপর হেসে উঠলেন হা-হা করে।

'চমৎকার!' বললেন তিনি। 'সত্যিই একটা ছেলের মতো লাগছে তোমাকে।'

রাগে লাল হয়ে গেলো ছেলেটার মুখ। চোখে ফুটে উঠলো তীব্র ঘৃণা। উঠে দাঁড়ানোর পর, ওর বয়স আসলে যে কত তা বোঝা দুষ্কর হয়ে পড়েছে। মুখ দেখে মনে হয়, বয়স আরেকটু বেশি হতে পারে। কিন্তু এমন কোমল-পেলব আর মসৃণ ত্বক কেবল বাচ্চাদের মুখেই দেখা যায়। হাঁটার ভঙ্গিতেও কেমন যেন একটা কোমল ছন্দময় ভাব।

'যত খুশি হাসেন, কিছু এসে যায় না!' হিসহিস করে উঠলো ছেলেটা। 'সময় আসবে, যেদিন ও মুখে হাসির চিহ্নও আর খুঁজে পাওয়া যাবে না!'

অলস ভঙ্গিতে একটা আঙুল তুললেন স্যার ড্যানিয়েল। কৌতুক মেশানো দৃষ্টি চোখে। বললেন, 'আচ্ছা! ভেবে দেখো, মাস্টার জন, তোমার জন্যে কি করেছি আমি! খুব ভালো একটা বিয়ে দিতে যাচ্ছি তোমার। কি মনে করো, খামোকা? স্বীকার করছি, তোমাকে ধরে আনার সময় একটু...একটু রূঢ় ব্যবহারই করতে হয়েছে। কিন্তু বলো, এছাড়া আর কিছু করার ছিলো আমার? শোনো, আমরা দুজন বন্ধু হতে পারি। ক'দিন পরেই তুমি মিসেস শেলটন হবে—হয়তো লেডি শেলটন! ছেলেটা যা সাহসী ওর বেশিদিন লাগবে না নাইটহুড পেতে। সুতরাং চিন্তা কি? বোসো। টেবিলে খাবার আছে, খেয়ে নাও। না খেয়ে শুকিয়ে লাভ কি?'

'না,' মেঝেতে পা ঠুকে চিৎকার করে উঠলো ছেলেটা। 'আমি...আমি যাবো না তোমার সাথে।'

কাঁধটা একটু ঝাঁকিয়ে হেলান দিয়ে বসলেন স্যার ড্যানিয়েল। ঘুরে দাঁড়ালো ছেলেটা। একটা শালে জড়িয়ে নিলো শরীর। তারপর গিয়ে বসলো চিমনির কোণায়। দুঃখে চোখ ফেটে জল এসে যেতে চাইছে ওর।

বাইরে রাস্তায় ঘোড়ার খুরের শব্দ হলো। একটু পরেই অস্ত্রের ঝনঝনানি। একজন পাহারাদার পরিচয় জানতে চাইলো ঘোড় সওয়ারের। পরিচয় দিলো আগন্তুক। এক মিনিট পর খুলে গেলো দরজা। রিচার্ড শেলটন ঢুকলো ভেতরে। একটা আলখাল্লা গায়ে জড়িয়ে আছে। কাদায় মাখামাখি পুরো শরীর।

'কি ব্যাপার, ডিক শেলটন?' জিজ্ঞেস করলেন স্যার ড্যানিয়েল। 'বেনেট হ্যাচ কোথায়?'

ডিকের নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গে অন্য ছেলেটা ঘুরে তাকিয়েছে এদিকে। উৎসুক দৃষ্টি চোখে।

কাপড়ের নিচ থেকে মুখবন্ধ একটা খাম বের করলো ডিক। বাড়িয়ে দিলো স্যার ড্যানিয়েলের দিকে।

'স্যার অলিভারের চিঠি নিয়ে এসেছি আমি,' বললো ও। 'বেনেট হ্যাচকে মোট হাউসে রেখে দিয়েছেন উনি। কেন তা লিখেছেন চিঠিতে।' একটু থামলো ডিক। তারপর আবার বললো, 'এখুনি আমাদের লর্ড রাইজিংহ্যামের কাছে যাওয়া উচিত, স্যার। পথে আসতে আসতে খবর পেলাম, আজকের যুদ্ধে নাকি মারাত্মকভাবে আহত হয়েছেন উনি। সম্ভবত সাহায্যের খুব দরকার ওঁর।'

ছেলেটার দিকে তাকালেন স্যার ড্যানিয়েল। ধূর্ত একটা

চাহনি তাঁর চোখে।

'তাই নাকি?' বললেন তিনি। 'কি দরকার তাহলে ঝামেলায় জড়িয়ে? যেখানে আছি সেখানেই থাকবো আমরা, ডিক। সাধ করে বিপদের মুখে পা বাড়ানোর কোনো অর্থ নেই। তারচেয়ে দেখা যাক, কাদের নিয়ে এসেছো তুমি। সেলডেন, দরজার কাছে একটা বাতি আনো দেখি।'

বেঞ্চে শুয়ে থাকা লোকগুলোর মধ্যে থেকে উঠলো একজন। একটা মশাল হাতে নিয়ে এগোলো দরজার দিকে। স্যার ড্যানিয়েলও লম্বা লম্বা পা ফেলে এগোলেন। নতুন সৈন্যদের দেখার জন্যে মশালধারীর পেছন পেছন বেরিয়ে গেলেন বাইরে। আলখাল্লাটা খুলে একটা চেয়ারের দিকে ছুঁড়ে দিলো ডিক। একটু পরেই ফিরে এলেন স্যার ড্যানিয়েল। বেজার মুখে মাথা নাড়ছেন।

'মাত্র এই ক'জন!' বললেন তিনি, 'যা হোক, এই ক'জন দিয়েই কাজ চালাতে হবে। ডিক, টেবিলে চমৎকার এল আর বেকন আছে। খেয়ে নাও। এই ফাঁকে চিঠিটা পড়ে ফেলি আমি।'

নিঃশব্দে খেতে বসে গেলো ডিক। মুখবন্ধ খামটা খুললেন স্যার ড্যানিয়েল। পড়তে পড়তে ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠলো তাঁর। হঠাৎ মুখ তুলে ডিকের দিকে তাকালেন তিনি। তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে চোখের দৃষ্টি।

'জন অ্যামেণ্ড-অলের লেখা চিঠিটা পড়েছ নাকি তুমি, ডিক?'

মাথা ঝাঁকালো ডিক। একগাদা প্রশ্ন উঠে এসেছে তার গলায়।

'তোমার বাবার নামের উল্লেখ আছে এতে,' নরম করে বললেন

নাইট। 'স্যার অলিভারকে দায়ী করা হয়েছে তার হত্যার জন্যে।'

অনেক কষ্টে কথাটা হজম করলো ডিক। 'উনি সরাসরি অস্বীকার করেছেন অভিযোগটা,' বললো সে।

'করবেই তো!' তীক্ষ্ণ গলায় বললেন স্যার ড্যানিয়েল। 'ওসব কথায় কান দিও না, ডিক। সময়-সুযোগ মতো একদিন তোমাকে বলবো, আসলে কি ঘটেছিলো। এলিস ডাকওয়ার্থ নামে এক বদমাশ হচ্ছে আসল অপরাধী। কিন্তু দুঃখের কথা কি বলবো, ওকে ধরার আগেই বজ্জাতটা পালিয়ে বনে আশ্রয় নেয়।'

'ঘটনাটা কি মোট হাউসে ঘটেছিলো?' জিজ্ঞেস করলো ডিক। দ্রুত হয়ে গেছে ওর হৃৎস্পন্দন।

'না। মোট হাউস আর হলিউডের মাঝে কোনো এক জায়গায়।' একটু থামলেন স্যার ড্যানিয়েল। আবার শেয়ালের মতো হয়ে উঠেছে তাঁর চাহনি। 'তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও। টানস্ট্যালে একটা খবর নিয়ে যাবে।'

খেতে শুরু করলো ডিক। কিছুক্ষণ পর মুখে তুলে বললো, 'অন্য কাউকে পাঠান না! এখানে লড়াইয়ে থাকতে চাই আমি।'

'লড়াই হলে তো? ঠেকায় না পড়লে আমি কিছুতেই লড়াই করবো না। কে জিতছে, না জানা পর্যন্ত এখানেই থাকবো আমি। লড়তেই যদি হয় তো বিজয়ীর পক্ষে লড়বো। না-না ডিক, কাপুরুষতা নয়, বিবেচক লোকমাত্রই আমার মতো করে ভাববে। এতো হাত বদল হচ্ছে আমাদের দেশটা যে, কাল কে রাজা হবে কেউ বলতে পারে না। বুদ্ধিমানরা অপেক্ষা করে এবং লক্ষ্য রাখে বাতাস কোন দিকে বইছে।'

ঘুরে দাঁড়ালেন স্যার ড্যানিয়েল। কামরার শেষ প্রান্তে ছোট

একটা টেবিলের সামনে গিয়ে বসলেন। কাগজ কলম নিয়ে চিঠি লিখতে শুরু করলেন।

নিঃশব্দে খেতে লাগলো ডিক। হঠাৎ পিঠে আলতো একটা স্পর্শ অনুভব করলো সে। কোমল একটা কণ্ঠ ফিসফিসিয়ে উঠলো ওর কানের কাছে, 'চুপ! কোনো শব্দ করো না! ভয়ানক বিপদে পড়েছি আমি। লক্ষ্মী ছেলে, হলিউডের সবচেয়ে সোজা রাস্তা কোন্‌টা, বলবে?'

সোজাসুজি তাকালো ডিক। 'উইণ্ড মিলের পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা গেছে, সেটা। ঐ পথে, টিল ফেরিতে গিয়ে পৌঁছুবে। ওখানে আবার কাউকে জিজ্ঞেস করে নিও।'

খেতে খেতেই চোখের কোণ দিয়ে লক্ষ্য করলো ডিক, বাচ্চা একটা ছেলে পা টিপে টিপে বেরিয়ে যাচ্ছে কামরা থেকে।

ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠলো ওর। ছেলেটাকে আগে কখনো দেখেনি ও। কে হতে পারে? এতক্ষণ এখানে করছিলোই বা কি?

আধঘণ্টা পর, উঠলেন স্যার ড্যানিয়েল। ডিকের হাতে দিলেন সদ্য লেখা চিঠিটা এবং বললেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেটা মোট হাউসে পৌঁছে দিতে হবে। দেরি না করে বেরিয়ে পড়লো ডিক।

আধঘণ্টাও হয়নি, এমন সময় লর্ড রাইজিংহ্যামের কাছ থেকে এক দূত এলো। ব্যস্তসমস্ত ভাব। বিধ্বস্ত চেহারা।

'স্যার ড্যানিয়েল,' বললো লোকটা, 'ভোরের আগে শুরু হয়েছে লড়াই, আর আপনি এখনো বসে আছেন এখানে! আপনার তরতাজা সৈন্যগুলো পেলে এতক্ষণ তো কচুকাটা করে ফেলতাম শত্রুদের। ইস, আরেকটু আগে কেন আপনি রওনা হলেন

না, স্যার ?'

'এই তো এখুনি রওনা হতে যাচ্ছিলাম,' বললেন স্যার ড্যানিয়েল। 'সেলডেন, ট্রাম্পেট বাজাতে বলো! আমার সব লোকজন এসে না পৌছানো পর্যন্ত রওনা হই কি করে ? তা না হলে, এতক্ষণ আমি পৌঁছে যেতাম আপনাদের ওখানে।'

মিনিটখানেকের ভেতরেই ট্রাম্পেটের তীক্ষ্ণ শব্দে ছেয়ে গেলো ভোরের আকাশ। মুহূর্তে সজীব হয়ে উঠলো যেন ঘুমন্ত গ্রামটা। চারদিক থেকে বেরিয়ে আসতে লাগলো সশস্ত্র সৈনিকরা। সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে সরাইখানার সামনে। প্রত্যেকের হাতে তীর ধনুক, নয় তো বল্লম অথবা তরবারি। দশ মিনিটের মধ্যে একশো ঘোড়সওয়ার যাত্রার জন্যে তৈরি হয়ে গেলো।

লাফ দিয়ে নিজের ঘোড়ায় উঠলেন স্যার ড্যানিয়েল। সরাইখানার মালিক এসে ধরলো তাঁর রেকাবটা। স্যার ড্যানিয়েল কিছু একটা খুঁজলেন তাঁর চারপাশে। অস্থিরভাবে একবার রেকাবের ওপরই পা ঠুকলেন।

'জোয়ানা!' চিৎকার করে উঠলেন তিনি। 'একেবারে ভুলে গেছিলাম ছুঁড়ির কথা। কোথায় গেলো ? এই, সরাইওয়ালা, আমার সাথে যে মেয়েটা ছিলো, গেলো কোথায় ?'

বিস্মিত দৃষ্টি মেলে তাকালো সরাইওয়ালা।

'মেয়ে, স্যার ড্যানিয়েল ?' বললো সে। 'আমি তো কোনো মেয়ে দেখিনি, স্যার!'

'তাহলে, ছেলে, উজবুক!' চিৎকার করে উঠলেন নাইট। 'ওটা ছেলে নয় মেয়ে, টের পাওনি গর্দভ ? কোথায় সে ?'

'ঈশ্বর জানে!' এখনো বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি সরাইওয়ালার।

'আপনি তো মাস্টার জন বলে ডাকছিলেন। কি করে বুঝবো মাস্টার জন একটা মেয়ে! কিন্তু, ও তো চলে গেছে, স্যার। ঘণ্টাখানেক আগে আস্তাবলের কাছে দেখেছিলাম। ছাই রঙের ঘোড়াটায় জিন চাপাচ্ছিলো।'

'কি সর্বনাশ!' গর্জন করে উঠলেন স্যার ড্যানিয়েল। 'পাঁচশো পাউণ্ড দাম মেয়েটার!'

'স্যার ড্যানিয়েল,' বিরক্তির সঙ্গে বললো দূত, 'আপনি পাঁচশো পাউণ্ডের জন্যে যতক্ষণে বুক চাপড়াচ্ছেন ততক্ষণে ইংল্যাণ্ডের সিংহাসন একবার হাত বদল হয়ে গেলো বোধ হয়।'

পাত্তা দিলেন না স্যার ড্যানিয়েল। 'সেলডেন,' চিৎকার করে উঠলেন তিনি, 'ছ'জন লোক নিয়ে রওনা হয়ে যাও এখুনি। যে-ভাবে পারো খুঁজে বের করো মেয়েটাকে। মোট হাউসে ফিরে যেন ওকে পাই আমি—তা না হলে তোমার কপালে খারাবী আছে। এবার চলুন, দূত, রওনা হই আমরা।'

স্যার ড্যানিয়েল হাত তুলে সংকেত করতেই রওনা হয়ে গেল অশ্বারোহী বাহিনীটা। বিস্মিত গ্রামবাসীদের সামনে দিয়ে এগিয়ে চললো পথ বেয়ে। সেলডেন এবং তার ছ'জন লোক রয়ে গেলো সরাইখানার সামনে।

চার—জলাভূমি

বিস্তৃত জলাভূমির মাঝ দিয়ে এগিয়ে গেছে সরু পথটা। ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে ডিক। দু'পাশে থৈ থৈ পানি। এখানে ওখানে ভয়ানক নরম কাদার দ্বীপ। মাঝে মাঝে দু-এক জায়গায় পানির

তলে হারিয়ে গেছে পথ। ক্ষণকণে ঠাণ্ডা বাতাস যেন চাবুক মারছে পানির গায়ে।

এমন একটা জায়গায় এসে পড়েছে ডিক, যেখানে হাঁটু পানির ভেতর দিয়ে এগোতে হচ্ছে ঘোড়াটাকে। জলপূর্ণ এলাকার অর্ধেকটা এগিয়েছে ও, এমন সময় ডান পাশ থেকে জোর একটা পানি ছিটকানোর শব্দ হলো। ঝট করে ঘাড় ফেরাতেই দেখলো, ছাই রঙের একটা ঘোড়া, পেট পর্যন্ত কাদায় পড়ে খাবি খাচ্ছে। পা-মাথা ছুঁড়ে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে কাদা থেকে। ভীতিকর দৃশ্যটা দেখে জমে গেলো ডিক। হঠাৎ একটা হোঁচট খেলো ঘোড়াটা। তীক্ষ্ণ শব্দে একবার ডাক ছাড়লো চিঁ-হি রবে। স্পষ্ট দেখতে পেলো ডিক, আতঙ্কে কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে ঘোড়াটার দুই চোখ। বিষধর কীট পতঙ্গের একটা মেঘ জমে গেছে ওটার চারপাশে।

সম্বিত ফিরে এলো ডিকের। ঘোড়াটা কার বুঝতে কোনো অসুবিধে হয়নি ওর। উদ্বিগ্ন বোধ করতে লাগলো ভেতরে ভেতরে।

'ছেলেটা কোথায়?' ভাবলো ও। 'ডুবে গেছে নাকি?'

হতভাগ্য ঘোড়াটাকে এমন দুঃসহ অবস্থায় ফেলে যেতে ইচ্ছে হলো না ওর। লাগাম টেনে দাঁড় করালো নিজের ঘোড়াটাকে। পিঠের ওপর থেকে আড়ধনুকটা খুলে একটা তীর পরালো। লক্ষ্য স্থির করলো এক সেকেণ্ড। তারপর ছুঁড়ে দিলো। ঘোড়াটার মাথায় গিয়ে বিঁধলো তীর। পেছনের দুপায়ে ভর দিয়ে সামনের দুপা উঁচু করে দিতে চেষ্টা করলো একবার ঘোড়াটা। পরমুহূর্তে তলিয়ে গেলো কাদার ভেতর।

আবার ঘোড়া ছোটালো ডিক। নাম না জানা ছেলেটার জন্যে

দুশ্চিন্তা হচ্ছে। হঠাৎ রাস্তার পাশ থেকে কে যেন ডাকলো ওর নাম ধরে। ঘুরে তাকাতেই দেখতে পেলো ছেলেটাকে, রাস্তার পাশের একটা নলখাগড়ার ঝোপ থেকে উঁকি দিচ্ছে।

'এখানে তুমি!' লাগাম টেনে ঘোড়া থামালো ডিক। 'তোমার ঘোড়াটা দেখলাম একটু আগে। যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিয়েছি ওটাকে। লুকিয়ে আছ কেন?'

উঠে দাঁড়ালো ছেলেটা। ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে বেচারার মুখ।

'মাস্টার শেলটন,' অনুরোধের ভঙ্গিতে বললো সে, 'ভয়ানক বিপদে পড়েছি আমি। যেভাবে হোক হলিউড অ্যাবিতে যেতে হবে আমাকে।'

ওর ভয় পাওয়া মুখটা একবার ভালো করে দেখলো ডিক। তারপর নেমে পড়লো ঘোড়া থেকে। বললো, 'ঘোড়ায় ওঠো তুমি। আমি হাঁটি পাশে পাশে। ক্লান্ত হয়ে গেলে আমি আবার ঘোড়ায় চাপবো, তুমি হাঁটবে।'

সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ায় উঠে বসলো ছেলেটা। যথাসম্ভব দ্রুত এগোতে লাগলো ওরা। জিনের রেকাবটা ধরে আছে ডিক।

'নাম কি তোমার?'

'ওরা—ওরা আমাকে জন ম্যাচহ্যাম বলে ডাকে,' জবাব দিলো ছেলেটা।

'হলিউডে যাচ্ছো কেন?'

'কারণ, ওখানে নিরাপদে থাকবো আমি।'

'স্যার ড্যানিয়েলের কাছে কি করছিলে?'

'আমাকে জোর করে ধরে নিয়ে গেছিলো বদমাশটা,' রাগে গরগর করে উঠলো ছেলেটা। 'জোর করে এসব কাপড় পরিয়ে রেখে দিয়েছিলো। এর ফল পেতে হবে লোকটাকে!'

'তুমি স্যার ড্যানিয়েলের কোনো ক্ষতি করতে পারবে বলে মনে হয় না। কিন্তু তোমাকে পালাতে সাহায্য করেছি তা যদি জানতে পারেন উনি তাহলে আমার অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে।'

'বদমাশটা তো তোমার অভিভাবক, তাই না?'

মাথা ঝাঁকালো ডিক।

'ব্যাটার শখ কত!' বললো ছেলেটা, 'উনি নাকি কাকে পছন্দ করে রেখেছেন, তাকে বিয়ে করতে হবে আমার।' এক মুহূর্ত থামলো সে। তারপর যোগ করলো, 'ওখানে শুনেছিলাম, তোমারও নাকি বিয়ে ঠিক করেছে?'

মাথাটা একটু হেলিয়ে হো-হো করে হেসে উঠলো ডিক।

'বিয়ে ঠিক করেছে!' বিস্মিত গলায় বললো ও। 'আমার! কার সঙ্গে বল তো?'

লাল হয়ে গেলো ম্যাচহ্যাম।

'জোয়ানা সেডলি নামের এক মেয়ের সাথে,' জবাব দিলো সে। 'ঠিক-ঠাক করে ফেলেছে স্যার ড্যানিয়েল। অনেক ধনী মেয়েটা—আমি যতটুকু শুনেছি—তোমাকে বিয়ে করতে চায় না।'

'বয়েই গেলো তাতে!' তাচ্ছিল্যের সাথে বললো ডিক।' মেয়েদের আমি দুচক্ষে দেখতে পারি না। রীতিমতো একটা উৎপাত মনে হয়। আমি...।'

থেমে গেলো ও। এমন সময় বাতাসে ভর করে ভেসে এলো তীক্ষ্ণ ট্রাম্পেটের শব্দ। পেছন থেকে আসছে আওয়াজটা। মুহূর্তে রক্তশূন্য হয়ে গেলো ম্যাচহ্যামের মুখ।

'টের পেয়ে গেছে ওরা,' কাঁদ কাঁদ গলায় বললো ও। 'এখন আমার পেছনে ধাওয়া করবে।'

উৎসুক চোখে ওর দিকে তাকালো ডিক। শুরুটা ভালোই হয়েছে। একটু পরেই খেয়াঘাটে পৌঁছে যাবো আমরা। চিন্তার কিছু নেই।'

'আমাকে ধরে নিয়ে যাবে ওরা। আমাকে বাঁচাও ডিক।' আরেকটু হলেই কেঁদে ফেলবে ছেলেটা।

'আমি তোমাকে বাঁচানোরই চেষ্টা করছি। দুধ খাওয়া বাচ্চাদের মতো কোরো না তো। তোমাকে নিরাপদে হলিউডে পৌঁছে দেবো। এখন চলো। রাস্তাটা এখানে ভালো। আশা করছি শিগগিরই টানস্ট্যালের জঙ্গলে পৌঁছে যাবো। একবার ওখানে পৌঁছুতে পারলে আর চিন্তা নেই। জোরে ঘোড়া ছোটাও। আমাকে নিয়ে ভেবো না— আমি হরিণের মতো ছুটতে পারি।'

কয়েক মিনিট পরেই ওরা নদীর কূলে পৌঁছে গেলো। ছোট্ট নদীটা। পথ জুড়ে বয়ে যাচ্ছে। একটা খেয়ানৌকা বাঁধা ঘাটে। পাশেই খেয়াওয়ালার কুঁড়ে। বিরাট এক লোক বেরিয়ে এলো সেটা থেকে।

'মাস্টার শেলটন!' অবাক গলায় বললো সে। 'খেয়ার জন্যে এসেছো? তারচেয়ে ওদিক দিয়ে ঘুরে পুল পেরিয়ে যাও। গুণ্ডা-পাণ্ডায় ভর্তি জঙ্গলটা।'

'ঘুরে যাওয়ার সময় নেই,' অধীরভাবে বললো ডিক। 'তাড়াতাড়ি করো, হিউ। নৌকা ছাড়ো।'

ঘোড়া থেকে নেমে লাগাম ধরে এগিয়ে এসেছে ম্যাচহ্যাম। এতক্ষণে ওকে দেখলো মাঝি। বিস্ময় লোকটার চোখে।

'কে ও?'

'চাচতো ভাই।'

তাকিয়েই আছে হিউ নামের লোকটা। 'চমৎকার দেখতে!' অবশেষে বললো সে। তারপরই হেসে উঠলো হো-হো করে। লাল হয়ে গেলো ম্যাচহ্যাম। পিছিয়ে এলো একপা। রেগে গেলো ডিক। প্রায় দেড় গুণ বড় লোকটার কাঁধে হাত রেখে ঝামটে উঠলো, 'নিজের কাজে মন দাও। আমাকে দেরি করিয়ে দিয়েছো শুনলে খুব একটা খুশি হবেন না স্যার ড্যানিয়েল।'

নৌকার দিকে এগোলো মাঝি। এখনো ঠোঁটের কোণায় লেগে রয়েছে মৃদু হাসিটা। ঠেলে একটু গভীর পানিতে নিয়ে গেলো নৌকাটাকে। ঘোড়া নিয়ে খেয়ায় উঠলো ডিক। অনুসরণ করল ম্যাচহ্যাম।

বাইতে শুরু করলো মাঝি। চোখ দুটো স্থির হয়ে আছে ম্যাচ-হ্যামের ওপর। এখনো মনে মনে হাসছে সে। ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে একবার তাকালো ডিক তার দিকে।

তীর ছেড়ে কিছুটা এগোনোর পর স্রোতের টানে আপনিই চলতে লাগলো নৌকা। বাওয়া বন্ধ করে হাল ধরে বসে রইলো মাঝি।

'মাস্টার ডিক,' কিছুক্ষণ পর বললো সে, 'শুনেছি রাজদ্রোহীরা নাকি খেয়া নৌকাটার ওপর নজর রাখছে সব সময়। স্যার ড্যানি-য়েলের ঘনিষ্ঠ প্রতিটা লোকের উপরই ক্ষেপে আছে তারা। ঠিক ঘাটে না নিয়ে একটু উজিয়ে গিয়ে যদি নামিয়ে দি তোমাদের, কেমন হয়? তোমার চাচতো ভাইয়ের পাঁজরে একটা তীর ঢুকুক তা নিশ্চয়ই চাও না?' আবার জোরে হেসে উঠলো লোকটা।

ভুরু কুঁচকে তাকালো ডিক লোকটার দিকে।

'ঠিক আছে,' বললো সে, 'যদি মনে করো সেটা নিরাপদ, তাহলে তা-ই করো।'

উজান ঠেলে বেশ কিছু দূর এগোলো নৌকা। ছোট্ট একটা দ্বীপের লেজের কাছ দিয়ে ঘুরে অপর পাড়ে সরু একটা খালের মুখে গিয়ে পৌঁছুলো।

'ঐ উইলো গাছগুলোর কাছে নামিয়ে দি তোমাদের,' বললো হিউ।

ধীরে ধীরে নৌকাটাকে তীরের কাছে নিয়ে যাচ্ছে মাঝি। এমন সময় দ্বীপটার ঝোপ ঝাড়ের ভেতর থেকে ভেসে এলো মানুষের পায়ের আওয়াজ। শক্তিশালী কোনো লোক হেঁটে আসছে বনের ভেতর দিয়ে।

'জাহান্নামে যাক!' বিরস মুখে বললো হিউ। 'দ্বীপের ভেতর থেকে লক্ষ্য করছে ওরা।'

বৈঠা বাওয়ার গতি একটু দ্রুত করলো সে। একটা উইলো-ঝোপের ভেতর ঢুকে গেলো নৌকা। ডিকের নির্দেশে তীরে লাফিয়ে পড়েছে ম্যাচহ্যাম। ইতিমধ্যে ঘোড়ার লাগাম হাতে দাঁড়িয়ে পড়েছে ডিকও। হঠাৎ তীক্ষ্ণস্বরে চিঁ-হি করে উঠলো ঘোড়াটা। এলোমেলো পা ফেলে প্রায় লাফিয়ে উঠলো একবার। ভয়ানক ভাবে দুলে উঠলো নৌকা। অল্পের জন্যে বেঁচে গেলো উল্টে যাওয়ার হাত থেকে।

'আরেকটু সামনে নিতে হবে, হিউ,' ব্যস্তভাবে বললো ডিক। 'এখানে ঘোড়া তীরে নামাতে পারবো না।'

তখনো নৌকাটাকে চালাতে শুরু করেনি হিউ। কাছেই দ্বীপটার ওপর একটা শব্দ পেয়ে ঘুরে দাঁড়ালো ডিক। সবুজ পোশাক পরা এক লোক এসে দাঁড়িয়েছে কূলে। লম্বা একটা ধনুক তার হাতে।

'কে যায়?' চিৎকার করে জানতে চাইলো লোকটা। 'কে যায়, হিউ?'

'মাস্টার শেলটন,' জবাব দিলো মাঝি।

'দাঁড়াও, রিচার্ড শেলটন!' আদেশ করলো দ্বীপের লোকটা।

জবাবে লোকটার দিকে তাকিয়ে বিদ্রূপের হাসি ছুঁড়ে দিলো ডিক। সঙ্গে সঙ্গে ধনুকে তীর পরালো লোকটা।

'ঠিক আছে,' বললো সে, 'হেঁটেই যাও তাহলে।'

সাঁ করে তার ধনুক থেকে তীর ছুটলো। ঘোড়াটার পাঁজরে গিয়ে লাগলো। যন্ত্রণা আর আতঙ্কে খাড়া হয়ে একবার দাঁড়িয়ে পড়ার চেষ্টা করলো ঘোড়াটা। উল্টে গেলো নৌকা। পর মুহূর্তে নদীর ঘূর্ণির মাঝে নিজেকে আবিষ্কার করলো ডিক।

পাঁচ – গ্রীনউডের দস্যুদল

ভাগ্য ভালো তীরের একেবারে কাছে উল্টেছিলো খেয়া। গলা পানিও না সেখানে। তবু হাত পা ছুঁড়ে পানি ছিটাতে ছিটাতে উঠে এলো ডিক। পানিতে পড়ার এক সেকেণ্ড পরেই ও আবিষ্কার করে, শক্ত কিছু একটা এসে পড়েছে নাগালের ভেতর। তাড়াতাড়ি ও আঁকড়ে ধরে সেটা। ধরেই বুঝতে পারে, ঘোড়া চালানোর চাবুক জিনিসটা। মাথা তুলতেই দেখতে পায়, নদীর ওপর ঝুলে পড়া মোটা একটা ডালের ওপর থেকে চাবুকটা ছুঁড়ে দিয়েছে ম্যাচহ্যাম।

'খোদার কসম!' ডাঙায় উঠে হাঁপাতে হাঁপাতে বললো ডিক। 'আমার জান বাঁচিয়েছ তুমি। কামানের গোলা যতটুকু ভেসে থাকতে পারে আমিও ততটুকুই ভেসে থাকতে পারি।'

ঘাড় ফিরিয়ে চকিতে একবার তাকালো ও দ্বীপটার দিকে। খেয়াওয়ালা হিউ এখনো ওল্টানো নৌকাটার কাছে হাত-পা ছুঁড়ে পানি ছিটকে চলেছে।

'চলো!' ম্যাচহ্যামের দিকে ফিরে বললো ডিক। 'দৌড়াও। আশেপাশে আরো বদমাশ থাকতে পারে।'

ছুটতে শুরু করলো দুজন। গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে এগোতে লাগলো টানস্ট্যাল জঙ্গলের উঁচুভূমির দিকে। মিনিট দশেক পর সবুজ ঘাসে ছাওয়া একটা ঢালের কাছে এসে পৌঁছুলো ওরা। লম্বা লম্বা এল্‌ম গাছ মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। পেছন থেকে একটা চিৎকারের শব্দ ভেসে এলো ডিকের কানে। ঝট করে থেমে ঘুরে দাঁড়ালো ও। নরম ঘাসের ওপর বসে পড়েছে ম্যাচহ্যাম। মাথাটা ভর দিয়ে আছে দুহাতের ওপর। দেখেই বোঝা যাচ্ছে, ভয়ানক ভাবে হাঁপাচ্ছে সে। প্রতিবার শ্বাস নেওয়ার সময় যেন বাতাস নয় প্রাণ টেনে নিচ্ছে শরীরের ভেতর।

'আমাকে রেখে যাও,' হাঁপাতে হাঁপাতে বললো সে। 'আমি —আমি আর দৌড়াতেপারবো না।'

ছুটে ওর কাছে ফিরে এলো ডিক। বললো, 'তোমাকে রেখে যাবো। পানিতে ডুবে মরার হাত থেকে আমাকে বাঁচানোর পরও! ওসব ফালতু কথা বাদ দাও। আমার হাত ধরো, ওঠো। যতক্ষণ না তোমার হাঁপানো কমছে ততক্ষণ হাঁটবো আমরা।'

ডিকের বাড়িয়ে দেওয়া হাতটা ধরলো ম্যাচহ্যাম। ওকে টেনে তুললো ডিক। ধীরে ধীরে ঢাল বেয়ে উঠতে লাগলো ওরা।

'একবার বড় সড়কে উঠতে পারলে হয়,' বললো ডিক। 'তারপর আর চিন্তা নেই।' ম্যাচহ্যামের দিকে কৌতুক ভরা চোখে তাকালো

ও। 'নিঃসন্দেহে, মাঝি হিউ মেয়ে ভেবেছিলো তোমাকে।'

'কি আবোল-তাবোল বকছো!' ঝামটে উঠলো ম্যাচহ্যাম। লাল হয়ে গেছে ওর মুখটা। লজ্জায় না রাগে বুঝতে পারলো না ডিক।

'সত্যি বলছি। ওকে আর দোষ দেবো কি? তোমার চেহারা আসলেই একেবারে মেয়েদের মতো।'

'তুমি ভালোই জানো, আমি মেয়ে নই।' গম্ভীর ম্যাচহ্যামের মুখ।

'আরে, তুমি রেগে গেছো দেখছি,' হাল্কা সুরে বললো ডিক। 'আমি তো ঠাট্টা করছিলাম। ভেবো না, সময় মতোই তুমি শক্ত সমর্থ জোয়ান পুরুষ হয়ে উঠবে।'

'ঐ দেখো, একটা ঝরণা।' আঙুল দিয়ে ইশারা করলো ম্যাচ-হ্যাম। 'একটু দাঁড়াও। আমি পানি খেয়ে আসি। মা গো, ক্ষিদেও যা পেয়েছে না!'

'তাহলে বসো, কিছু খেয়ে নাও। এই ফাঁকে আমি চারপাশে একটা চক্কর মেরে আসি।'

কোমরের বেল্ট থেকে ছোট একটা চামড়ার থলে খুলে ম্যাচহ্যা-মের হাতে দিলো ডিক। থলের মুখ খুললো ম্যাচহ্যাম। পাউরুটি আর বেকনের গন্ধে জিভে পানি এসে গেলো ওর। খেতে শুরু করলো গোগ্রাসে।

সাবধানে গাছের ফাঁকে ফাঁকে এগোলো ডিক। তীক্ষ্ণ চোখে তাকাতে লাগলো চারদিকে। ঢালের একেবারে উপরে পৌঁছে লম্বা একটা ওক গাছ দেখলো ও। গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবলো এক মুহূর্ত। তারপর উঠতে শুরু করলো গাছ বেয়ে।

একেবারে মগডালে গিয়ে উঠলো ডিক। বাতাসে একটু একটু দুলছে গাছের মাথা। শক্ত করে একটা ভালো ডাল ধরলো ও। তাকালো চারপাশে। বহুদূর পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে। একটু আগে পার হয়ে আসা নদীটা, ঊলাভূমিটা, তারও ও পাশে কেটলে—সব দেখা যাচ্ছে। সামনে তাকালো। সাদা একটা ফিতের মতো বনের ভেতর দিয়ে এগিয়ে গেছে বড় সড়কটা।

নেমে আসতে যাবে ডিক। এমন সময় হঠাৎ একটা জিনিস দেখে শক্ত হয়ে গেল ওর শরীর। নদীর দিকে এগিয়ে আসা রাস্তা ধরে কারা যেন আসছে। ইস্পাতের চকচকে শিরস্ত্রাণগুলো রোদ পড়ে ঝলসে উঠছে। ভালো করে তাকাতেই বুঝতে পারলো, ছোট্ট একটা ঘোড়সওয়ার বাহিনী এগিয়ে আসছে সে পথে।

আর দেরি করা যায় না। তাড়াতাড়ি গাছ থেকে নেমে ঢাল বেয়ে ছুটলো ডিক।

ম্যাচহ্যামের কাছে পৌঁছে, বললো যা যা দেখেছে। খাওয়া বন্ধ হয়ে গেলো ছেলেটার। ছুটলো দুজন। নিরাপদেই পেরোলো ঘাসে ছাওয়া ঢালটা। একটু পরেই উঠতে শুরু করবে টানস্ট্যাল জঙ্গলের উঁচু এলাকায়।

কিছু দূর এগিয়েছে, এমন সময় ঝপ করে একটা ঝোপের আড়ালে শুয়ে পড়লো ডিক। ম্যাচহ্যামকেও টেনে নামালো।

'শুয়ে থাকো।' ফিস ফিস করে বললো ও।

'কি হয়েছে?'

চোখ দিয়ে ইশারা করলো ডিক। ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকাতেই দেখতে পেলো ম্যাচহ্যাম—।

ঢালটার শেষ প্রান্তে লম্বা একটা ফার গাছ। মাটি থেকে প্রায়

পঞ্চাশ ফুট উপরে মোটা দুটো ডালে ভাগ হয়ে গেছে কাণ্ডটা। ডাল দুটোর সংযোগস্থলে দাঁড়িয়ে আছে এক লোক। সবুজ পোশাক তার গায়ে। তীক্ষ্ণ চোখে দেখার চেষ্টা করছে যতদূর চোখ যায়। একটা হাত চোখের কাছে তুলে আলো আড়াল করছে।

অর্থপূর্ণ চোখে একে অপরের দিকে চাইলো ছেলে দুটো।

'আস্তে আস্তে সরে যাও, ম্যাচহ্যাম,' ফিস ফিস করে বললো ডিক।

সাপের মতো একে বেঁকে মাটি কামড়ে এগোলো ওরা। ঝোপের আড়ালে আড়ালে থেকে মিনিট দশেকের ভেতর পৌঁছে গেলো পায়ে চলা একটা বুনো পথের কাছে। গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে সাপের মতো এগিয়ে গেছে পথটা। সেই ফাঁক গাছটা থেকে বেশ দূরে সরে আসতে পেরেছে ওরা। উঠে দাঁড়ালো ডিক।

'বনের এই অংশটা ভালো মতো চিনি না,' দ্বিধার সঙ্গে বললো ও। 'এই পথ ধরে এগিয়ে যাওয়াই বোধহয় ভালো হবে।'

হাঁটতে শুরু করলো ওরা। কিছু দূর যাওয়ার পরই একটা টিলার ওপর উঠলো। ওপাশে টিলা যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে বিরাট একটা গর্তমতো। হথর্ণের ঝোপে ছাওয়া জায়গাটা। একটা বাড়ির ধ্বংসাবশেষ চোখে পড়লো ওদের। কালো হয়ে আছে ভাঙা দালানটা। কখনো আগুন লেগেছিলো সম্ভবত।

দাঁড়িয়ে পড়লো ডিক।

'কি হলো?' ফিস ফিস করে জিজ্ঞেস করলো ম্যাচহ্যাম।

'জানি না। তবে মনে হচ্ছে, সাবধানে এগোনো উচিত।'

সাবধানে গর্তটার কাছে পৌঁছুলো ওরা। ধ্বংসস্তূপটার সামনে দাঁড়ালো।

এক কালে যে চমৎকার সুরক্ষিত ছিলো জায়গাটা তা দেখলেই বোঝা যায়। ধ্বংসস্তূপটার চারপাশ ঘিরে একটা পরিখা। কোনো কালে হয়তো জল ছিলো ওতে। এখন শুকনো। মোটা একটা কাঠ ফেলে রাখা হয়েছে পারাপারের জন্যে। বাড়িটার দুটো দেয়াল এখনো দাঁড়িয়ে আছে। জানালার গর্তগুলোর ভেতর দিয়ে সূর্যের আলো এসে পড়েছে।

'এতক্ষণে বুঝেছি,' ফিসফিস করে বললো ডিক। 'এটাই গ্রিমস্টোন। সিমন ম্যাল্‌ম্‌স্‌বারি মালিক এটার। স্যার ড্যানিয়েলের পুরনো শত্রু লোকটা। পাঁচ বছর আগে বেনেট হ্যাচ আগুন লাগিয়েছিলো বাড়িটায়।'

ধ্বংসস্তূপটার দিকে তাকিয়ে আছে ওরা। চারদিক নিস্তব্ধ। একটা পাখির ডাকও শোনা যাচ্ছে না। আলতো করে ডিকের বাহুতে হাত রাখলো ম্যাচহ্যাম।

'শুনেছো!' একটা ঢোক গিলে বললো সে।

হ্যাঁ শুনেছে ডিক। কে যেন গলা খাঁকড়ালো। একটু পরেই বেসুরো হেঁড়ে গলায় গান ধরলো লোকটা। পাথরের মতো জমে দাঁড়িয়ে রইলো ছেলেদুটো। থামলো গায়ক। হাল্কা একটা লোহার সঙ্গে লোহা বাড়ি খাওয়ার শব্দ। তারপর আবার সব চুপচাপ।

সাহসে ভর করে মোটা কাঠটার ওপর দিয়ে পরিখা পেরোলো ডিক। ভাঙা দেয়ালের কাছে পোড়া আধপোড়া টুকিটাকি জিনিসের বিশাল একটা স্তূপের কাছে পৌঁছুলো। সাবধানে স্তূপটার ওপর উঠতেই সরু একটা ফাঁক দেখা গেলো দেয়ালের গায়ে। উঁকি দিলো ও। ম্যাচহ্যামও এসেছে পেছন পেছন। যা দেখলো তাতে আতঙ্কে চুল দাঁড়িয়ে যাওয়ার দশা হলো দুজনের। নিঃশ্বাস ফেলতেও

সাহস হচ্ছে না।

পরিখার প্রান্তে, তিরিশ ফুটও দূর হবে না, বিরাট একটা লোহার পাত্র চড়ানো রয়েছে আগুনের ওপর। কিছু একটা ফুটছে পাত্রে, ভাপ বেরোচ্ছে মুখ দিয়ে। কাছেই দাঁড়িয়ে আছে লম্বা, লাল মুখো, কঠোর চেহারার এক লোক। দেখলেই বোঝা যায় জীবনে বহু ঘাত প্রতিঘাত সইতে হয়েছে তাকে। কোমরে লম্বা একটা ছোরা। ডান হাতে বড় একটা লোহার চামচ।

একটু দূরে মাটিতে শুয়ে আছে আরেকজন লোক। ঘুমাচ্ছে বোধ হয়। বাদামী রঙের একটা কোর্তা পরে আছে। পাশেই একটা গাছের ডাল থেকে ঝুলছে চামড়া ছাড়ানো আধখানা হরিণ।

লম্বা লোকটা চামচে করে পাত্র থেকে খানিকটা জিনিস তুললো। মুখের কাছে নিয়ে চাখলো। আপন মনেই একবার মাথা ঝাঁকালো। যেন খুব পছন্দ হয়েছে স্বাদটা। একটা শিঙা তুলে নিয়ে জোরসে ফুঁ দিলো তিনবার। ধড়মড় করে উঠে বসলো ঘুমন্ত লোকটা। বিপদ-জনক কিছু ঘটেনি দেখে একটু আশ্বস্ত হলো যেন। চারপাশে এক-বার তাকিয়ে লম্বা করে হাই তুললো।

'কি ব্যাপার, ললেস?' জিজ্ঞেস করলো সে। 'খাবার তৈরি?'

'হ্যাঁ, বাছা,' জবাব দিলো বাবুর্চি। 'শুকনো শুকনো খেতে হবে, গলা ভেজাবার কিছু পাবে না। না মদ না এল। এই যে, ওরা আসছে।'

একজন একজন করে ফাঁকা জায়গাটায় এসে দাঁড়াতে লাগলো লম্বা শক্ত সমর্থ লোকগুলো। প্রত্যেকের হাতে একটা করে ছুরি আর শিঙের থালা। নিজেদের খাবার নিজেরাই পাত্র থেকে তুলে নিলো। খেতে শুরু করলো ঘাসের উপর বসে। লিংকন গ্রিনের পোশাক

প্রত্যেকের গায়ে। ময়ূরের পাখনা লাগানো তীর কোমরে ঝোলানো তূণে। একটা করে ছোরা আর তলোয়ারও আছে প্রত্যেকের পাশে।

ইতিমধ্যে প্রায় বিশ জন লোক জড়ো হয়েছে। হাসি-ঠাট্টা, টুকটাক গল্প করতে করতে খাচ্ছে সবাই। আরো দু'জন তীরন্দাজ এসে দাঁড়ালো ফাঁকা জায়গাটায়। বিরাট, লম্বা-চওড়া এক লোক ওদের সামনে। ঝলসানো মাংসের মতো গায়ের রং। পিঠে ধনুক। হাতে লম্বা একটা বল্লম। দেখলেই বোঝা যায় দলটার নেতা সে।

'তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও হে, তোমরা,' ফুর্তিবাজ গলায় বললো সে। 'কাজ আছে। স্যার ড্যানিয়েলের সাত চেলা খেয়াঘাটে অপেক্ষা করছে। একটাকেও প্রাণ নিয়ে মোট হাউসে ফিরতে দেওয়া চলবে না। আমাদের সবার সর্বনাশ করেছে ড্যানিয়েল। রাজদ্রোহী আখ্যা দিয়ে বনে আসতে বাধ্য করেছে। এবার ওর পালা। দেখি কেমন করে বাঁচে ব্যাটা।'

সমবেত লোকগুলোর ভেতর চাপা একটা গুঞ্জনের মতো শব্দ উঠলো।

'কি করে আমরা ধরবো ওকে, এলিস ডাকওয়ার্থ?' জিজ্ঞেস করলো বাবুর্চি ললেস।

'মোট হাউসে ফিরে যেতে হলে জঙ্গলের ভেতর দিয়েই যেতে হবে ড্যানিয়েলকে। বুড়ো শেয়ালটাকে ঐ সময়ই ধরবো আমরা। তারপরে বাছাধন টের পাবে কত ধানে কত চাল।'

আবার একটা মৃদু অথচ হিংস্র গুঞ্জন উঠলো।

ডিক এবং ম্যাচহ্যাম এখনো নিঃশব্দে তাকিয়ে আছে সরু ফাঁকটা দিয়ে। প্রতিটি কথাই শুনেছে ওরা। এমন সময় ঘটলো ঘটনাটা—।

ধ্বংসস্তূপটার ডানপাশ দিয়ে লম্বা একটা চিমনি উঠে গেছে মাথা ছাড়িয়ে। হঠাৎ একটা শিসের শব্দ উঠলো বাতাসে। জোরে কিছু একটা বাড়ি খেলো লোহার চিমনিটার সঙ্গে। তারপরই একটা তীর ভেঙেচুরে ছড়িয়ে পড়লো ওদের চারপাশে।

ছয়—শত্রুর অপেক্ষায়

আঁতকে উঠলো ম্যাচহ্যাম। চিৎকার করে উঠতে গিয়েও সামলে নিলো অতিকষ্টে। মনের কোণায় সতর্ক সংকেত শুনতে পেলো ডিক। জঙ্গলের ভেতর কোনো উঁচু জায়গা থেকে চিমনি লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়েছে কেউ। কে হতে পারে? লম্বা ফার গাছের ওপর দেখা লোকটাই সম্ভবত। সম্ভবত কেন, নিঃসন্দেহে, মনে মনে বললো ডিক।

খাওয়া শেষ করে উঠে দাঁড়িয়েছে লোকগুলো। ধনুকের ছিলা টেনে পরীক্ষা করছে কেউ কেউ। দুহাত ওপরে তুলে সবাইকে চুপ করার নির্দেশ দিলো এলিস। হঠাৎ করেই হিংস্র রূপ ধারণ করেছে ওর চেহারা। রোদে পোড়া মুখটার ভেতর থেকে ঝিলিক দিয়ে উঠলো যেন চোখের সাদা অংশ দুটো।

'বন্ধুগণ,' উদাত্ত কণ্ঠে শুরু করলো সে, 'তোমরা প্রত্যেকেই নিজের নিজের কর্তব্য সম্পর্কে জানো। একজনকেও জীবিত ফিরতে দেবে না। মনে থাকে যেন, এখন যাদের মোকাবেলা করবে তাদের তুলনায় অ্যাপ্‌লইয়ার্ড ছিলো শিশু। এখনো তিন জনের হয়ে প্রতিশোধ নিতে হবে আমাকে—স্যার হ্যারি শেলটন, সিমন ম্যাল্‌ম্‌স্‌বারি, এবং,' নিজের চওড়া বুকে টোকা দিলো সে, 'এবং এলিস ডাক-

ওয়ার্থ।'

জঙ্গলের ভেতর থেকে ছুটে বেরিয়ে এলো এক লোক। ভীষণ জোরে দৌড়ে এসেছে সে। হাপরের মতো ওঠানামা করছে ওর বুকটা। লাল হয়ে গেছে মুখ।

'নদী পেরিয়ে এসেছে ওরা,' বললো সে, 'রাস্তা ধরে আসছে এখন। মাত্র সাতজন।'

'সাতজনই মরবে!' ঘোষণা করলো এলিস ডাকওয়ার্থ। পর মুহূর্তে ঘুরে দাঁড়িয়ে চলতে শুরু করলো সে। মিনিট খানেকের মধ্যে দলবল নিয়ে হারিয়ে গেলো বনের ভেতর।

ওদের পায়ের শেষ শব্দটুকু বাতাসে মিলিয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলো ডিক আর ম্যাচহ্যাম। তারপর উঠলো ওরা। সাবধানে নেমে এলো স্তূপটার ওপর থেকে। কাঠের ওপর দিয়ে ফিরে এলো পরিখার এ পাশে।

'এবার,' বললো ম্যাচহ্যাম, 'সোজা হলিউড।'

'কি! আমার পরিচিত লোকরা যখন মরতে চলেছে তখন? অসম্ভব! হলিউডে পরে যাওয়া যাবে, আগে ওদেরকে সাবধান করতে হবে।'

এক পা এগোলো ডিক। কিন্তু ওর হাত ধরে ফেলল ম্যাচ-হ্যাম।

'ডিক শেলটন,' বললো সে, 'স্যার ড্যানিয়েলের লোক ওরা। তুমি ঐ শয়তানটার পক্ষে? শোনোনি, এলিস ডাকওয়ার্থ কি বললো? তোমার বাবার কথা বলছিলো ও···।'

'তাতে কি হলো? ও রাজদ্রোহী চোর। ওর কথা আমি বিশ্বাস করি না।'

'কিন্তু আমি করি। আগেও অনেকের কাছে শুনেছি, তোমার বাবাকে খুন করেছে স্যার ড্যানিয়েল। আর তুমি খুনীদের সাহায্য করতে চাইছো!'

'এখনো কোনো প্রমাণ পাইনি আমি,' জোরের সাথে বললো ডিক। 'স্যার ড্যানিয়েল যদি বাবাকে খুন করে থাকে তাহলে, সময় এলে আমি নিজে স্যার ড্যানিয়েলকে হত্যা করে তার প্রতিশোধ নেবো। কিন্তু এখন বাঁচাতে হবে এই লোকগুলোকে—।'

'আমার শত্রু ওরা!'

'দুঃখিত, কিছু করার নেই। এ সম্পর্কে আর একটা কথাও যদি বলো, ঘুসি মেরে ফেলে দেবো তোমাকে।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুটতে শুরু করলো ডিক। ম্যাচহ্যামও ছুটলো পেছন পেছন।

থেমে পড়লো ডিক। 'কি হলো? নিজের পথে যাচ্ছো না কেন তুমি?'

'আমার মনে হয় পাগল হয়ে গেছো তুমি, ডিক,' বললো ম্যাচ-হ্যাম। এক মুহূর্ত থামলো ও। তারপর যোগ করলো, 'ঠিক আছে, তুমি যদি মরতেই চাও তাহলে আমিও তোমার সাথে মরবো!'

'না! নিজের কাজে যাও তুমি।'

'উঁহু, আমি যাচ্ছি না। তোমার সাথে থাকছি আমি।'

নিঃশব্দে কয়েক মুহূর্ত ওর দিকে তাকিয়ে রইলো ডিক। তারপর বললো, 'ঠিক আছে, চলো তাহলে। কিন্তু, মনে মনে যদি কোনো ফন্দি এঁটে থাকো তাহলে সাবধান, সোজা একটা তীর ঢুকিয়ে দেবো বুকে!'

গাছপালার ভেতর দিয়ে দৌড়ালো ওরা। কিছুক্ষণ পর একটা

উঁচু জায়গায় এসে পৌছালো। হঠাৎ ডিকের হাত ধরে টান দিলো ম্যাচহ্যাম। প্রশ্নবোধক চোখে তাকালো ডিক ওর দিকে। আঙুল দিয়ে ইশারা করলো ম্যাচহ্যাম।

সামনে একটা উপত্যকা। সবুজ পোশাক পরা দশজন লোক উল্টোদিকের একটা ঢাল বেয়ে উঠে যাচ্ছে। একেবারে সামনে এলিস ডাকওয়ার্থ। একজন একজন করে ঢালটার চূড়ায় উঠতে লাগলো ওরা। ক্ষণিকের জন্যে আকাশের বিপরীতে দেখা যাচ্ছে তাদের অবয়ব। পর মুহূর্তে হারিয়ে যাচ্ছে ওপাশে। এক সময় শেষ লোকটাও চলে গেলো দৃষ্টির আড়ালে।

আবার ছুটলো ডিক আর ম্যাচহ্যাম। ছুটতে ছুটতে হাঁপ ধরে গেছে ওদের। ভয়ানকভাবে লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ড। মনে হচ্ছে, ফেটে যাবে এক্ষুণি। একটু আগে যে চূড়াটা অতিক্রম করেছে সবুজ পোশাক পরা লোকগুলো, সেখানে পৌছুলো ওরা। হলুদ ফুলওয়ালা একটা কাঁটা ঝোপের আড়ালে বসে উঁকি দিলো ডিক।

নিচের উপত্যকাটা দেখতে পেলো ও। খেয়াঘাট পর্যন্ত নেমে গেছে টানস্ট্যালের রাস্তা। অনেক নিচে রাস্তার শেষ প্রান্তে দেখা যাচ্ছে সাতটা ইস্পাতের শিরস্ত্রাণ। রোদ পড়ে ঝকমক করছে। এতদূর থেকেও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, জোরবদমে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে সেলডেন আর তার সঙ্গীরা। একটু পরেই ঢুকে পড়লো বনের ভেতর।

'অনেক দেরি করে ফেলেছি আমরা,' ফিসফিসিয়ে বললো ডিক। 'বনের ভেতর ঢুকে পড়েছে ওরা। আরেকটু এগিয়ে এলে চিৎকার করে সাবধান করতে চেষ্টা করবো। এছাড়া আর কিছু করার সময় নেই।'

ঝোপের আড়ালে চুপচাপ বসে হাঁপাতে লাগলো ওরা। সতর্ক দৃষ্টি মেলে দেখার চেষ্টা করছে ডিক। সেলডেন ও তার সাথীরা এগিয়ে এসেছে অনেকখানি। একটু পরেই কি বিপদ ঘটতে চলেছে সে সম্পর্কে কিছুই জানে না। তবু কি মনে করে সামান্য সময়ের জন্যে একবার থেমে দাঁড়ালো ওরা। কিছু একটা শোনার চেষ্টা করলো কান খাড়া করে। এক মুহূর্ত পরে ডিকও শুনলো শব্দটা—বহুদূর থেকে ভেসে আসা অস্পষ্ট কামানের গর্জন।

আবার রওনা হলো সেলডেনের দল। মোটামুটি ফাঁকা একটা এলাকায় এসে পড়েছে ওরা। এমন সময় প্রথম তীরটা ছুটলো বাতাস কেটে। একজন ঘোড়সওয়ার দুহাত তুলে হেলে পড়লো পেছন দিকে। আর্তনাদ করে উঠলো ডিক, যেন ওর গায়েই লেগেছে তীর। দু'পায়ের ওপর খাড়া হয়ে লাফিয়ে উঠলো ঘোড়াটা। পর মুহূর্তে ঘোড়া এবং সওয়ার দুজনেই পড়ে গেলো মাটিতে। মারা গেছে।

বহু লোকের সম্মিলিত চিৎকারের শব্দ ভেসে এলো। সেলডেনের দলটা থমকে দাঁড়িয়েছিলো মুহূর্তের জন্যে, চলতে শুরু করলো আবার। বড় একটা বৃত্ত চাপ তৈরি করে দ্বিতীয় তীরটা ছুটলো। আরেকজন ঘোড়সওয়ার ধুলায় লুটিয়ে পড়লো। একটু পরেই তৃতীয় লোকটার গায়ে লাগলো তীর। লোকটাকে রাস্তার সঙ্গে ছেঁচড়ে টেনে নিয়ে তীর বেগে ছুটলো আতঙ্কিত ঘোড়াটা। জিনের রেকাবের সঙ্গে পা আটকে গেছে হতভাগ্য সওয়ারের। ঘোড়ার খুর আর পাথরের আঘাতে আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেলো লাশটা।

বাকি চারজন আর দেরি করলো না। রণে ভঙ্গ দিয়ে মুহূর্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়লো বনের ভেতর। পেছন ফিরে খেয়াঘাটের দিকে

ছুটলো একজন। অন্যরাও প্রাণ বাজি ধরে উঠে এলো রাস্তার উপর। ঝোপ ঝাড়ের আড়ালে আড়ালে পালানোর চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু মুহূর্তের জন্যেও যখন ফাঁকা জায়গায় আসছে তখনই এক ঝাঁক তীর ছুটে যাচ্ছে তাদের দিকে।

একটা ঘোড়ার গায়ে লাগলো তীর। একবার খাড়া হয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে মুখ থুবড়ে পড়লো ঘোড়াটা। আরোহীও পড়ে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে সাথীদের পেছন পেছন দৌড়াতে লাগলো লোকটা। কিন্তু পারলো না বেশিক্ষণ। একটা তীর এসে বিধলো লোকটার পিঠে। আরেকটা লোক তীরবিদ্ধ হলো। একটু পরে আরেকটা ঘোড়া। সাতজনের দলটার মাত্র একজন বেঁচে গেলো। পা চালিয়ে পালানোর পথ খুঁজছে লোকটা। তিনটে আরোহীবিহীন ঘোড়া ছুটে গেলো পথ ধরে।

বেঁচে যাওয়া একমাত্র লোকটা দাঁড়িয়ে পড়লো কিছুদূর এসে। চিনলো ডিক। সেলডেন।

হঠাৎ একটা অট্টহাসির শব্দ ভেসে এলো বনের ভেতর থেকে। ভয়ানক চোখ করে শব্দটার উৎসের দিকে তাকালো সেলডেন। ঝট করে পিঠের ওপর থেকে ধনুক খুলে একটা তীর পরালো ছিলায়। ছুঁড়ে দিলো তীর। ভাগ্য ভালো ওর। চাপা একটা আর্ত চিৎকারের শব্দ উঠলো বনের ভেতর। আর দাঁড়ালো না সেলডেন। ধনুকটা ফেলে দিয়ে ছুটলো প্রাণপণে। সোজা এগিয়ে আসছে ডিক আর ম্যাচহ্যামের দিকে।

শত্রুরা যাতে ঠিকমতো তাক করতে না পারে সেজন্যে একে বেঁকে ছুটছে সে। বনের ভেতর থেকে শিঙ্গা ফোঁকার শব্দ হলো। একটু পরেই দেখা গেলো, ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে

এসেছে সবুজ পোশাক পরা এক দঙ্গল লোক। তাদের হৈ-চৈ, চিৎকারে মুখর হয়ে উঠেছে বনভূমি।

ছুটতে লাগলো সেলডেন। অনেকগুলো তীর বাতাসে শিস কেটে চলে গেলো ওর আশপাশ দিয়ে। মনে হচ্ছে বেঁচে যেতে পারবে লোকটা। নিজের আড়বনুকটায় তীর পরিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো ডিক। উপত্যকার দিকে তাক করে আছে। শেষ মুহূর্তে যদি দরকার পড়ে তাহলে সেলডেনকে সাহায্য করবে ও।

ওদের পঞ্চাশ গজের ভেতর এসে গেছে সেলডেন। এমন সময় একটা তীর লাগলো ওর গায়ে। পড়ে গেলো ও। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালো আবার। অন্ধের মতো টলতে টলতে দৌড়াতে লাগলো।

উঠে দাঁড়ালো ডিক-ও। হাত নাড়লো সেলডেনের উদ্দেশ্যে।

'এখানে!' চিৎকার করে উঠলো ও। 'এদিকে, সেলডেন! আর একটুখানি। দৌড়াও, দৌড়াও।'

কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেছে। আরেকটা তীর এসে লাগলো সেলডেনের পিঠে। এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে গেলো একেবারে। কাটা কলাগাছের মতো পড়ে গেলো বেচারা।

পাহাড়ের ওপর জমে দাঁড়িয়ে রইলো ডিক। তীরন্দাজদের জন্যে চমৎকার একটা লক্ষ্যবস্তু।

হঠাৎ করে ডিককে উঠে দাঁড়াতে দেখে হতবাক হয়ে গেছে সবুজ পোশাক পরা লোকগুলো। কথা সরছে না কারো মুখে। ক্ষণিকের জন্যে নিথর হয়ে গেছে যেন প্রকৃতি। তীর ধনুক তুললো কয়েকজন। সঙ্গে সঙ্গে এলিস ডাকওয়ার্থের বজ্রকঠিন গলা গম গম করে উঠলো বনভূমিতে।

'উঁহু, মেরো না! জ্যান্ত চাই ওকে। ও হলো ছোট শেলটন—স্যার হ্যারির ছেলে।'

'চলো।' চিৎকার করে উঠলো ডিক। 'পুরো দলটাকেই আমাদের পেছন পেছন ছুটিয়ে নিয়ে যাবো। দৌড়াও, ম্যাচহ্যাম।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুটলো দু'জন। হৈ-হৈ করতে করতে তেড়ে আসতে লাগলো এলিস ডাকওয়ার্থের দলবল। কিন্তু চড়াই পেরিয়ে পাহাড়টার মাথায় উঠতে ওদের যতক্ষণ লাগলো, ততক্ষণে গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে ঢাল বেয়ে অনেক দূর এগিয়ে গেছে ডিক আর ম্যাচহ্যাম।

মিনিটখানেক পর, জিরিয়ে নেয়ার জন্যে একটু থামলো ওরা। কান খাড়া করলো ডিক। কোনো শব্দ আসছে না পেছন থেকে। রাজদ্রোহীগুলো কি আসছে না পেছন পেছন? বসে পড়ে মাটিতে কান ঠেকালো ও। এখনো কোনো শব্দ নেই। আশ্চর্য! যা-ই হোক ঝুঁকি নেয়া চলবে না। আবার ছুটলো ওরা।

একটু পরেই দুর্গম হয়ে উঠলো পথটা। কাঁধ সমান উঁচু ঝোপঃ ঝাড়ের কারণে এগোনো যাচ্ছে না। অন্ধের মতো একটা লম্বা ওক ঝোপের ভেতর ঢুকে পড়লো ডিক আর ম্যাচহ্যাম।

'দাঁড়াও!' গম গম করে উঠলো একটা গলা। 'নড়বে না একটুও!'

সঙ্গে সঙ্গে থেমে দাঁড়ালো ওরা। মোটা দুটো গাছের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে সবুজ পোশাক পরা এক তীরন্দাজ। ধনুকটা হাতে। একটা তীর তাক করে আছে ম্যাচহ্যামের কপাল সোজা।

সাত—মুখঢাকা লোক

আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলো ম্যাচহ্যাম। কিন্তু ডিক সামলে নিলো সাথে সাথে। কোমরের খাপ থেকে ছোরা বের করে সোজা এগিয়ে গেলো লোকটার দিকে।

তীর ছুঁড়লো না লোকটা। ডিকের সাহস দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেছে, অথবা এলিস ডাকওয়ার্থের আদেশ অমান্য করার সাহস পাচ্ছে না। ওর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো সে। হাতের ধনুকটা নড়ছে একটু একটু। ছুটে গিয়ে লোকটার গলায় আঘাত করলো ডিক। ধাক্কাটা সামলাতে পারলো না সে। পড়ে গেলো চিত হয়ে। তীরটা ছুটে গেলো আকাশের দিকে। ধনুকটা ছিটকে পড়লো এক পাশে। ভয়ানক এক হুঙ্কার ছেড়ে ডিককে আঁকড়ে ধরলো লোকটা। রোদ পড়ে ঝিক করে উঠলো ডিকের ছোরা। দ্বিতীয়বার আঘাত করলো লোকটাকে। এবার বুকে। তীব্র একটা আর্তচিৎকার বেরিয়ে এলো লোকটার গলা দিয়ে। শিথিল হয়ে গেলো হাত। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো ডিক। হৃদপিণ্ড বরাবর একটা ক্ষত নিয়ে নিথর পড়ে রইলো লোকটা।

ম্যাচহ্যামের রক্তশূন্য মুখের দিকে তাকালো ডিক। একটা মাত্র শব্দ বেরোলো ওর গলা দিয়ে, 'চলো।'

আবার ছুটলো ডিক আর ম্যাচহ্যাম। দু'জনেরই অবস্থা কাহিল। সহ্যের শেষ সীমায় এসে গেছে ওদের শরীর। ডাঙায় তোলা মাছের মতো বাতাসের জন্যে আকুপাঁকু করছে ফুসফুস। মাথার ভেতর কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে ম্যাচহ্যামের। হাঁটু দুটো সীসার মতো ভারি মনে হচ্ছে ডিকের কাছে।

বনের প্রান্তে পৌঁছে গেছে ওরা। সামনে উঁচু রাস্তা। রাইঙ্গিং-হ্যাম থেকে শোরাবির দিকে গেছে। রাস্তার দু'পাশে সমান দুটো দেয়ালের মতো দাঁড়িয়ে আছে বনের গাছ।

একটু থামলো ডিক। সঙ্গে সঙ্গে ওর কানে ভেসে এলো বিশৃঙ্খল একটা কোলাহলের শব্দ। অনেক দূর থেকে আসছে শব্দটা।

বাড়ছে ক্রমশ। কিছুক্ষণের ভেতর বেশ বেড়ে গেলো আওয়াজ। ঘোড়ার ছুটন্ত পায়ের শব্দ চিনতে অসুবিধা হলো না ডিকের। একটু পরেই বেশ বড় একটা সশস্ত্র ঘোড়সওয়ারের দল ঝড়ের গতিতে চলে গেলো ওদের সামনে দিয়ে। প্রাণভয়ে পালাচ্ছে যেন লোকগুলো। কিছু লোক আহত। রক্ত ঝরছে তাদের শরীর থেকে। আরোহীবিহীন ঘোড়াও দেখা গেলো কয়েকটা। ছুটছে দলটার পেছন পেছন। ছোপ ছোপ রক্তের দাগ ঘোড়াগুলোর গায়ে, জিনে। নিঃসন্দেহে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রাণ নিয়ে পালাচ্ছে সৈনিকগুলো।

দলটা চলে যাওয়ার পরও দাঁড়িয়ে রইলো ডিক। আবার খুরের শব্দ শোনা যাচ্ছে। ঝকঝকে বর্ম পরা নিঃসঙ্গ এক ঘোড়সওয়ার ছুটে এলো। পেছন পেছন অনেকগুলো মালবাহী ঘোড়াগাড়ি। ঘোড়াগুলোকে দ্রুত ছোটানোর জন্যে চাবুকের পর চাবুক কষিয়ে চলেছে চালকরা।

মালবাহী গাড়িগুলো ওদের ঠিক সোজাসুজি এসে পড়েছে। এমন সময় দ্বিতীয় একজন বর্ম পরা অশ্বারোহী এলো ছুটতে ছুটতে। গাড়িগুলোর পাশ কেটে এগিয়ে গেলো সামনে। তারপর ঘোড়া ঘুরিয়ে তলোয়ার চালাতে লাগলো চালকদের লক্ষ্য করে। তলোয়ারের আঘাতে পড়ে গেলো কয়েকজন চালক। চলন্ত গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে নেমে বনের ভেতর ছুটলো কয়েকজন। ধড় থেকে মাথা আলাদা হয়ে গেলো কয়েকজনের। মরণ আর্তনাদ আর হাহাকারে ভরে উঠলো জায়গাটা।

দূরের শব্দটা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। ঘোড়াগাড়ির ঘড় ঘড় শব্দ, মানুষের চিৎকার আর ঘোড়ার খুরের টগবগে আওয়াজ ভেসে আসছে বাতাসে। মনে হচ্ছে, পুরো একটা সেনাবাহিনী এগিয়ে আসছে

রাস্তা ধরে।

গম্ভীর হয়ে গেছে ডিকের মুখ। হলিউডের রাস্তা ধরবে বলে ভেবেছিলো ও। কিন্তু এখন বদলাতে হবে পরিকল্পনা। একটু আগে পার হয়ে যাওয়া সেনাদলটার একজনের হাতে আর্ল অফ রাইজিংহ্যামের প্রতীকখচিত পতাকা ছিলো। পালাচ্ছিলো ওরা। তার মানে, ল্যাঙ্কাস্টারওয়ালাদের বিপক্ষে চলে গেছে যুদ্ধ। স্যার ড্যানিয়েলের অবস্থা কি এখন?

'চলো,' ম্যাচহ্যামের দিকে ফিরে বললো ডিক।

ঘুরে দাঁড়িয়ে বনের ভেতর দিয়ে চলতে শুরু করলো ওরা।

নিঃশব্দে কিছুক্ষণ হাঁটলো দু'জন। বেলা পড়ে এসেছে। সূর্য ডুববে একটু পরে। হঠাৎ থেমে দাঁড়ালো ডিক। 'উহ, কিছু খাবার যদি থাকতো এখন।'

ম্যাচহ্যাম বসে পড়েছে মাটিতে। কাঁদছে নিঃশব্দে। ঠাণ্ডা চোখে ওর দিকে তাকালো ডিক।

'ঐ সাতজনকে সাবধান করার জন্যে যখন যেতে চাইলাম,' বললো ও, 'তখন দেরি করিয়ে দিলে তুমি। ওদের মৃত্যুর জন্যে তুমিই দায়ী। কোনো দিনও তোমাকে ক্ষমা করতে পারবো না আমি।'

ঝট করে মুখ তুলে তাকালো ম্যাচহ্যাম। চোখ ভর্তি পানি সত্ত্বেও জ্বলে উঠলো যেন সেগুলো।

'আমার দোষ, না?' চিৎকার করলো ও। 'তোমার ছোরায় এখনো লাল রক্ত লেগে আছে। লোকটাকে খুন করলে কেন তুমি? ও তীর তুলেছিলো, কিন্তু ছোঁড়েনি তো। ও কিছুই বলেনি তোমাকে —আর তুমি খুন করে ফেললে লোকটাকে!'

'ন্যায্যভাবে ওকে হত্যা করেছি আমি,' মাটিতে পা ঠুকে বললো

ডিক।

'ন্যায্যভাবে না ছাই—কাপুরুষের মতো করেছো কাজটা।'

ভয়ানক হয়ে উঠলো ডিকের চেহারা। 'ভালো একটা শিক্ষা দরকার তোমার, মাস্টার ম্যাচহ্যাম। এবং, আমার মনে হয় এখনই।'

কোমরের বেল্টটা খুলছে ও।

কান্না থেমে গেছে ম্যাচহ্যামের। কাগজের মতো সাদা হয়ে গেছে মুখ। তা সত্ত্বেও স্থির চোখে ডিকের দিকে চাইলো ও। নড়লো না একবিন্দু। এক পা এগিয়ে এলো ডিক। দোলাচ্ছে চামড়ার বেল্টটা। সঙ্গীর সুন্দর মুখটা দেখলো। বড় বড় চোখগুলোর ওপর স্থির হলো দৃষ্টি।

'তোমার কথা ফিরিয়ে নাও,' দৃঢ়কণ্ঠে বলতে চেষ্টা করলো ডিক। কিন্তু দৃঢ়তা তেমন ফুটলো না গলায়।

'কক্ষণো না,' প্রবলভাবে মাথা নেড়ে বললো ম্যাচহ্যাম। 'যা বলেছি ঠিকই বলেছি। মারবে আমাকে?—মারো, কাপুরুষ কোথাকার!'

আবার বেল্ট তুললো ডিক। আবার চোখ পড়লো ম্যাচহ্যামের নিষ্পাপ চোখজোড়ার ওপর। নেমে এলো ওর হাত। বেল্টটা পড়ে গেলো মাটিতে।

'মরো তুমি!' চিৎকার করে উঠলো ও। 'দুধের বাচ্চা, মার রাখার জায়গাও নেই শরীরে। চলো। বলেছি হলিউডে পৌঁছে দেবো তোমাকে। যা-ই ঘটুক, আমি কথা রাখবো। তোমাকে একা রেখে গেলে নির্ঘাৎ হারিয়ে যাবে বনে।'

গাছপালার ভেতর দিয়ে হাঁটতে শুরু করলো ডিক। অনুসরণ করলো অন্যজন। একটু পরেই সূর্য ডুবে গেলো। এখনো একটু একটু

আলো রয়েছে, তবে দ্রুত আঁধার হয়ে আসছে। ঘন জঙ্গল। মাঝে মাঝে দু'একটা ফাঁকা জায়গা দিয়ে ছাড়া আকাশও দেখা যাচ্ছে না। একটা দুটো করে তারা ফুটে উঠতে শুরু করেছে। দূর থেকে এখনো অস্পষ্টভাবে ভেসে আসছে পালিয়ে যাওয়া সৈন্যদের কোলাহল। ক্রমে আরো অস্পষ্ট হয়ে উঠছে।

অবশেষে ওরা একটা ছোট্ট ঘাসে ছাওয়া প্রান্তরের কাছে এসে পৌঁছুলো। তারার আলোয় আবছাভাবে আলোকিত হয়ে আছে জায়গাটা। থামলো ওরা। তাকালো একে অপরের দিকে।

'খুব ক্লান্ত তুমি,' কোমল গলায় বললো ডিক।

কিছু বললো না ম্যাচহ্যাম। প্রচণ্ড পরিশ্রমে শেষ হয়ে গেছে, এমন একটা ভঙ্গি করলো। বললো, 'প্রাণ থাক না থাক, শুয়ে পড়তে পারলে বাঁচি এখন।'

'কাছেই একটা ঝরণা আছে। চলো খুঁজে দেখি। ভয়ানক তেষ্টা পেয়েছে।'

সামান্য ঢালু জায়গাটা। চলতে শুরু করলো ওরা। ঢালের শেষ মাথায় পৌঁছে মৃদু জল-কল্লোল ভেসে এলো কানে। আর একটু এগোতেই দেখতে পেলো ঝরণাটা। পাড়ের নরম ঘাসের ওপর বসলো ওরা। আঁজলা ভরে ঠাণ্ডা পানি খেয়ে পেট ভরালো।

'ডিক,' বললো ম্যাচহ্যাম, 'আর হাঁটতে পারবো না আমি। এবার বিশ্রাম নিতে হবে।'

'ঢাল বেয়ে আসার সময় একটা গর্ত মতো দেখেছিলাম,' বললো ডিক। 'চলো ওখানে, আরামে ঘুমানো যাবে। কাল ভোরে, সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে রওনা হবো আবার।'

গর্তটার কাছে এসে দেখলো, শুকনোই সেটা। ঘন একটা ঝোপ

গজিয়েছে এক প্রান্তে। ঝোপের খানিকটা ঝুলে আছে গর্তের ওপর। ফলে বেশ একটা গুহা গুহা চেহারা নিয়েছে গর্তটা। গর্তে নেমে ঝোপের নিচে শুয়ে পড়লো ছেলেদুটো। একটু আগের ঝগড়া ভুলে গেছে কখন। মিনিটখানেকের মধ্যেই গভীর ঘুমের অতলে তলিয়ে গেলো দু'জন।

সূর্য ওঠার আগেই ঘুম ভেঙে গেলো ওদের। একটু একটু করে ফর্সা হচ্ছে পুবের আকাশ। পাখির কাকলিতে মুখর হয়ে উঠেছে বনভূমি। হঠাৎ ঘণ্টার টুং-টাং শব্দে পুরো জেগে গেলো ওরা। নির্দিষ্ট একটা ছন্দে একটানা বেজে চলেছে ঘণ্টাটা। মনে হচ্ছে একটু একটু করে এগিয়ে আসছে শব্দ।

ঝট করে উঠে বসলো ডিক।

'কি হতে পারে?' জিজ্ঞেস করলো ও।

'কেউ হাঁটছে,' জবাব দিলো ম্যাচহ্যাম। 'হাঁটার তালে তালে বাজছে ঘণ্টা।'

'কিন্তু এই টানস্ট্যালের জঙ্গলে কি করছে লোকটা?' অবাক শোনালো ডিকের গলা।

শুনছে ওরা। এখন আগের চেয়ে দ্রুত তালে বাজছে ঘণ্টা। যেন প্রাণভয়ে ছুটছে ঘণ্টার মালিক।

'হাঁটার গতি বাড়িয়েছে বোধহয় লোকটা,' মন্তব্য করলো ডিক।

'হ্যাঁ, প্রায় এসে গেছে,' ঢোক গিলে বললো ম্যাচহ্যাম।

হামাগুড়ি দিয়ে গর্তটার কিনারে গেলো ওরা। পরিষ্কার দিনের আলোয় একটা পায়ে চলা পথ দেখতে পেলো। হলুদ ফুলওয়ালা কাঁটা ঝোপের ভেতর দিয়ে এগিয়ে গেছে। মোট হাউসের দিকে গেছে যে পথটা এটাই বোধহয় সেটা, ভাবলো ডিক।

চমকে উঠলো ও। সাদা একটা মূর্তি বেরিয়ে এসেছে গাছ-পালার আড়াল থেকে। ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে এদিকে। কুঁজো হয়ে হাঁটছে লোকটা। সাদা একটা কাপড়ে ঢাকা তার মুখ। পথ দেখার জন্যে চোখের কাছে কোনো ছিদ্র নেই কাপড়টায়। লাঠি ঠুকে ঠুকে পথ আন্দাজ করছে। ডিক এবং ম্যাচহ্যাম—দুজনেই বুঝে ফেললো জিনিসটা। ভয়ের একটা স্রোত নেমে এলো ওদের শরীর বেয়ে।

আট—কুষ্ঠরোগী

'কুষ্ঠরোগী!' ঢোক গিলে বললো ডিক।

'ওর স্পর্শ মানেই মৃত্যু!' স্পষ্ট আতঙ্ক ম্যাচহ্যামের গলায়। 'চলো, পালাই আমরা!'

লাফ দিয়ে গর্ত থেকে উঠতে গেলো ম্যাচহ্যাম। হাত ধরে থামালো ওকে ডিক।

'না,' দৃঢ় কণ্ঠে বললো ও। 'দেখছো না অন্ধ লোকটা। লাঠি দিয়ে পথ হাতড়ে এগোচ্ছে। চুপচাপ বসে থাকো। আমরা যে আছি এখানে তা টেরও পাবে না ব্যাটা।'

লাঠি ঠুকে ঠুকে এগিয়ে এলো কুষ্ঠরোগী। গর্তটার ঠিকসামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়লো। মুখ ঘুরিয়ে সোজাসুজি তাকালো ছেলে দুটোর দিকে।

'আমাদের দেখছে ও!' ভীত গলায় ফিসফিস করে বললো ম্যাচহ্যাম।

'চুপ, গাধা!' একই রকম ফিসফিস করে ধমক লাগালো ডিক।

'দেখছো না, অন্ধ লোকটা।'

কয়েক সেকেণ্ড অনড় দাঁড়িয়ে রইলো কুষ্ঠরোগী। তারপর হাঁটতে শুরু করলো আবার। ফাঁকা জায়গাটুকু পেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলো বনের ভেতর।

'দেখেছে ও আমাদের,' ঝাঁঝের সাথে বললো ম্যাচহ্যাম। 'আমি বাজি ধরে বলতে পারি, ডিক।'

'উঁহু, তবে শুনেছে বোধহয় তোমার কথা।'

'আমার ভালো লাগছে না ব্যাপারটা। নিশ্চয়ই কোনো উদ্দেশ্য ছিলো লোকটার। খেয়াল করেছো, ঘণ্টার শব্দ বন্ধ হয়ে গেছে!'

'তুমি একটা ভীতুর ডিম, জ্যাক। ও আমাদের কোনো ক্ষতি করবে না। চাইলেও পারবে না। এখন চলো, হলিউডের দিকে রওনা হই আমরা।'

গর্ত থেকে উঠে এলো ওরা। বনের ভেতর দিয়ে চলতে শুরু করলো। কিছুক্ষণের ভেতর পৌঁছে গেলো উঁচু মতো একটা জায়গায়। কুষ্ঠরোগীটাকে দেখতে পেলো আবার। হেঁটে চলেছে ওদের শ'খানেক ফুট সামনে দিয়ে। ঝট করে একটা ঝোপের আড়ালে শুয়ে পড়লো ওরা। আশ্চর্য হয়ে খেয়াল করলো ডিক, অসম্ভব দ্রুত পায়ে হাঁটছে লোকটা। বাজছে না ঘণ্টাটা। পথ অনুভব করার জন্যে লাঠিটাও আর ব্যবহার করছে না। একটু পরেই হারিয়ে গেলো ঘন একটা ঝোপের আড়ালে।

অনেকক্ষণ একভাবে শুয়ে রইলো ওরা। আতঙ্কে নড়াচড়ার শক্তিও লোপ পেয়েছে যেন।

'কি চায় লোকটা, ডিক?' জিজ্ঞেস করলো ম্যাচহ্যাম। 'আমার মনে হয়, ও আমাদেরই খুঁজছে। তোমার ধনুকটা কই? এবার

কাছাকাছি পেলেই শেষ করে দেবে।'

'অসহায় একটা কুষ্ঠরোগীর দিকে তীর ছুঁড়বো আমি?' চিৎকার করে উঠলো ডিক। 'দেখো, ছোকরা, আমি সুস্থ মানুষের সাথেই কেবল লড়াই করি। ভূত বা কুষ্ঠরোগীদের সাথে নয়।'

মুখে বললো বটে, কিন্তু মন থেকে ভয়টা তাড়াতে পারলো না ও। পা দুটো অবশ হয়ে আছে যেন, দাঁড়াতে গেলেই পড়ে যাবে।

'তাহলে, এখানে লুকিয়ে থাকি আমরা,' বললো ম্যাচহ্যাম, 'দেখি এরপর কি করে ও।'

একটু পরেই আবার শোনা গেলো ঘণ্টার শব্দ। মাত্র একবার। টুং শব্দটা যেন ঢং করে আঘাত করলো ওদের কানে।

'হায় আল্লা!' রুদ্ধশ্বাসে বললো ডিক। 'কত কাছে এসে পড়েছে!'

একটা ঝোপের আড়ালে মুহূর্তের জন্যে ও দেখতে পেলো সাদা আলখাল্লার খানিকটা অংশ। একটু পরেই একটা গাছের গুড়ির আড়াল থেকে উঁকি দিয়েই হারিয়ে গেলো কুষ্ঠরোগীর মাথাটা। মনে হলো, দ্রুত একবার চারপাশে চোখ বুলিয়ে নিলো সে।

স্নায়ু বিকল করা একটা পরিস্থিতি। ভীতচকিত ছেলে দুটোর কাছে মনে হচ্ছে, হঠাৎ যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে পুরো বনভূমিটা। খস খস করে ঘষা খাচ্ছে পাতাগুলো। ঠুক ঠুক করে বাড়ি খাচ্ছে ডালপালা। নড়েচড়ে উঠছে যেন সব কিছু। একে অপরের হৃদস্পন্দনের শব্দ শুনতে পাচ্ছে ওরা।

অপেক্ষা করছে ডিক। অপেক্ষা করছে ম্যাচহ্যাম। কান পেতে আছে, অস্বাভাবিক কোনো আওয়াজ যদি শোনা যায়। হঠাৎ একটা জিনিস দেখে বিস্ময়ে বিমূঢ় অবস্থা হলো ওদের। প্রচণ্ড এক চিৎকার করে, লাফ দিয়ে একটা ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল কুষ্ঠরোগী। সামনের ফাঁকা জায়গার ওপর দিয়ে দৌড়ে আসতে লাগলো

ওদের দিকে।

তীক্ষ্ণকণ্ঠে চিৎকার করে উঠলো দু'জনই। ঝট করে উঠে দাঁড়িয়ে ছুটলো যে যে দিকে পারলো সেদিকে। ম্যাচহ্যামের দিকে এগোলো কুষ্ঠরোগী। লম্বা লম্বা পা ফেলে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই ধরে ফেললো ওকে। আতঙ্কিত একটা আর্তচিৎকার করে জ্ঞান হারালো ছেলেটা।

আর্তচিৎকারটা শুনতে পেলো ডিক। ঘুরে দাঁড়ালো ও। ম্যাচ-হ্যামকে পড়ে যেতে দেখলো। এবার চিৎকার করলো ডিক। ভয়ে নয় রাগে। বাচ্চা ছেলেটার ওপর সত্যিই অদ্ভুত একটা মায়া পড়ে গেছে ওর। ঝট করে পিঠের ওপর থেকে খুলে হাতে নিলো ধনুকটা। ছিলায় একটা তীর পরিয়ে তাক করলো সাদা মূর্তিটার দিকে। ছিলা টেনে কান পর্যন্ত নিয়ে এসেছে। ছেড়ে দিতে যাবে, এমন সময় একহাত উপরে তুলে চিৎকার করে উঠলো কুষ্ঠরোগী।

'তীর ছুঁড়ো না, ডিক,' পরিচিত একটা গলা উচ্চারণ করলো কথাগুলো। 'চোখে দেখেও বন্ধুকে চিনতে পারো না!'

ম্যাচহ্যামের জ্ঞানহীন দেহটা ঘাসের ওপর শুইয়ে দিয়ে মুখের ওপর থেকে কাপড়টা সরালো কুষ্ঠরোগী। স্যার ড্যানিয়েল ব্র্যাকলের শেয়ালপানা মুখটা বেরিয়ে এলো।

'স্যার ড্যানিয়েল!' ধনুক নামিয়ে একটা ঢোক গিললো ডিক।

'হ্যাঁ, স্যার ড্যানিয়েল,' বললেন নাইট। ম্যাচহ্যামের দিকে ইশারা করলেন। 'এর নাম কি, ডিক?'

'জন ম্যাচহ্যাম। আপনি তো চেনেন ওকে।'

সূক্ষ্ম একটা হাসি খেলে গেলো স্যার ড্যানিয়েলের ঠোঁটে।

'হ্যাঁ,' স্বীকার করলেন তিনি, 'আমি চিনি ছেলেটাকে। কিন্তু অজ্ঞান হয়ে গেছে ও। এই, ডিক, তোমাকেও এমন ভয় পাইয়ে

দিয়েছি নাকি ?'

'হ্যাঁ।' একটু আগের কথা স্মরণ করে এখনও একবার কেঁপে উঠলো ডিক। 'অমন পোশাক পরে আছেন কেন আপনি ?'

রাগে কালো হয়ে গেলো স্যার ড্যানিয়েলের মুখ। 'প্রাণের ভয়ে টানস্ট্যালের জঙ্গলে পালিয়েছি আমি, ডিক। আমরা হেরে গেছি যুদ্ধে। আমার লোকদের যে কি হয়েছে তা-ও জানি না। কোনো মতে শোরবি পর্যন্ত গিয়ে এই পোশাক আর ঘণ্টা জোগাড় করে মোট-হাউসের দিকে রওনা হয়েছি। বুঝলে, ডিক, এরচেয়ে ভালো আর কোনো ছদ্মবেশ হতে পারে না। ঘণ্টার শব্দ আর কুষ্ঠরোগীর আলখাল্লা দেখে বনের সবচেয়ে সাহসী রাজদ্রোহীটাও ভয় না পেয়ে পারে না। হঠাৎ করেই ম্যাচহ্যাম আর তোমাকে চোখে পড়ে আমার। এই ঘোমটার ভেতর দিয়ে ভালো দেখতে পাচ্ছিলাম না। তাই সত্যিই তোমরা কিনা, নিশ্চিত হতে পারিনি প্রথমে। এই যে,' ম্যাচহ্যামের দিকে তাকিয়ে যোগ করলেন তিনি, 'জ্ঞান ফিরে আসছে ছেলেটার।'

লম্বা জোব্বার নিচ থেকে একটা পানির বোতল বের করলেন তিনি। হাঁটু গেড়ে বসে পানি দিয়ে ভিজিয়ে দিতে লাগলেন ছেলেটার ঠোঁট। কয়েক সেকেণ্ড পরেই আর্ত একটা স্বর বেরোলো ম্যাচহ্যামের গলা দিয়ে। চোখের পাতাগুলো কুঁচকে উঠলো।

'উঠে পড়ো, জ্যাক,' বললো ডিক। 'কুষ্ঠরোগী নয়, স্যার ড্যানিয়েল। তাকাও, দেখো, তোমার পাশেই বসে আছেন উনি।'

'একটু পানি খেয়ে নাও,' বললেন নাইট। পানির বোতলটা এগিয়ে দিলেন ম্যাচহ্যামের দিকে। 'সব ঠিক হয়ে যাবে।' উঠে দাঁড়িয়ে ডিকের দিকে ফিরলেন তিনি। 'আশা করছি আমাদের কিছু লোক বেঁচে ফিরে আসতে পারবে। তাছাড়া, মোট হাউসে হ্যাচের সঙ্গে

রয়েছে দশজন। সেলডেনের সঙ্গে আছে ছয়...।'

'সেলডেন।' স্যার ড্যানিয়েলকে শেষ করতে না দিয়ে বলে উঠলো ডিক। 'সেলডেন...,' থেমে গেলো ও।

'বলো, বলো। কি হয়েছে সেলডেনের?'

সেলডেন ও তার দলটার কি হয়েছে সব খুলে বললো ডিক। শুনতে শুনতে ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠলো নাইটের। রাগে কাঁপছেন তিনি।

'প্রতিজ্ঞা করছি, এর প্রতিশোধ নিয়ে ছাড়বো আমি,' ডিকের কথা শেষ হতেই বলে উঠলেন তিনি। 'এই এলিস ডাকওয়ার্থের মাথা যদি আমি না গুঁড়িয়ে দিয়েছি তো আমার নাম ফিরিয়ে রাখবো।'

মিনিটখানেক চুপ করে রইলেন স্যার ড্যানিয়েল। এখনো তাঁর চোখদুটো জ্বলছে ভাঁটার মতো।

'এই, তুমি,' হঠাৎ ম্যাচহ্যামের দিকে ফিরে বললেন তিনি, 'শপথ করো, মোট হাউস পর্যন্ত আমার পেছন পেছন যাবে তুমি, পালানোর চেষ্টা করবে না।'

প্রতিবাদ করার মতো শক্তি নেই ম্যাচহ্যামের গায়ে। প্রবৃত্তিও হলো না। শপথ করলো ও। স্যার ড্যানিয়েল কাপড়টা আবার টেনে দিলেন মুখের ওপর। তুলে নিলেন ঘণ্টা আর লাঠি।

'আমি আগে যাবো,' ডিকের দিকে ফিরে বললেন তিনি। 'তোমরা আসবে একটু পরে।'

চলতে শুরু করলেন নাইট। টুংটাং শব্দে ঘণ্টা বাজাচ্ছেন। লাঠি ঠুকে ঠুকে পথ ঠাহর করার ভান করছেন। ঘাসের ওপর বসে রইলো ছেলে দুটো। ধীরে ধীরে ঘণ্টার শব্দ মিলিয়ে গেলো দূরে।

'তাহলে মোট হাউসে যাচ্ছো তুমি?' জিজ্ঞেস করলো ডিক।

মাথা ঝাঁকালো ম্যাচহ্যাম। গম্ভীর ওর মুখ। 'তাছাড়া উপায় কি?'

দু'ঘণ্টা পর ওরা একটা ছোট পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছুলো। মোট হাউসের লাল দেয়াল আর ছাদ দেখতে পেলো। থেমে দাঁড়ালো ম্যাচহ্যাম।

'ডিক,' শান্ত গলায় বললো ও, 'তাহলে বিদায়, বন্ধু, জন ম্যাচ-হ্যামকে আর কখনো দেখবে না তুমি।'

আশ্চর্য হয়ে ওর দিকে তাকালো ডিক। 'কেন? মোট হাউসে যদি থাকো তুমি, তাহলে প্রায়ই দেখা হবে।'

'হতভাগ্য ম্যাচহ্যামকে আর কখনো দেখবে না তুমি।' দীর্ঘ-শ্বাস ছাড়লো ম্যাচহ্যাম। 'একবার যদি ওখানে ঢুকি, ঈশ্বর আমাকে বের হওয়ার পথ দেখান যেন।'

এ-কথার অর্থ কি, কিছুই বুঝলো না ডিক। একবার কাঁধ ঝাঁকিয়ে চলতে শুরু করলো।

সকালের উজ্জ্বল সূর্যের আলোয় উদ্ভাসিত চারদিক। স্যার ড্যানিয়েলের জঙ্গল দুর্গের সামনে এসে দাঁড়ালো ওরা। চওড়া পরিখা চারপাশ থেকে ঘিরে আছে দুর্গটাকে। গোলাকার চূড়া-গুলো উঠে গেছে আকাশের দিকে। সিংহদরজা বরাবর ওঠানো নামানো যায় এমন একটা সেতু। এখন ওঠানো রয়েছে সেতুটা। জলভর্তি চওড়া পরিখা পেরিয়ে কেউ ঢুকতে পারবে না মোট হাউসে। ফটকের সোজাসুজি পরিখার পাড়ে পৌঁছুলো ডিক আর ম্যাচহ্যাম। শিকলের কর্কশ ক্যাঁচকুঁচ শব্দ তুলে নেমে এলো সেতুটা। খুলে গেলো প্রধান ফটকের কপাট দুটো। স্যার ড্যানিয়েল স্বয়ং দাঁড়িয়ে আছেন ওদের অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে। হ্যাচ এবং পারসন দাঁড়িয়ে আছে তাঁর দু'পাশে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

এক—ডিকের প্রশ্ন

এবড়ো-খেবড়ো বুনো পথের কাছেই দাঁড়িয়ে আছে মোট হাউস। তীর ছোঁড়ার ছিদ্রওয়ালা গোল উঁচু চূড়া দিয়ে সুরক্ষিত করা হয়েছে বাড়িটাকে। তাছাড়াও আছে চারদিক ঘিরে প্রায় বারো ফুট চওড়া পরিখা।

স্যার ড্যানিয়েলের জনাবিশেক সৈন্য পালিয়ে আসতে পেরেছে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে। একটু আগে মোট হাউসে পৌঁছেছে তারা। তাদের মধ্যে তিনজন এসেছে মারাত্মক আহত অবস্থায়। একজনের অবস্থা খুবই খারাপ। বাঁচবে না লোকটা।

মোট হাউসে পৌঁছার একটু পরে বেনেট হ্যাচকে সেলডেনের দুর্ভাগ্যের কথা শোনালো ডিক। একটা কথাও বললো না বেনেট। ধপ করে বসে পড়লো একটা পাথরের বেঞ্চে। কেঁদে ফেললো ঝর ঝর করে।

'সেলডেন ছিলো আমার ভাইয়ের মতো,' বললো সে। 'আমাদের সবাইকে যেতে হবে ওর পিছু পিছু। প্রত্যেকের ভাগ্যে রয়েছে একটা করে কালো তীর। উঠোনের পাশে ঐ ঘরটাতে মৃত্যুর অপেক্ষা করছে হতভাগ্য জন কার্টার।'

শুনলো ডিক। কাছের নিচু একটা জানালা দিয়ে ভেসে আসছে মৃত্যুপথযাত্রী এক লোকের কাতরানি।

'ওখানে রেখেছে ওকে?' জিজ্ঞেস করলো ডিক।

'হ্যাঁ। অবস্থা এত খারাপ যে, বেশি দূর নিতে পারিনি ওকে। বুঝতে পেরেছে আর বেশিক্ষণ বাঁচবে না—সেজন্যে চিৎকার করে ডাকছে পাদ্রীকে। স্যার অলিভার যে কেন এলো না এখনো, বুঝতে পারছি না।'

পাঁচ মিনিট পর বেনেট চলে গেলো। নিচু জানালাটার কাছে এলো ডিক। তাকালো ভেতরে। ছোট, নিচু একটা কুঠুরি। এই সকালবেলায়ও অন্ধকার। কোনো রকমে দেখলো ও, খটখটে একটা চৌকির ওপর শুয়ে আছে আহতলোকটা। ক্রমাগত কাতরে চলেছে।

'কেমন বোধ করছো, কার্টার?' কোমল গলায় জিজ্ঞেস করলো ডিক।

'পাদ্রীকে ডেকে আনো, মাস্টার শেলটন,' উত্তেজিত অথচ ফিসফিসে গলায় বললো লোকটা। 'মরার আগে কিছু কথা বলে যেতে চাই ওঁকে।'

গোঙানির মতো একটা শব্দ বেরোলো তার গলা দিয়ে। ব্যথার না আতঙ্কে বুঝতে পারলো না ডিক। ঠিক সে সময় বৈঠকখানার সামনে সিঁড়িতে দেখা গেলো স্যার ড্যানিয়েলকে। হাতে একটা চিঠি। তাঁর চিৎকারে সশস্ত্র লোকেরা একে একে এসে দাঁড়াতে লাগলো উঠানে।

'সবাই শোনো,' ভাষণ দেয়ার ভঙ্গিতে শুরু করলেন তিনি, 'লর্ড ওয়েনসলিডেলের কাছে একটা খবর পাঠাতে চাই। আমরা তাঁর দলে যোগ দিচ্ছি। এই মুহূর্তে তাঁর সাহায্যের খুব দরকার আমাদের।

রাজদ্রোহীরা চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলেছে মোট হাউস। অন্তত এখন, আমাদের চেয়ে শক্তিশালী ওরা। কে যাবে চিঠিটা নিয়ে?'

বেশ কয়েকজনই যেতে চাইলো। সামনে এগিয়ে এলো তারা। স্যার ড্যানিয়েল পরখ করতে লাগলেন তাদের চেহারা।

'তুমি, থ্রগমর্টন,' অবশেষে বললেন তিনি। 'আজ রাতেই রওনা হবে তুমি। পরিখার জলে নামিয়ে দেবো তোমাকে। সাঁতরে পার হবে। সেতু নামানোর ঝুঁকি নেয়া যাবে না। জানি না কিভাবে নদী পার হবে—পুল বা খেয়া কোনোটাই ব্যবহার করতে পারবে না।'

'চিন্তা করবেন না,' জবাব দিলো থ্রগমর্টন। 'আমি ঠিক চলে যাবো।'

চোখের ইশারায় ডাকলেন ওকে স্যার ড্যানিয়েল। 'ভেতরে এসো। কি করতে হবে না হবে সব বুঝিয়ে দিচ্ছি তোমাকে।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে দালানের ভেতর ঢুকে গেলেন তিনি। অনুসরণ করলো থ্রগমর্টন।

ডিকের কাছে এগিয়ে এলো বেনেট হ্যাচ। বললো, 'স্যার ড্যানিয়েল একজন জন্ম সেনাপতি। দেখো ঠিকই সামাল দিয়ে ফেলবেন সংকটজনক অবস্থাটা।'

স্যার ড্যানিয়েলের প্রশংসা শুনে হঠাৎ করেই একটা প্রশ্ন জাগলো ডিকের মাথায়। সরাসরি তাকালো বেনেটের দিকে, 'আমার বাবা মারা গেছিলেন কিভাবে, বেনেট?' জিজ্ঞেস করলো ও।

এক মুহূর্ত ওর চোখে চোখে তাকিয়ে থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলো বেনেট হ্যাচ।

'আমাকে জিজ্ঞেস করছো কেন?' আমতা আমতা করে বললো ও। 'আমার কোনো হাত ছিলো না ওতে। স্যার অলিভারকে জিজ্ঞেস করো—হ্যাঁ, ইচ্ছে হলে কার্টারকেও জিজ্ঞেস করতে পারো,

আমাকে নয়।'

আর একমুহূর্তও দাঁড়ালো না বেনেট। ডিককে চিন্তায় ফেলে দিয়ে সরে পড়লো দ্রুত।

'ও বললো না কেন আমাকে?' ভাবলো ডিক। 'তাছাড়া, কার্টারের কথাই বা বললো কেন? ও নিজে কতটুকু জানে।'

একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছুলো ও। ধীর পায়ে এগোলো উঠোনের কোণার দিকে। মৃত্যুপথযাত্রী লোকটা শুয়ে আছে যে ঘরে ঢুকলো সেটায়। ওকে ঢুকতে দেখে চোখ তুলে তাকালো কার্টার।

'পাদ্রীকে ডেকে এনেছো?' হাঁপাতে হাঁপাতে বললো সে।

'না। যাচ্ছি, কিন্তু তার আগে একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে তোমাকে। আমার বাবা মারা গেছিলেন কিভাবে?'

সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেলো লোকটার মুখের ভাব। ফিসফিস করে বললো। 'আমি জানি না।'

'কার্টার, মৃত্যুপথযাত্রী একটা লোককে ভয় দেখানোর কোনো ইচ্ছে আমার নেই। বাবা কি ভাবে মারা গেছেন তা আমাকে জানতেই হবে। তুমি তো মারাই যাচ্ছো—এ সময় সাহায্য করবে না আমাকে?

'আমি পারবো না—আমি পারবো না, মাস্টার ডিক,' ফুঁপিয়ে উঠলো লোকটা। 'দয়া করে আমাকে একটু শান্তিতে মরতে দাও, পাদ্রীকে ডেকে নিয়ে এসো।'

হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে অন্য দিকে ফিরে শুলো আহত লোকটা। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে গোঙাতে লাগলো। বেরিয়ে এলো ডিক। দুপদাপ পা ফেলে চলতে লাগলো ঘরের দিকে। কয়েক পা যেতেই দেখলো, ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে ছুটে আসছেন পাদ্রী স্যার অলিভার। সন্দেহের চোখে তাকিয়ে আছেন ডিকের দিকে। 'কার্টারের সাথে কথা বলছিলে

মার্কি ?' তীক্ষ্ণগলায় জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'হ্যাঁ।'

'কি বললো ও ?' তীব্র আগ্রহ পাদ্রীর গলায়।

'কিছুই না। আপনাকে পাঠিয়ে দিতে বললো শুধু।'

'ঠিক ঠিক, একুণি ওর কাছে যাওয়া দরকার আমার।'

চলে গেলেন স্যার অলিভার। ব্যাটলমেন্টের ওপর উঠলো ডিক। হঠাৎ মনে পড়লো ম্যাচহ্যামের কথা। কোথায় ছেলেটা ? মোট হাউসে ঢোকার পর আর দেখেনি ওকে। এমন সময় ভারি একটা হাত স্পর্শ করলো ওর কাঁধ। চমকে ঘুরে দাঁড়ালো ডিক। বেনেট হ্যাচ দাঁড়িয়ে আছে সামনে। দ্রুত একবার চারপাশে চোখ বুলালো সে। বললো, 'পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটে কোনো ফায়দা আছে, মাস্টার ডিক ? তোমার বাবার মৃত্যুর ব্যাপারে তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করেছো। কার্টারকে জিজ্ঞেস করেছো, স্যার অলিভারকে ভয় পাইয়ে দিয়েছো। এখন স্যার ড্যানিয়েল তোমাকে জিজ্ঞেস করবেন। যা বলার বুঝে শুনে বোলো, না হলে ভয়ানক বিপদে পড়ে যাবে কিন্তু।'

'বুঝতে পারছি, হ্যাচ,' গম্ভীর গলায় বললো ডিক, 'কারো হাতে রক্ত লেগে আছে। কিন্তু কে সে ?'

প্রশ্নটা যেন শুনতেই পায়নি বেনেট। 'বুঝেশুনে না চললে তুমিও শিগগিরই রক্তের গন্ধ পাবে। তোমার নিজের রক্তের। ভয় দেখাচ্ছি না, মাস্টার ডিক। তোমাকে পছন্দ করি বলেই সাবধান করছি। আমি চাই না খারাপ কিছু ঘটুক তোমার। এখন যাও, স্যার ড্যানিয়েল আছেন বৈঠকখানায়, তোমার জন্যে অপেক্ষা করছেন।'

আগুন জ্বলছে বিরাট বৈঠকখানার বিরাট ফায়ার প্লেসটায়। হুপদাপ পা ফেলে পায়চারি করছেন স্যার ড্যানিয়েল। দেখলেই

বোঝা যায়, কিছু একটা নিয়ে ভয়ানক রেগে আছেন তিনি। কাছেই বসে আছেন স্যার অলিভার। হাঁটুর উপর রাখা একটা ধর্মগ্রন্থের দিকে তাঁর দৃষ্টি।

ডিক ঢুকতেই ঘুরে দাঁড়ালেন স্যার ড্যানিয়েল। বিরক্ত গলায় শুরু করলেন, 'শুনলাম আমার অগোচরে সবাইকে কি সব জিজ্ঞেস করে বেড়াচ্ছো তুমি? ওসব আমার পছন্দ নয়, ডিক। তোমার কিছু জানার থাকলে সরাসরি আমাকে জিজ্ঞেস করবে। আমার বিরুদ্ধে তোমার যদি কোনো অভিযোগ থাকে তাহলে বলো, এখনি শুনবো আমি।'

'স্যার,' বললো ডিক, 'আমার বাবা যখন মারা যান তখন আমি খুব ছোট। শুনেছি, তাঁকে খুন করা হয়েছিলো। আর...আর, তাতে নাকি আপনার হাত ছিলো।'

চমৎকার কারুকাজ করা একটা ভারি চেয়ারে বসে পড়লেন স্যার ড্যানিয়েল। থুতনির কাছে হাত নিয়ে ক্রুর চোখে তাকালেন ডিকের দিকে। 'তুমি কি মনে করো, যার বাবাকে খুন করেছি, তার অভিভাবক হবো আমি? কি কারণে?'

'জানি, ব্যাপারটা বিশ্বাস করা কঠিন। কিন্তু, বিত্তশালী অনাথদের অভিভাবকত্ব নেয়াটা লাভজনক। বাবার মৃত্যুর পর থেকে মোট হাউস এবং আমার আর সব বিষয় সম্পত্তি দেখাশোনা করছেন আপনি। আমাকে মাফ করবেন, স্পষ্ট করেই বলতে চাই, আমার অভিভাবক হওয়ার জন্যে এই কারণটাই কি যথেষ্ট নয়?'

একটুও দমলেন না স্যার ড্যানিয়েল। 'ভালো কথা, তা-ই যদি হবে, কেউ প্রতিবাদ করছে না কেন? এই যে, এখানে স্যার অলিভার আছেন, ওনার মতো একজন যাজক কেন মুখ বুজে সহ্য করবেন

এ সব ?'

'সবাই জানে, স্যার অলিভার যেটুকুই করেন যেটুকু আপনি করতে বলেন।' ইস্পাতের মতো দৃঢ় অথচ আশ্চর্য শান্ত ডিকের গলা। 'আপনি এখনো আমার প্রশ্নের জবাব দেননি, স্যার ড্যানিয়েল।'

'আমিই তোমার প্রশ্নের জবাব দেবো, মাস্টার ডিক,' গম্ভীর গলায় বলে উঠলেন পাদ্রী স্যার অলিভার। 'বড় হয়ে এই প্রশ্ন নিয়ে এসো আমার কাছে। তলোয়ার দিয়ে এর জবাব দেবো। ততদিন জিভ-টাকে মাথার ভেতর ঢুকিয়ে রাখো, না হলে আমার অন্য শত্রুদের মতো বনে চলে যেতে পারো।'

দ্বিধায় পড়ে গেলো ডিক। স্যার ড্যানিয়েলের মুখের দিকে তাকালো—কেমন নিষ্পাপ একটা অভিব্যক্তি তাতে।

'স্যার ড্যানিয়েল,' বললো ডিক, 'আপনি যা বলছেন তা সত্যি, এটুকু শুধু বিশ্বাস করতে চাই আমি, আর কিছু না।'

'আমি যদি শপথ করে বলি, তা হলে হবে ?'

'হ্যাঁ।' নাইটের চোখে চোখ রাখলো ডিক।

স্যার অলিভারের দিকে একবার তাকালেন স্যার ড্যানিয়েল। তারপর বললেন, 'আমি ধর্মের নামে, ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি, তোমার বাবার মৃত্যুর ব্যাপারে আমার কোনো হাত ছিলো না।'

ডিকের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন তিনি। আগ্রহের সঙ্গে দৃঢ় উষ্ণ হাত দুটো ধরলো ডিক। সমস্ত সন্দেহ দূর হয়ে গেলো ওর মন থেকে।

'আপনাকে সন্দেহ করে কি ভুলই করেছিলাম।' অনুতাপ ডিকের গলায়। 'আসলে কিন্তু ওরা আপনার দোষ দেয়নি। স্যার অলি-ভারের।'

বলতে বলতে পাদ্রীর দিকে ফিরলো ও। মোমের মতো সাদা হয়ে গেছে স্যার অলিভারের মুখ। হাত দুটো কাঁপছে তাঁর। তোতলাতে তোতলাতে বিড়বিড় করে প্রার্থনা করার চেষ্টা করছেন। হঠাৎ মুখ তুলতেই ডিকের চোখে চোখ পড়লো—তীব্র একটা আর্তনাদ করে হাত দিয়ে মুখ ঢাকলেন তিনি।

সঙ্গে সঙ্গে আবার সন্দেহটা ডালপালা মেলতে শুরু করলো ডিকের মনে।

দুই লাফে স্যার অলিভারের কাছে পৌঁছালেন স্যার ড্যানিয়েল। দু'হাতে লোকটার দু'কাঁধ ধরে ঝাঁকাতে লাগলেন ভয়ানকভাবে।

'স্যার অলিভারও শপথ করবেন,' দাঁতে দাঁত চেপে বললেন তিনি।

নিঃশব্দে মুখের ওপর থেকে হাত সরালেন পাদ্রী। স্যার ড্যানিয়েল এখনো ঝাঁকিয়ে চলেছেন তাঁকে। 'আপনি শপথ করবেন,' চিৎকার করে উঠলেন তিনি। 'এখনি, এই পবিত্র বাইবেল ছুঁয়ে।' মাটিতে পড়ে যাওয়া ধর্মগ্রন্থটা তুললেন তিনি। 'হ্যাঁ, এটা ছুঁয়ে শপথ করুন। এক্ষুণি!'

গলা দিয়ে কোনো স্বর বেরোলো না পাদ্রীর। আতঙ্কে শ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে চাইছে যেন। আবার তাঁর কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিলেন স্যার ড্যানিয়েল।

ঠিক তক্ষুণি রঙিন কাঁচ লাগানো উঁচু জানালা ভেদ করে একটা তীর ঢুকলো হলে। ঠকাস করে বিঁধলো লম্বা ওক কাঠের টেবিলটায়।

ডিক দেখলো, তীরটা কালো।

এতটা সহ্য করতে পারলেন না স্যার অলিভার। একবার হিক্কা তুলে জ্ঞান হারিয়ে ঝুঁকে পড়লেন সামনে। বাধা দিলেন না স্যার ড্যানিয়েল। অদৃশ্য কোনো শত্রুকে অভিশাপ দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেলেন উঠানে। পেছন পেছন গেলো ডিক। সবচেয়ে কাছের প্যাঁচানো সিঁড়িটা বেয়ে ব্যস্তভাবে ব্যাট্‌লমেন্টে উঠলো দু'জন। প্রহরীরা সবাই সতর্ক। সূর্য নিঃশব্দে রোদ ঢেলে চলেছে বনের জঙ্গলা ঢালে। সব কিছুই নিথর নিস্তব্ধ।

'কোন্ দিক থেকে এলো তীরটা?' একজন প্রহরীর দিকে ঘেউ করে উঠলেন স্যার ড্যানিয়েল।

হাত তুলে ইশারা করলো প্রহরী। 'ঐ গাছগুলোর কাছ থেকে, স্যার ড্যানিয়েল।'

খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন স্যার ড্যানিয়েল। গভীরভাবে কিছু ভাবছেন। একটু পরে ডিকের দিকে ফিরে বললেন, 'এখানে থাকো তুমি, ডিক, চারপাশে চোখ রাখো ভালো মতো। পাদ্রীর কথা ভেবো না, ও শপথ করবে—যদি না করে তা হলে বুঝবো ও-ই অপরাধী।'

কিছু বললো না ডিক, শান্ত চোখে তাকিয়ে রইলো শুধু। ওর দিকে অন্তর্ভেদী একটা দৃষ্টি হেনে দ্রুতপায়ে হল ঘরটায় ফিরে এলেন নাইট। সোজা ওক কাঠের টেবিলটার কাছে গিয়ে টেনে তুললেন তীরটা। এবারও ওটার সাথে একটা চিরকুট গাঁথা রয়েছে। ছোট্ট একটা বাক্য—'ফাঁদে পড়ে গেছো।'

জ্ঞান ফিরে এসেছে স্যার অলিভারের। এখনো তাঁর মুখটা মরা মানুষের মতো লাগছে। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। জড়িয়ে জড়িয়ে উচ্চারণ করলেন, 'স্যার ড্যানিয়েল, ভয়ানক একটা শপথ করছেন আপনি। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এজন্যে ভুগতে হবে আপনাকে।'

আরো গম্ভীর হলো স্যার ড্যানিয়েলের গম্ভীর মুখটা। 'হ্যাঁ, আমি একটা শপথ করেছি বটে, কিন্তু আপনাকে আরো বড়ো শপথ করতে হবে। কথাগুলো সাজিয়ে ফেলেন মনে মনে। আজই করতে হবে শপথটা।'

'আমি পারবো না!' ঢোক গিললেন পাদ্রী। 'আমাকে জোর করবেন না দয়া করে। আমার অত সাহস নেই!'

'দেখুন, স্যার পাদ্রী,' কষে এক চড় লাগালেন যেন স্যার ড্যানিয়েল, 'একটু দেরি করে ফেলেছেন আপনি। এখন আর ফেরার পথ নেই। ভালো চান তো আমার কথা শুনুন—ঠিক মতো সামলানো না গেলে ভালোই ঝামেলা পাকাবে ছোকরা। এদিকে, ওকে দরকারও আমার। ওর বিয়েটা ঘটাতে পারলে মোটা অঙ্কের একটা লাভ হবে। বিয়ের পরেও যদি বেশি তেড়িবেড়ি করতে থাকে তা হলে আমি নাচার—বাপের কাছে পাঠিয়ে দেয়া ছাড়া আর কিছু করার থাকবে না। কিন্তু চ্যাপেলের ঝামেলা এড়ানোর জন্যে আপনাকে শপথটা করতেই হবে। আর হ্যাঁ, আজ রাতে চ্যাপেলের ওপরের ঘরে ওর বিছানা হবে। ভালোয় ভালোয় আপনি শপথ করে ফেললে কিছু বলবো না। না হলে বুঝতে পারছেন, আজ রাতেই বাপের কাছে যেতে হবে ওকে।'

চোখগুলো কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে পাদ্রীর।

'চ্যাপেলের ওপরের ঘর!' আতঙ্কিত শোনালো তাঁর গলা।

'হ্যাঁ। ইচ্ছে করলে আপনি বাঁচাতে পারেন ওকে!' কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন স্যার ড্যানিয়েল। 'কই, আপনার ভাবনা শেষ হলো? বলুন!'

'হ্যাঁ, আমার ভাবনা শেষ। ঈশ্বর জানেন, ছেলেটাকে বাঁচানোর জন্যে শপথ করবো আমি।'

'তাহলে ডাকুন ওকে। আপনি একা কথা বলবেন ওর সাথে। দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে দৃঢ় গলায় বলবেন, না হলে ও বিশ্বাস করবে না। আমি অবশ্য চোখ রাখবো আপনাদের ওপর। এই ছোট কুঠুরিটায় ভেতর থাকবো আমি।'

ফায়ার প্লেসের পাশে মোটা, নকশা করা একটা পর্দার দিকে এগোলেন তিনি। সুতার কাজ করে একটা শিকারের দৃশ্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে পর্দাটায়। হিংস্র একপাল ব্লাডহাউণ্ডের সাথে লড়ছে একা একটা লোক। পর্দাটা তুললেন নাইট। পাদ্রীর দিকে অর্থপূর্ণ চোখে একবার তাকিয়ে হারিয়ে গেলেন আড়ালে। কিছুক্ষণ পর খুটস খাটুস একটা শব্দ। মরচে ধরা কব্জা খোলার ক্যাঁচকুঁচ আওয়াজ। তারপর আবার সব চুপচাপ।

বিরাট বৈঠকখানায় একা স্যার অলিভার। ভীত চোখে একবার দেয়াল চিত্রটার দিকে তাকালেন। তারপর উঠে গিয়ে ডিককে ডেকে আনতে বললেন এক চাকরকে।

মিনিট পাঁচেক পর ঢুকলো ডিক। কি যেন ভাবছে। একটু শুকনো দেখাচ্ছে ওর মুখটা।

'রিচার্ড শেলটন,' শুরু করলেন স্যার অলিভার, 'তুমি একটা

শপথ করতে বলেছো আমাকে। আমি করছি— হলিউডের সত্য, পবিত্র ক্রুশের নামে শপথ করে বলছি, তোমার বাবাকে আমি হত্যা করিনি।'

'মেনে নিলাম,' বললো ডিক। 'এখন আমার দুটো প্রশ্নের জবাব দিন, স্যার অলিভার। ঠিক আছে, আপনি খুন করেননি ওঁকে। কিন্তু আপনার কোনো হাতও কি ছিলো না ওতে?'

'না,' বললেন স্যার অলিভার। সঙ্গে সঙ্গে ভুরু কুঁচকে নিঃশব্দে মুখ নেড়ে ইশারা করলেন তিনি, কোনো ব্যাপারে ওকে সাবধান করতে চাচ্ছেন যেন, কিন্তু মুখে বলতে সাহস পাচ্ছেন না।

অবাক হয়ে তাকালো ডিক তাঁর দিকে। মুখ ঘুরিয়ে দেখলো ফাঁকা হল ঘরটার চারপাশ।

'কি ব্যাপার?' জিজ্ঞেস করলো ও।

'কি—কিছু না,' তোতলাতে লাগলেন পাদ্রী। 'আমি—আমার শরীরটা ভালো লাগছে না। এ—এই-ই। আমি ঘরে যাই।'

টলতে টলতে বেরিয়ে গেলেন তিনি। আশ্চর্য হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো ডিক। শূন্য ঘরটার চারপাশে ঘুরে বেড়াতে লাগলো ওর দৃষ্টি। আবার সন্দেহ দানা বাঁধতে শুরু করেছে মনে। পাদ্রীর ব্যবহারে ও নিশ্চিত হয়েছে, কিছু একটা লুকানো হচ্ছে ওর কাছ থেকে।

বিরক্তভাবে একবার মাটিতে পা ঠুকে চোখ তুললো ও। ফায়ার প্লেসের পাশে কাজ করা পর্দাটার দিকে চোখ গেলো। বুনো এক শিকারীর ছবি। এক হাতে একটা শিঙা ধরে আছে মুখের কাছে—ফুঁ দিচ্ছে যেন। অন্য হাতে লম্বা একটা বল্লম। কালো লোকটা। হঠাৎ ডিকের মনে হলো, পলক ফেললো যেন কালো শিকারী। কিন্তু চোখের পাতাটা যে সাদা, আগুনের কাঁপা কাঁপা লালচে আলোতে

তা নজর এড়ায়নি ওর।

স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে রইলো ও চোখটার দিকে। দামী পাথরের মতো ঝলমল করছে সেটা। কাপড়ের ওপর সুতো দিয়ে কাজ করা ছবির চোখ অমন ঝলমল করছে কেন? হঠাৎ ও বুঝতে পারলো শিকারীর চোখটা কাপড় বা সুতোর নয়, একেবারে জ্যান্ত। আরেক-বার নড়লো চোখের পাতা। তারপর অদৃশ্য হয়ে গেলো। শিকারীর চোখটা এখন কানা মনে হচ্ছে।

কোনো সন্দেহ নেই, জীবিত একটা চোখ পর্দার ঐ ফুটো দিয়ে তাকিয়ে ছিলো ওর দিকে।

মুহূর্তের মধ্যে নিজের অবস্থাটা স্পষ্ট হয়ে গেলো ডিকের কাছে। বুঝতে পারলো, মোট হাউস থেকে পালাতে না পারলে ওর মৃত্যু কেউ ঠেকাতে পারবে না। দুনিয়ার কেউ কোনো দিন হয়তো জানতেও পারবে না ও কি করে মারা গেলো। এখন নিশ্চিত ও, স্যার অলিভার এবং স্যার ড্যানিয়েলই ওর বাবার হত্যাকারী।

আপন মনে আগুনের পাশে একটা চেয়ারে বসলো ও। মাথাটা ঝুলে পড়লো বুকের ওপর। একটু পরেই স্যার ড্যানিয়েলের কাছ থেকে খবর নিয়ে এলো এক লোক।

'মাস্টার ডিক,' বললো সে, 'তোমার জিনিসপত্র সরানোর কাজে সাহায্য করতে এলাম। স্যার ড্যানিয়েল পাঠিয়েছেন। আজ থেকে চ্যাপেলের উপরের ঘরে শোবে তুমি।'

তিন—চ্যাপেলের উপরের ঘর

সেদিন সন্ধ্যায়। অন্ধকার নেমে এসেছে মোট হাউসের চারপাশে।

স্যার ড্যানিয়েলের চিঠি নিয়ে যাবে যে, সেই থ্রগমর্টনকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে পরিখার ওপর ঝুলে থাকা একটা কামরায়। রশি বেঁধে পরিখার কালো জলে নামিয়ে দেয়া হলো লোকটাকে। ছলাৎ করে একটা শব্দ হলো। সাঁতরানোর ফলে তৈরি হওয়া ছোট ছোট ঢেউ ভেঙে পড়ার মৃদু আওয়াজ। পরিখার ওপর ঝুলে থাকা উইলোর ডালগুলোর কাছে একটা আবছা মূর্তি দেখা গেলো। হারিয়ে গেল একটু পরেই।

তারপরেও প্রায় আধঘন্টা, স্যার ড্যানিয়েল এবং হ্যাচ কান পেতে দাঁড়িয়ে রইলেন ব্যাটলমেন্টের ওপর। নিথর নিস্তব্ধ চারদিক। বোধহয় নিরাপদে চলে যেতে পেরেছে থ্রগমর্টন।

সারা বিকেল এবং সন্ধ্যাটা ডিককে ব্যস্ত রেখেছেন স্যার ড্যানিয়েল। প্রথমে বিছানাপত্র সব চ্যাপেলের ওপরের ঘরে নিয়ে তোলা। তারপর ফালতু সব খবর নিয়ে এখানে ওখানে ছোটা। ক্লান্তির শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে ও। স্যার অলিভারের চেহারা আর দেখেনি ডিক। ম্যাচহ্যামেরও কোনো পাত্তা পায়নি। প্রথম সুযোগেই মোট হাউস থেকে পালানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে ও। কিন্তু যাওয়ার আগে দু'জনের সঙ্গেই একবার আলাপ করতে চায়।

সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ার অনেক পরে, চ্যাপেলের ওপরে যাওয়ার সিড়ির কাছে এলো ও। হাতে একটা বাতি। পাথরের সরু সিড়ি ভেঙে উঠতে লাগলো। ভয়ানক অন্ধকার জায়গাটা। মিটমিটে বাতিটাকে রীতিমতো যুদ্ধ করতে হচ্ছে অন্ধকারের সাথে। অবশেষে নির্ধারিত কামরায় পৌঁছাতে পারলো ও। বেশ বড় ঘরটা। নিচু ছাদ, সিড়ির মতোই অন্ধকার। একটাই মাত্র জানালা ঘরে। তা-ও পরিখার দিকের দেয়ালটায়। মোটা গরাদ লাগানো। দেয়ালগুলো গাঢ় রঙের পর্দায় ঢাকা।

দরজাটা যথেষ্ট মজবুত আর বল্টুটা নিরেট কিনা প্রথমেই তা পরীক্ষা করলো ও। একটা তাকের ওপর বাতিটা রেখে চারপাশটা তাকিয়ে দেখলো একবার।

এখনো ভেবে পাচ্ছে না ডিক, এই ঘরে থাকতে দেয়া হলো কেন ওকে? এতদিন যে ঘরে ছিলো সেটার চেয়ে অনেক বড় আর ভালো কামরাটা। কিছু একটা রহস্য আছে। কিন্তু কি সেটা? কোনো গুপ্ত পথ আছে? কথাটা ভাবতেই ঠাণ্ডা একটা স্রোত নেমে এলো ওর শরীর বেয়ে।

উপরে ব্যাটলমেণ্ট। প্রহরীর ভারি পায়ে পায়চারির আওয়াজ ভেসে আসছে সেখান থেকে। নিচে, ডিক জানে, চ্যাপেলের ঢালু ছাদ। তার ওপাশেই বৈঠকখানা। কাজ করা ভারি পর্দার পেছনে যে গুপ্ত কক্ষ — সেখান থেকে এই ঘরে আসার কোনো গোপন পথ আছে নাকি?

রাতে ঘুমানো চলবে না, ঠিক করলো ও। অস্ত্রশস্ত্রগুলো হাতের কাছেই রাখলো। তারপর দরজার সঙ্গে পিঠ ঠেকিয়ে বসে রইলো।

বেশ কিছুক্ষণ পর, ব্যাটলমেণ্টের ওপর অনেকগুলো পায়ের শব্দ শুনতে পেলো ডিক। প্রহরী বদল হলো বোধহয়। একটু পরেই মৃদু একটা শব্দ হলো দরজায়। চমকে কান খাড়া করলো ও। আবার হলো শব্দটা—এবার একটু জোরে। তারপরে ফিসফিসানি একটা আওয়াজ।

'ডিক, ডিক, আমি ম্যাচহ্যাম।'

উঠে দাঁড়ালো ডিক। দরজার বল্টুটা খুললো। ভেতরে ঢুকলো ম্যাচহ্যাম। একহাতে বাতি অন্য হাতে একটা ছোরা। কেমন ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে ছেলেটার চেহারা।

'দরজা বন্ধ করে দাও,' নিচু গলায় বললো ও। 'গুপ্তচরে বোঝাই বাড়িটা।'

দরজাটা বন্ধ করে আবার বল্টু লাগিয়ে দিলো ডিক। চোখভরা বিস্ময় আর কৌতূহল নিয়ে ফিরলো ম্যাচহ্যামের দিকে।

'তোমাকে দেখে যে কি খুশি লাগছে, কি বলবো,' বললো ও। 'এতক্ষণ ভাবছিলাম, নিশ্চয়ই কিছু একটা হয়েছে তোমার। সারা দিন কোথায় আটকে রেখেছিলো তোমাকে?'

'ওসব কথা বাদ দাও,' উদ্বিগ্ন গলায় বললেন ম্যাচহ্যাম। 'ওদের কথা শুনেছি আমি। তোমাকে খুন করার ফন্দি এঁটেছে।'

আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে ওর কাঁধে একটা হাত রাখলো ডিক। 'হ্যাঁ, আমি জানি। অন্তত, অনুমান করতে পেরেছি।'

সারাদিনে কি কি দেখেছে, শুনেছে সব বললো ও ম্যাচহ্যামকে। চোখ বড় বড় করে শুনলো ছেলেটা। তারপর বললো, 'আমি তোমার সাথে থাকছি, ডিক। তোমাকে যদি মরতেই হয় তাহলে, আমিও মরবো তোমার সাথে। দরকার হলে তোমাকে সাহায্য করতে পারবো —এই দেখো! একটা ছোরা চুরি করে এনেছি। এখান থেকে বেরোনোর কোনো পথ নেই? জানালা বা আর কিছু?'

'দেখা যাক, একটা সুযোগ পাওয়া যেতেও পারে।' চিন্তিত ডিকের গলা। 'উপরের ঝুলানো ঘরে একটা জানালা আছে, গরাদ ছাড়া। ওখান দিয়ে কিছুক্ষণ আগে একটা লোককে নামিয়ে দিয়েছে ওরা। দড়িটা বোধ হয় এখনো আছে ওঘরে। আশা করতে দোষ কি?'

হঠাৎ ম্যাচহ্যামের আঙুলগুলো খামচে ধরলো ডিকের বাহু। 'ঐ শোনো!'

কান পাতলো দু'জনেই। মেঝের নিচে থেকে একটা শব্দ আসছে। কয়েক মুহূর্তের জন্যে থেমে আবার শুরু হলো আওয়াজটা।

'নিচের ঘরে হাঁটাচলা করছে কেউ,' ফিসফিস করে বললো ম্যাচহ্যাম।

'নিচে কোনো ঘর নেই, চ্যাপেলের ওপরে রয়েছি আমরা।'

'তা হলে?'

'এ ঘরে ঢোকার গুপ্ত পথ আছে। সম্ভবত সেখানে পায়চারি করছে আমার খুনী। আলো দেখে বুঝতে পারছে আমি জেগে আছি, সেজন্যে আসতে পারছে না। ঠিক আছে, আসুক ও। আমি তৈরিই। বাতিগুলো নিভিয়ে চুপচাপ বসে থাকো, বাকিটুকু আমি সামলাচ্ছি।'

আলো নিভিয়ে মরার মতো পড়ে রইলো ওরা। মেঝের ঠিক নিচেই মৃদু পদশব্দ। এখনো একবার যাচ্ছে একবার আসছে। বেশ কিছুক্ষণ পর থামলো শব্দটা। কয়েক সেকেণ্ড পরেই জোর একটা ধাতব আওয়াজ। বড়সড় একটা তালার ভেতর চাবি ঘোরানো হলো যেন।

আবার পায়ের শব্দ। আবার চুপচাপ। হঠাৎ সরু এক চিলতে আলো দেখা গেলো কাঠের মেঝের এক জায়গায়। আলোর ফালিটা বাড়লো একটু। মেঝেতে একটা চোরা দরজা খোলা হয়েছে। সেপথেই আসছে অস্পষ্ট আলোটা। একটু পরেই একটা শক্তহাত দেখতে পেলো ওরা। চোরা দরজাটা কেউ ঠেলে ওঠানোর চেষ্টা করছে উপর দিকে। নিঃশব্দে আড়ধনুকটায় একটা তীর পরিয়ে তাক করলো ডিক। অপেক্ষা করতে লাগলো—লোকটার মাথা কখন ওঠে মেঝে ছাড়িয়ে।

এমন সময় একটা নাম ধরে জোর গলায় ডেকে উঠলো কেউ। তারপর সারা মোট হাউস জুড়ে চলতে লাগলো ডাকাডাকি। একবার এপাশ থেকে, একবার ওপাশ থেকে, ওপর থেকে, নিচ থেকে একটা নাম ধরেই চিৎকার করে চলেছে সবাই। রীতিমতো হৈ-চৈ পড়ে গেছে। হঠাৎ করে এরকম হট্টগোল শুরু হওয়ায় হতভম্ব হয়ে গেলো খুনী। নিঃশব্দে বন্ধ হয়ে গেলো আধ খোলা চোরা দরজাটা। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার নেমে এলো ঘরে।

লম্বা করে একটা শ্বাস নিলো ডিক। সারা মোট হাউস জুড়ে ব্যস্ত পায়ে আনাগোনার শব্দ। একটার পর একটা দরজা খুলছে, বন্ধ হচ্ছে। সবার চিৎকার ছাপিয়ে স্যার ড্যানিয়েলের গলা চিনতে কোনো অসুবিধা হলো না ওর।

'জোয়ানা!' গর্জন করছেন স্যার ড্যানিয়েল। 'জোয়ানা!'

আশ্চর্য হয়ে গেছে ডিক। জোয়ানা নামের কেউ যে মোট হাউসে আছে তা কখনো শোনেনি ও।

'কাকে খুঁজছে ওরা?' বিড়বিড় করে বললো ও।

নিশ্চুপ ম্যাচহ্যাম। দূরে কোথাও যেন হারিয়ে গেছে ওর মন।

'এই জোয়ানাটা কে, জানো তুমি?' জিজ্ঞেস করলো ডিক। 'দেখেছো কখনো ওকে?'

'ওর কথা শুনেছি আমি,' শান্তগলায় বলার চেষ্টা করলো ম্যাচহ্যাম। কিন্তু একটু কেঁপে গেলো ওর গলাটা।

'কি ব্যাপার, অমন গলা কাঁপছে কেন তোমার?'

'জোয়ানা, জোয়ানা,' ডাক ছাড়তে ছাড়তে এখন উঠানে নেমে এসেছেন স্যার ড্যানিয়েল।

'ডিক,' হঠাৎ আকুল গলায় বলে উঠলো ম্যাচহ্যাম, 'আমি গেছি। আমাকে না পাওয়া পর্যন্ত থামবে না ওরা। আমি চলে যাই। আমাকে পেলে শান্ত হয়ে যাবে ওরা, এই ফাঁকে পালাতে পারবে তুমি। ওঠো ডিক, দরজা খুলে দাও।'

ইতস্তত: করছে ডিক। দেরি দেখে নিজেই বল্টুর দিকে হাত বাড়ালো ম্যাচহ্যাম। ঠিক সে মুহূর্তে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেলো ডিকের কাছে।

'তার মানে!' নি:শ্বাস বন্ধ করে বললো ডিক, 'তুমি ছেলে নও। তুমি জোয়ানা সেডলি সেই মেয়ে, যে বিয়ে করবে না আমাকে!'

হঠাৎ যেন পাথর হয়ে গেলো মেয়েটা। দরজা খোলার কথা ভুলে দাঁড়িয়ে রইলো চুপচাপ। হাত বাড়িয়ে আলতো করে তার একটা বাহু ধরলো ডিক।

'জোয়ানা,' শান্ত গলায় বললো ও, 'তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিলে, তাছাড়া সব সময় আমি ভেবে এসেছি তুমি একটা ছেলে। বোধহয় খুব শিগগির আমাকে মরতে হবে, কিন্তু ওরা এসে পড়ার আগেই একটা কথা তোমাকে বলতে চাই—আমার মতে পৃথিবীর সব চেয়ে চমৎকার সাহসী মেয়ে তুমি। যদি বেঁচে থাকি, নির্দ্বিধায় তোমাকে বিয়ে করবো। কিন্তু, বাঁচি বা মরি, তোমাকে যে ভালোবাসি, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই আমার।'

কিছুই বললো না মেয়েটা।

'বলো,' কোমল স্বরে বললো ডিক, 'তুমি আমাকে ভালোবাসো?'

'তা না হলে কেন এখানে এসেছি, ডিক?' কাঁপা কাঁপা গলায় বললো মেয়েটা। 'যদি না-ই···।'

থেমে গেলো ও। দরজার বাইরে ভারি পদশব্দ শোনা গেলো।

পরমুহূর্তে প্রবলভাবে দরজা ধাক্কানোর শব্দ।

'খোলো!' চিৎকার করে উঠলো কে যেন। 'খোলো, মাস্টার ডিক!'

নড়লো না ডিক, জবাবও দিলো না।

'সব শেষ,' হতাশ গলায় বললো মেয়েটা। দু'হাতে গলা জড়িয়ে ধরলো ডিকের।

একটার পর একটা লোক এসে জড়ো হচ্ছে দরজার বাইরে। ধাক্কার পরিমাণও বাড়ছে ক্রমশ। এই বুঝি ভেঙে পড়লো দরজা।

'ডিক!' স্যার ড্যানিয়েলের চিৎকার শোনা গেলো এবার। 'বোকামি কোরো না! আমরা জানি ও ভেতরে আছে। দরজা খোলো!'

চুপ করে রইলো ডিক। চিল্লাচিল্লি, ধাক্কাধাক্কি থেমেছে কিছুক্ষণের জন্যে।

'ভেঙে ফেলো দরজা,' আদেশ দিলেন স্যার ড্যানিয়েল।

ভারি কিছু একটা এসে আঘাত করলো দরজায়। আবার এবং আবার, তারপর আবার। বন্য আক্রোশে দরজার ওপর ঘা মেরে চলেছে স্যার ড্যানিয়েলের চেলারা।

হঠাৎ এক প্রহরীর হাঁক শোনা গেলো। ব্যাট্‌লমেন্টের ওপর থেকে পর পরই আরেকটা। কিছুক্ষণের মধ্যেই নতুন ধরনের একটা হৈ হট্টগোলে ভরে গেলো মোট হাউসের ব্যাট্‌লমেন্টগুলো। একটু পর পরই স্যার ড্যানিয়েলের সান্ত্রীদের চিৎকারের জবাব আসছে বনের ভেতর থেকে। উত্তেজনায় টগবগ করে উঠলো ডিকের বুক। মনে হচ্ছে বনবাসী রাজদ্রোহীরা আক্রমণ করতে আসছে মোট হাউস।

দরজা ধাক্কানো বন্ধ হয়ে গেলো। দলবল নিয়ে দুর্গ প্রাচীরে উঠ-

লেন স্যার ড্যানিয়েল। একবার যদি কোনোমতে দেয়াল পেরিয়ে মোট হাউসের ভেতরে চলে আসে রাজদ্রোহীরা তা হলে কি হবে, তা ভালোই জানা আছে তাঁর। স্রেফ হাড় আর মাংস আলাদা করে রেখে যাবে।

'এসো, জোয়ানা, হাত লাগাও আমার সাথে,' বললো ডিক। উত্তেজনা ওর গলায়।

ওক কাঠের ভারি খাটটা ধরলো ও। জোয়ানাও এসে হাত লাগালো। প্রচণ্ড ওজন খাটায়। নাড়াতে জান বেরিয়ে যাওয়ার দশা হলো ওদের। দু'জনের মিলিত পরিশ্রমে এক সময় দরজার সামনে নিয়ে যেতে পারলো খাটটা। খাড়া করে ঠেকিয়ে রাখলো দরজার গায়ে।

'শোনো, জোয়ানা,' হাঁপাতে হাঁপাতে বললো ডিক, 'রাজদ্রোহীদের হামলা শেষ—অবশ্য যদি ওটা সত্যিই হামলা হয়ে থাকে।'

আসলে ওটা রাজদ্রোহীদের হামলা ছিলো না। স্যার ড্যানিয়েলের আরেক দল পলাতক সৈন্য কোনোমতে জান বাঁচিয়ে ফিরে এসেছে। দিনের বেলায় রাজদ্রোহীদের ভয়ে মোট হাউসের কাছে আসতে সাহস পায়নি, রাতের আঁধারে এসেছে। প্রধান ফটক খুলে ওদের ভেতরে ঢোকানো হয়েছে একটু আগে।

'তাড়াতাড়ি করতে হবে,' বললো ডিক, 'এখুনি আবার দরজার ওপর হামলা চালাবে স্যার ড্যানিয়েল। তুমি একটা বাতি জ্বালাও, আমি দেখি, চোরা দরজাটা খোলা যায় কিনা।'

মেঝের কাছে সরু এক চিলতে ফাঁক দিয়ে এখনো আলো আসছে ঘরে। তবে দূর থেকে বোঝা যায় না, দরজাটার কাছে গেলে তবে দেখা যায়। খাপ থেকে তলোয়ার খুললো ডিক। দরজাটা

মেঝের সঙ্গে মিশেছে যেখানে সেখানে বসিয়ে চাড় দিতে লাগলো। একটু একটু করে উঁচু হচ্ছে চোরা দরজার পাল্লাটা। আঙুল ঢোকে এতটুকু ফাঁক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাত দিয়ে ধরে হ্যাঁচকা একটানে খুলে ফেললো ডিক। দেখলো, পাথরের সিড়ি ধাপে ধাপে নেমে গেছে নিচে। একদল নিচে খুনীর ফেলে যাওয়া লণ্ঠনটা জ্বলছে।

'বাতি নিয়ে তুমি আগে যাও,' বললো ডিক। 'দরজাটা বন্ধ করে আমি আসছি পেছন পেছন।'

বাতি হাতে নামতে শুরু করলো জোয়ানা। ডিকও নামলো। কয়েক ধাপ নেমে চোরা দরজার পাল্লাটা টেনে নামালো মাথার ওপর। ঠিক সেই মুহূর্তে আবার শুরু হলো দরজায় ঘা মারার শব্দ।

চার—পলায়ন

সিড়ির শেষ মাথায় পৌঁছুলো ডিক আর জোয়ানা। অপ্রশস্ত চার কোণা একটা জায়গায় নিজেদেরকে আবিষ্কার করলো ওরা। সামনেই একটা দরজা খোলা। পুরু ধুলো জমে আছে জায়গাটায়। ছাদের কোণায় কোণায় মোটা মাকড়সার জাল। প্রতিটি পদক্ষেপে পায়ের নিচ থেকে ভোঁতা ধরনের একটা শব্দ উঠছে। ফাঁপা বোধহয় মেঝেটা।

দরজা গলে বেরিয়ে এলো দু'জন। দ্রুত পায়ে উঠে পড়লো চ্যাপেলের আসল ছাদের নিচে একটা হাল্কা ছাদে। সেটার শেষ মাথায় সরু দুটো গলি। ডান পাশেরটা বেছে নিলো ডিক। অন্যটা

সম্ভবত বৈঠকখানার লাগোয়া গুপ্তকক্ষে গিয়ে ঢুকেছে।

এগোতে লাগলো ওরা। খুব সরু গলি। কোনো মতে একটা মানুষ চলতে পারে। একটু মোটাসোটা মানুষ হলেই ঠেকে যাওয়ার সম্ভাবনা।

গলি শেষে ছাদওয়ালা একটা সিঁড়ির কাছে পৌছুলো ওরা। গলির মতো সরু সিঁড়িটাও। ছোট ছোট ধাপ বেয়ে নামতে শুরু করলো দু'জন। ক্রমশ আরো নিচু হয়ে আসছে সিঁড়ির ছাদ। একটু পরেই মাথা সোজা রাখা কষ্টকর হয়ে উঠলো। দু'পাশের দেয়াল স্যাঁতসেঁতে, ভেজা ভেজা। হাত দিলে গা ঘিন ঘিন করে ওঠে। ইঁদুরের কিচকিচানি শোনা যাচ্ছে একটু পরপরই। দু'একটা দৌড়েও গেলো আশপাশ দিয়ে।

'মাটির তলের কারাগারের কাছে এসে পড়েছি বোধহয়,' মন্তব্য করলো ডিক।

'এবং এখনো বেরোনোর কোনো পথ খুঁজে পাইনি।' একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে স্মরণ করিয়ে দিলো জোয়ানা।

'চিন্তা কোরো না, পেয়ে যাবো।'

সিঁড়িটার শেষ প্রান্তে পৌছে দেখলো একদিকে চলে গেছে একটা গলি। অন্যদিকে আরেকটা সিঁড়ি উঠে গেছে উপরে। উঠতে শুরু করলো ওরা। আবার একটা গলিতে এসে পড়লো। বাতির মিটমিটে আলোয় দেখতে পেলো, বিরাট একখণ্ড পাথরের টালি দিয়ে তৈরি একটা গুপ্তপথ। খোলে কিনা দেখার জন্যে ধাক্কা দিলো ডিক। নড়লো না পাথরের দরজা। দু'জনেই পিঠে ঠেকিয়ে দাঁড়ালো পাথরের গায়। সর্বশক্তিতে ঠেলা দিলো। এবারও অনড় গুপ্ত দরজা।

'ওপাশে বোধহয় ভারি কিছু দিয়ে ঠেকনা দেয়া আছে,' হাঁপাতে

হাঁপাতে বললো ডিক। 'দরজাটা খুলতে পারবো না আমরা। বুঝতে পারছি না...।'

থেমে গেলো ও। ভারি একটা পায়ের শব্দ ভেসে আসছে পেছনের গলি থেকে।

সঙ্গে সঙ্গে তৎপর হয়ে উঠলো ও। বাতি হাতে ছুটলো গলি ধরে। গলির মাঝামাঝি জায়গায়—সিড়ির গোড়া থেকে প্রায় ফুট বিশেক দূরে, বাতিটা রেখে চলে এলো জোয়ানার পাশে। অপেক্ষা করতে লাগলো। বাতিটা দূরে রেখে আসায় অন্ধকার হয়ে গেছে জায়গাটা। কেউ এখন দেখতে পাবে না ওদের।

কাছে এসে গেছে পদশব্দ। কয়েক মুহূর্ত পরেই বেনেট হ্যাচকে দেখা গেলো। মশাল হাতে এগিয়ে আসছে।

'যেখানে আছো সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়ো!' জোর গলায় বললো ডিক। 'আর এক পা এগোলেই মারা পড়বে!'

আড় ধনুকটা তাক করে আছে ও। দাঁড়িয়ে পড়লো হ্যাচ। চোখ কুঁচকে দেখার চেষ্টা করছে অন্ধকারের ভেতর।

'তা হলে এখানে তুমি,' বললো হ্যাচ। 'তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না, ডিক, কিন্তু আমার জানতে ইচ্ছে হচ্ছে, পুরনো বন্ধুকে মারবে কেন তুমি? মেয়েটা কি আছে তোমার সাথে?'

'তোমার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি না আমি,' ঝামটে উঠলো ডিক। 'আগে আমার প্রশ্নের জবাব দাও, প্রাণভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি কেন আমি? আমার নিজের বাড়িতে আমাকে খুন করার জন্যে লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে কেন? এখান থেকে নড়ছি না আমি, বেনেট। স্যার-ডানিয়েলকে আসতে বলো, পারলে বের করে নিয়ে যাক আমাকে।'

নিঃশব্দে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো হ্যাচ।

'দেখো, মাস্টার ডিক,' অবশেষে বললো সে, 'স্যার ড্যানিয়েলের কাছে যাচ্ছি আমি, তুমি কোথায় আছো তা জানাবো তাকে। সেজন্যেই আমাকে পাঠানো হয়েছে। আমি ফিরে আসার আগেই পারলে কেটে পড়ো তুমি।'

'কেটে পড়বো। পাথরের দরজাটা নাড়াতেই পারছি না···।'

'উপরের কোণায় হাত দাও,' পরামর্শ দিলো বেনেট, 'দেখো কি পাও। থ্রগমর্টনের দড়িটা এখনো আছে ব্রাউন চেম্বারে। পারলে পালাও, মাস্টার ডিক।' ঘুরে দাঁড়ালো ও। একটু পরেই হারিয়ে গেলো একটা বাঁকের আড়ালে।

দৌড়ে গিয়ে বাতিটা নিয়ে এলো ডিক। উঁচু করে ধরলো চোরা দরজার সামনে। এক কোণায় গভীর একটা গর্তমতো। দেরি না করে হাত ঢোকালো ও গর্তটায়, লোহার একটা দণ্ড ঠেকলো হাতে। জোরে চাপ দিলো ও দণ্ডটার ওপর। ঘড়ঘড়ে একটা শব্দ উঠলো। কয়েক মুহূর্ত পরে মেঝের ওপর নেমে গেলো পাথরের দরজা। বড়সড় একটা ফোকর দেখা গেলো দেয়ালের গায়ে।

ফোকর গলে বেরিয়ে এলো ওরা। বড় একটা পাথরের ঘরে আবিষ্কার করলো নিজেদেরকে। উঠানের ঠিক উপরে ঘরটা। লোহার আংটার সঙ্গে লাগানো রয়েছে জ্বলন্ত মশাল।

হাতের বাতিটা নিভিয়ে দিলো ডিক। বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। অন্ধকার একপ্রস্থ সিড়ি ভেঙে উঠলো উপরে। এখানেও গলি। এগোতে লাগলো ওরা অন্ধকার গলি দিয়ে। একটা লোকও নজরে পড়লো না।

ব্রাউন চেম্বারে পৌঁছে দেখলো, ভারি একটা খাটের সঙ্গে শক্ত করে বাঁধা রয়েছে রশিটা। দড়ির কুণ্ডলিটা নিয়ে জানালার কাছে

চলে এলো ডিক। প্রান্তটা বাইরে বের করে দিয়ে ধীরে ধীরে নামিয়ে দিতে লাগলো। অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। এখনো অর্ধেক দড়িও ছাড়তে পারেনি ও। দড়িটা মাটি স্পর্শ করলো কিনা বুঝতে পারছে না।

ওর বাহুতে হাত রাখলো জোয়ানা। উদ্বিগ্ন গলায় বললো, 'অনেক নিচে তো, ডিক। মনে হয় না আমি নামতে পারবো অতদূর। অত শক্তি নেই আমার।'

ঠিক সেই সময় বাকি দড়িটুকু ছুটে গেলো ডিকের হাত থেকে। ঝুলিয়ে দেয়া প্রান্তটা উপরের সবটুকু রশির ওজন নিয়ে পড়লো পরিখার জলে। এত ওপর থেকেও ওরা শুনতে পেলো ছলাৎ শব্দটা।

ব্যাট্‌লমেন্টের ওপর থেকে এক সান্ত্রীর হাঁক শোনা গেলো, 'কে ওখানে?'

'জাহান্নামে যাক।' গরগর করে উঠলো ডিক। 'এক্ষুণি এসে পড়বে ওরা। আগে তুমি ধরো দড়িটা।'

'আমি পারবো না, ডিক।' এক পা পেছনে সরে এলো জোয়ানা। 'আমার ভয় করছে।'

'তুমি না পারলে আমি পারবো কিভাবে? তোমাকে ছাড়া পরিখা পার হবো কি করে? মনে নেই, আমি সাঁতার জানি না।'

'ডিক,' ঢোক গিললো জোয়ানা, 'সত্যি বলছি, আমি পারবো না। আমার গায়ে অত শক্তি নেই।'

হতাশ হয়ে পড়লো ডিক। 'তার মানে আমরা শেষ।'

দরজার ওপাশ থেকে পায়ের শব্দ ভেসে এলো। দুই লাফে দরজার কাছে পৌঁছুলো ডিক। কটকা মেরে লাগিয়ে দিলো পাল্লা

ছুটো। কিন্তু বল্টুটা লাগানোর সুযোগ পেলো না। তার আগেই শক্ত একজোড়া হাত প্রচণ্ড শক্তিতে ঠেলে খুলে ফেলার চেষ্টা করলো দরজাটা। ডিকও চেষ্টা করলো উল্টোদিকে ঠেলে রাখতে। মুহূর্ত পরেই বুঝতে পারলো, সম্ভব নয় ওর পক্ষে। প্রতিপক্ষ অনেক বেশি শক্তিশালী। দরজাটা ছেড়ে দিয়েই জানালার কাছে ছুটে এলো ও। একপাশে দেয়ালের সঙ্গে প্রায় সেঁটে দাঁড়িয়ে আছে জোয়ানা। ওকে কাঁধে তুলে নেয়ার চেষ্টা করলো ডিক। কিন্তু পারলো না। কেমন যেন আড়ষ্ট আর ভারি মনে হলো জোয়ানার শরীরটা।

ইতিমধ্যে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়েছে লোকটা। ধুপধাপ পা ফেলে চলে এসেছে কাছে। একটা হাত এগিয়ে এলো ওকে ধরার জন্যে। জোয়ানাকে ছেড়ে দিলো ডিক। ঘুরে দাঁড়ালো ঝট করে। ছোরাটা চলে এসেছে হাতে। আর দেরি করলো না ও। অন্ধকারে প্রায় আন্দাজে ছোরাটা বসিয়ে দিলো লোকটার গায়। কোথায় লাগলো টের না পেলেও বুঝতে পারলো, লেগেছে ছোরাটা। তীব্র একটা আর্ত চিৎকার করে অন্ধকারের ভেতর হাত পা ছড়িয়ে পড়ে গেলো লোকটা। আরো অনেকগুলো অস্পষ্ট মূর্তি দেখতে পাচ্ছে ডিক। সঙ্গীর আর্তনাদ শুনে পিছিয়ে গেছে তারা। ইতস্তত: করছে। এগিয়ে আসবে কিনা বুঝতে পারছে না যেন। এই ফাঁকে জানালার চৌকাঠ গলে একটা পা বের করে দিয়েছে ডিক। দু'হাতে শক্ত করে ধরলো রশিটা। নেমে যেতে লাগলো সড়সড় করে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রায় অর্ধেক নেমে এলো ও। তাড়াহুড়োর ফলে দুলতে শুরু করেছে রশিটা। অমসৃণ পাথরের দেয়ালে একবার বাড়ি খেলো ওর মাথা। রাতের ঠাণ্ডা বাতাস শোঁ শোঁ শব্দ তুলে বয়ে যাচ্ছে কানের পাশ দিয়ে।

আরো কিছুদূর নেমে এসেছে ও। আর একটু নামতে পারলেই পৌঁছে যাবে পরিখার জলে। ইতিমধ্যে আরো জোরে দুলতে শুরু করেছে রশিটা। ঘাড় উঁচু করে আকাশের দিকে তাকালো ডিক। ঘূর্ণি বাতাসে শুকনো মরা পাতা যেমন ঘুরতে ঘুরতে উপরে উঠে যায় তেমন লাগছে মিটমিটে তারাগুলোকে। নিজের অজান্তেই হাত দুটো ছুটে গেলো ওর রশি থেকে।

বরফের মতো ঠাণ্ডা পানি কবর দিয়ে ফেললো ওকে। হাবুডুবু খেতে খেতে ভেসে উঠলো একটু পরেই। ওপরদিকে তাকাতেই দেখতে পেলো, ব্রাউন চেম্বারের জানালায় অনেকগুলো মুখ। জ্বলন্ত মশালের আলোয় লালচে দেখাচ্ছে মুখগুলো। অলসভাবে এপাশে ওপাশে দুলছে রশিটা। ইতিমধ্যে আবার পানির নিচে চলে যেতে শুরু করেছে ওর শরীর।

ঘাবড়ালো না ডিক। সাঁতার না জানলেও এটুকু জানা ছিলো, হাত পা ছুঁড়লে ভেসে থাকা সহজ হয়, আর মাথাটা রাখতে হবে পানির ওপরে। শুরু করলো ও। পানির ওপর বুক দিয়ে এলো-পাতাড়ি ছুঁড়তে লাগলো হাত-পা।

ইতিমধ্যে বেশ খানিকটা পানি গিলেছে ও। হঠাৎ খেয়াল করলো, পরিখার অপর পাড়টা কাছে এসে পড়েছে। ঝুলে থাকা একটা উইলোর ডাল দেখলো নাগালের ভিতর। হাত বাড়ালো ধরার জন্যে। পারলো না, ডুবে গেলো পানিতে। আবার ভেসে উঠলো। এবার ধরতে পারলো ও ডালটা। ডাল ধরে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলো তীরের দিকে। ঘন ঝোপ-ঝাড় ছাওয়া একটা উইলোর গোড়া দিয়ে উঠে পড়লো কূলে।

একটা তীর সাঁ করে বেরিয়ে গেলো ওর পাশ দিয়ে। ব্যাটল-

মেন্টের ওপর থেকে চিৎকার, হৈ-হট্টগোলের শব্দ ভেসে আসছে। এতক্ষণ এসব কিছুই খেয়াল করেনি ডিক। একটা মশাল ছুঁড়ে দেয়া হলো ওপর থেকে। পরিখার তীরে কিছুক্ষণ গেঁথে রইলো মশালের ডাঁটিটা। কিছুক্ষণ পর একদিকে কাত হতে হতে পড়ে গেলো পানিতে।

কিন্তু যে উদ্দেশে ছুঁড়ে দেয়া হয়েছিলো মশালটা তা পূর্ণ হয়েছে। ব্যাটলমেন্টের ওপর থেকে দেখতে পেয়েছে ওরা ডিককে। দ্বিতীয় তীরটা ছুটে এলো ওর দিকে। এটা আর ফস্কালো না। বিঁধলো কাঁধের কাছে। মাথার চামড়া ছুঁয়ে চলে গেলো আরেকটা।

টলমল করতে করতে অন্ধকারের ভেতর দিয়ে এগোলো ডিক। থেমে পেছন ফিরে তাকালো যখন, তখন মোট হাউস থেকে অনেক দূর এসে পড়েছে ও। দূরে দেখা যাচ্ছে ব্যাটলমেন্টের ওপর জ্বলন্ত মশালগুলো।

এমনিতে ঠাণ্ডা পানিতে ভিজে চুপসে রয়েছে ও। তার ওপর স্রোতের মতো রক্ত নেমে আসছে কাঁধ আর মাথা থেকে। ধীরে ধীরে অবসন্ন হয়ে আসছে শরীর। একটু জিরিয়ে না নিলেই নয়। একটা গাছের গোড়ায় হেলান দিয়ে বসলো ও। বুঝতে পারছে না এই আহত শরীরে বনের ভিতর দিয়া কদ্দূর যেতে পারবে।

সামান্য কয়েক মিনিট বিশ্রাম নিয়ে উঠলো ও। আবার রওনা হলো। বিশ্রাম নিয়ে আসলে লাভ হয়নি কোনো, উল্টো ঝিমুনি লেগে গেছে। ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে পথ করে এগোতে লাগলো অতি কষ্টে। প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছে এই বুঝি পড়ে গেলো মাটিতে। ঘুরছে মাথাটা। বিশ্রাম নেয়ার জন্যে আবার একটা গাছের নিচে বসলো। হেলান দিলো। সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারালো ডিক।

এভাবেই কাটলো রাতটা। যখন চোখ খুললো তখন ফর্সা হয়ে এসেছে আকাশ। ঠাণ্ডা বাতাস বরফের পরশ বুলিয়ে দিয়ে গেলো ওর গায়ে। চারপাশে তাকিয়েই চমকে উঠলো ডিক। কাছের একটা গাছের ডাল থেকে ঝুলছে কি যেন। বাতাসে দুলছে জিনিসটা। চোখ কচলে ভালো করে তাকালো ডিক। মানুষের দেহ একটা। মাথাটা কাত হয়ে রয়েছে একপাশে। ফাঁসি দেয়া হয়েছে লোকটাকে।

উঠে দাঁড়ালো ডিক। এগিয়ে গেলো মৃত দেহটার কাছে। তাকালো লোকটার মুখের দিকে। চিনতে পারলো। স্যার ড্যানিয়েলের চিঠি নিয়ে যাচ্ছিলো যে লোকটা, সেই থ্রগমর্টন। নিশ্চয়ই রাজদ্রোহীদের হাতে ধরা পড়েছিলো লোকটা।

যা দেখার দেখা হয়ে গেছে। বুনো পথ ধরে হাঁটতে শুরু করলো ডিক। মোটেই সুস্থ বোধ করছে না ও। ভয়ানক দুর্বল লাগছে। প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছে শরীর থেকে। এমন সময় কর্কশ একটা গলা শুনতে পেলো ও।

'দাঁড়াও!'

কিন্তু দাঁড়াতে পারলো না ডিক। উপুড় হয়ে পড়ে গেলো পথের ওপর। জ্ঞান হারিয়েছে। হাত দুটো ছড়িয়ে আছে দু'পাশে।

দু'জন লোক বেরিয়ে এলো ঝোপের আড়াল থেকে। দু'জনেরই গায়ে সবুজ পোশাক। হাতে একটা লম্বা ধনুক আর পিঠে তূণ ভর্তি তীর। চিৎ করে শোয়ালো ওরা ডিককে। অবাক চোখে তাকালো মুখের দিকে।

'আর, ললেস,' বললো কমবয়েসী জন, 'এ যে দেখছি ছোট শেলটন!'

'মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে মনে হচ্ছে,' জবাব দিলো অন্য-জন। 'মাথায় এবং কাঁধে। আমার সাথে একটু হাত লাগাও তো, গ্রিনশেভ, তুলতে হবে ওকে।'

একটু পরেই দেখা গেলো, ডিককে কাঁধে করে শিস দিতে দিতে বুনো পথ ধরে হেঁটে চলেছে ললেস। পেছন পেছন গ্রিনশেভ।

অনেকটা পথ পেরিয়ে, শেষ পর্যন্ত বনের একটা ফাঁকা জায়গায় পৌঁছুলো ওরা। আশপাশের ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো এক দঙ্গল লোক। প্রত্যেকের গায়ে সবুজ পোশাক। ললেসকে ঘিরে দাঁড়ালো ওরা। ওর কাঁধের বোঝাটার দিকে কৌতূহলী চোখে চেয়ে আছে সবাই। এলিস ডাকওয়ার্থও আছে ওদের ভেতর। সবাইকে একটু দূরে সরে যেতে বললো সে।

সবুজ ঘাসের ওপর সাবধানে ডিককে নামিয়ে রাখলো ললেস। দ্রুত হাতে পট্টি বেঁধে দেয়া হলো ওর মাথা আর কাঁধের ক্ষত জায়গায়। চোখে-মুখে জলের ছিটা দিলো কেউ। অনেকক্ষণ পর চোখ মেললো ডিক। ওর একটা হাত তুলে নিলো এলিস। একটু চাপ দিয়ে কোমল গলায় বললো, 'চিন্তা কোরো না, আমরা বন্ধু। তোমার বাবাকে চিনতাম আমি, অন্তত তাঁর কথা মনে করে হলেও তোমার যত্ন নেবো আমি। এখন নিশ্চিত মনে একটু ঘুমাও। তারপরে তোমার কাহিনী শুনবো, কেমন?'

অনেকক্ষণ ঘুমালো ডিক। যখন জাগলো তখন প্রায় সন্ধ্যা। গত দু'দিনের রোমাঞ্চকর ঘটনাগুলো শুনালো এলিসকে।

'বেশ,' সব শুনে বললো রাজদ্রোহীদের নেতা, 'তুমি আর আমি, দু'জনে একসাথে চেষ্টা করলে অবশ্যই ড্যানিয়েলকে উচিত শিক্ষা দিতে পারবো।'

'তুমি কি মোট হাউস আক্রমণ করবে?' চোখ বড় বড় করে প্রশ্ন করলো ডিক।

মাথা নাড়লো এলিস। 'মাথা খারাপ! জায়গাটা কেমন সুরক্ষিত তা তো তুমি নিজেই জানো।'

'কিন্তু···জোয়ানা... যে মেয়েটার কথা বললাম?'

ওর কাঁধটা একটু চাপড়ে দিলো এলিস। 'ভেবো না, সময় মতোই ওকে উদ্ধার করবো। তবে, এ মুহূর্তে বাতাসে মিলিয়ে যাবো আমরা। স্যার ড্যানিয়েল যখন মোটামুটি নিশ্চিন্ত হবে, আর কোনো ভয় নেই তার, তখন আবার লাগবো আমরা। তারপরে, ডিক, একেবারে মাটিতে মিশিয়ে দেবো বিশ্বাসঘাতকটাকে।'

দিন দুয়েকের ভেতর অনেক শক্তিশালী হয়ে গেলো স্যার ড্যানিয়েলের সেনানিবাস। কোনো মতে প্রাণ নিয়ে মোট হাউসে ফিরে আসার পর প্রথম যখন তিনি বাইরে বেরোলেন তখন তাঁর পেছন পেছন চললো চল্লিশজন ঘোড়সওয়ার। একটা তীর ছুটলো না, জঙ্গলের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো না কোনো রাজদ্রোহী। দুরু দুরু বুকে ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো গ্রামবাসীরা।

ওদের একজন এগিয়ে এলো সামনে। কুর্নিশের ভঙ্গিতে মাথা নুইয়ে সম্মান দেখালো, তারপর থামতে ইশারা করলো স্যার ড্যানিয়েলকে। লাগাম টেনে ধরলেন নাইট। চোখে-মুখে স্পষ্ট বিরক্তি। আরো এক পা এগোলো লোকটা। তারপর একটা চিঠি এগিয়ে দিলো স্যার ড্যানিয়েলের দিকে।

'স্যার,' বললো সে, 'আমি—আমি ঠিক জানি না কি করে এলো এটা। আমার সিড়িতে পড়ে ছিলো। আপনার নাম লেখা উপরে।'

চিঠিটা খুললেন স্যার ড্যানিয়েল। পড়তে পড়তে গম্ভীর হয়ে গেলো তাঁর মুখ। চিঠিতে লেখা:

'বিশ্বের সবচেয়ে অবিশ্বস্ত এবং নিষ্ঠুর ভদ্রলোক, জনাব স্যার ড্যানিয়েল ব্র্যাকলে, নাইট,

আমি বুঝতে পেরেছি, প্রথম থেকেই আপনি আমার সাথে প্রতারণা করেছেন। আমার বাবার রক্তে ভিজে আছে আপনার হাত। আপনাকে খুন করবো আমি। আর বিশেষ কি, এ চিঠি লেখার আসল উদ্দেশ্য, আপনাকে সাবধান করে দেয়া, মিস জোয়ানা সেভলিকে আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, ওকে আমি বিয়ে করবো। আপনি অন্য কারো সাথে ওর বিয়ে দেয়ার চেষ্টা করবেন না। করলে আপনার মৃত্যুর দিন একটু এগিয়ে আসবে শুধু। আপনার জন্যে ঐ দিকে এক পা এগোনো মানে কবরের দিকে এক পা এগোনো।

—রিচার্ড শেলটন।'

তৃতীয় অধ্যায়

এক—সাগরতীরের বাড়ি

অনেকগুলো মাস কেটে গেছে। ইতিমধ্যে লম্বা চওড়া সুদর্শন এক পুরুষে পরিণত হয়েছে ডিক শেলটন।

ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসে ঘটনাবহুল হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে মাসগুলো। ল্যাঙ্কাস্টারের দল প্রত্যেক জায়গায় ইয়র্কিস্টদের পরাজিত করেছে এবং অস্ত্রের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছে প্রায় সারা দেশে।

টানস্ট্যালের কাছেই ছোট্ট শহর শোরবি। আশপাশের বেশ কয়েকজন হোমরা-চোমরা ল্যাঙ্কাস্টারিয়ান জড়ো হয়েছেন এখানে। লর্ড রাইজিংহ্যাম এসেছেন তিনশো সৈন্য সাথে নিয়ে, লর্ড শোরবির সাথে আছে দু'শো। স্যার ড্যানিয়েলও এসেছেন। হারানো ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করতে পেরেছেন তিনি। প্রধান সড়কের ওপর নিজের বাড়িতে অবস্থান করছেন এখন। তিন কুড়ি লোক এসেছে তাঁর সাথে। দুনিয়াটা বদলেছে, যাহোক।

জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহের একটা দিন। সন্ধ্যা হয় হয়। ভয়ানক

ঠাণ্ডা পড়েছে। জোর হাওয়া বইছে। তুষারের গন্ধ ভাসছে।

বন্দরের কাছে এক সরাইখানা। নাম 'গোট অ্যাণ্ড ব্যাগ-পাইপস'। তিন চার জন লোক বসে এল পান করছে। পোড়-খাওয়া চেহারা সবার। দেখলেই বোঝা যায় অনেক ঝড়-জল সয়েছে। ওদের থেকে একটু দূরে, বিরাট ফায়ার প্লেসটার সামনে বসে আছে অপেক্ষাকৃত কম বয়সী আরেকজন। সাধারণ পোশাক পরনে। লোকটা ডিক শেলটন। চিন্তিত মুখ। অনেক দূরে কিছু একটা দেখছে যেন তার চোখ।

'আমার পছন্দ হচ্ছে না ব্যাপারটা,' সাবধানী চোখে ডিকের দিকে তাকিয়ে নিচু গলায় বললো একজন। 'ভোরের আগেই তুষার পড়তে শুরু করবে, চারপাশে গিজগিজ করছে শত্রু – আর এখনো আমরা শহরে বসে আছি!'

'মাস্টার শেলটনের খাতিরে বসে আছি আমরা,' বললো আরেক জন। 'ওর নির্দেশমতো চলতে এবং ও যা বলে, করতে বলে দিয়েছে এলিস ডাকওয়ার্থ।'

'মাস্টার শেলটনের জন্যে সব করতে রাজি আছি, বন্ধু,' বললো প্রথম জন, 'কিন্তু ফাঁসিতে ঝুলতে রাজি নই।' আর এগোলো না ওদের কথা। খুলে গেলো সরাইখানার দরজা। ব্যস্তভাবে ঢুকলো এক লোক। সোজা ডিকের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

'বাড়ি থেকে বেরিয়েছে স্যার ড্যানিয়েল,' ফিসফিস করে বললো সে। 'ছ'জন মাত্র তীরন্দাজ রয়েছে সাথে।'

উঠে দাঁড়ালো ডিক। বললো, 'ললেস, বাড়িটার ওপর তুমি নজর রাখতে থাকো।' দূরের টেবিলে বসা গেলাস হাতে লোকগুলোর দিকে ফিরলো ও। 'ক্যাপার আর গ্রিনশেড, আমার সাথে এসো। এবার

ওর পেছন পেছন যাবো আমরা, যদি ইয়র্কের দিকে যায় তবু।'

অন্ধকার রাস্তায় বেরিয়ে এলো ও। অনুসরণ করলো অন্য দু'জন। প্রায় সাথে সাথে দেখতে পেলো, সামান্য দূরে মশাল জ্বলছে কয়েকটা। তীব্র বাতাসে কাঁপছে শিখাগুলো। স্যার ড্যানিয়েল আর তার চেলারা? সঙ্গীদের ইশারা করলো ডিক। দ্রুত পায়ে এগোতে লাগলো ওরা।

তারাজ্বলা আকাশের নিচে নিঃশব্দে পড়ে আছে শহরটা। একটু সামনে মশালধারী দলটা ছাড়া আর কোনো লোক দেখা যাচ্ছে না আশপাশে। খেয়াল করলো ডিক, দু'জন তীরন্দাজ মশাল হাতে আগে আগে যাচ্ছে দলটার। তারপরে একজন লোক। বাতাসে তার লম্বা আলখাল্লা উড়ছে। সবশেষে চারজন তীরন্দাজ। প্রত্যেকের কাঁধে ধনুক।

বেরিয়ে এলো ওরা শহর থেকে। সাগরতীরের দিকে নেমে যাওয়া ঢালু সরু একটা পথ ধরে এগোতে লাগলো দৃঢ় পায়ে। সতর্কভাবে পা ফেলছে সবাই—শব্দ না হয় যেন।

আর কিছুদূর এগোনোর পর দাঁড়িয়ে পড়তে হলো ওদের। বালিতে গেঁথে দেয়া হয়েছে মশালগুলো। তীরন্দাজরা সব বসে আছে সেগুলো ঘিরে, কারো জন্যে অপেক্ষা করছে যেন।

একটু এগিয়ে গেলো ডিক আর তার দুই সঙ্গী। দেখলো, অন্য-দিক থেকে আসছে আর একটা মশাল। অল্পক্ষণেই বুঝতে পারলো, চারজন লোকের একটা দল আসছে—এক জোড়া তীরন্দাজ, মশাল হাতে কাজের লোক একজন আর লম্বা জোব্বা পরা এক ভদ্রলোক। আরো একটু এগোলো ডিক। শুয়ে পড়লো তারপর। স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে লোকগুলোর কথাবার্তা।

'আপনি তো ? মাই লর্ড ?' স্যার ড্যানিয়েলের প্রশ্ন।

'হ্যাঁ,' জবাব দিলেন দ্বিতীয় দলের নেতা। 'আশা করি সঙ্গত কারণেই তুমি এই ঠাণ্ডায় আমাকে বের করে এনেছ বাড়ি থেকে।'

ধূর্ত একটুকরো হাসি উপহার দিলেন স্যার ড্যানিয়েল। 'একটু ধৈর্য ধরুন, মাই লর্ড, আমি যা বেচতে চাই তার সৌন্দর্য একবার দেখে তারপর বলবেন।'

'কিন্তু এখানে রেখেছো কেন তাকে ? যদি এতই রুচি, এতই সুন্দরী, এতই ধনী হবে ও, তো দুনিয়ার সামনে হাজির করছো না কেন ?'

'আগেই তো বলেছি, মাই লর্ড, আপনি জোয়ানা সেডলিকে বিয়ে করতে যাচ্ছেন এ কথা প্রকাশ হয়ে পড়লে আমার পিঠে একটা তীর ঢুকে যাবে—কালো তীর।'

কথাবার্তা শেষ। হাঁটতে শুরু করলেন দুই 'মহানুভব' ব্যক্তি। মশালধারীরা আগে আগে পথ আলোকিত করে চললো। পেছন পেছন এগোলো তীরন্দাজরা।

সঙ্গীদের নিয়ে অনুসরণ করলো ডিক। কুকীতিতে স্যার ড্যানিয়েলের চেয়ে এক কাঠি সরেস লর্ড শোরবির গলা চিনতে অসুবিধা হয়নি ওর।

কয়েক মিনিটের মধ্যে সৈকতের একেবারে কাছে পৌঁছে গেলো ওরা। সামনে বিরাট একটা দেয়াল ঘেরা বাগান। ছোট একটা দোতলা বাড়ি দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। আস্তাবল এবং আরো কয়েকটা ছোট ছোট ঘর ছড়িয়ে আছে চারপাশে।

দেয়ালের গায়ে একটা দরজা দেখতে পেলো ডিক। প্রথম মশালধারী এগিয়ে গিয়ে তালা খুললো দরজার। বাগানে ঢুকে

পড়লো দলটা। বন্ধ হয়ে গেলো দরজা। তালা লাগিয়ে দেয়া হলো ভেতর থেকে।

বড় একটা ফার্জ ঝোপের আড়ালে অপেক্ষা করতে লাগলো ডিক আর তার লোকেরা। বাগানের ভেতর এপাশে-ওপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে মশালগুলো। বাগানটাকে পাহারা দিচ্ছে মশালধারীরা।

মিনিট বিশেক পর আবার খুলে গেলো দরজা। স্যার ড্যানিয়েল ও তার চেলারা বেরিয়ে এলো। চলে গেলো যে পথে এসেছিলো সে-পথে।

ওদের পায়ের শব্দ মিলিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালো ডিক। 'ক্যাপার,' ফিসফিস করে বললো ও, 'পাচিল টপকে ও-পাশে যাচ্ছি। ধরে একটু উঁচু করে দাও তো আমাকে।'

দেয়ালের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো ওরা। সামনে ঝুঁকলো ক্যাপার। ওর কাঁধে পা রেখে দেয়ালের ওপর উঠলো ডিক। ভালো করে বসে একটা হাত নামিয়ে দিলো।

'এবার, উঠে এসো তুমি,' ফিসফিস করে বললো ও। 'এই যে, আমার হাত ধরো। দেয়ালের ওপর তৈরি থাকবে। দরকারের সময় যেন তোমার সাহায্য পাই।'

বাগানে নেমে গেলো ও।

ঘুরঘুট্টি অন্ধকার চারদিকে। একটাও বাতি জ্বলছে না বাড়িতে। বাগানের গাছ আর ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে গুঁড়ি মেরে এগোলো ডিক। হাত দিয়ে পথ ঠাহর করার চেষ্টা করছে।

অবশেষে দালানের কাছে পৌঁছুলো ও।

অনেক পুরনো আর জনশূন্য মনে হলো বাড়িটা। দেয়াল হাতড়ে হাতড়ে একবার চক্কোর দিলো ডিক। প্রতিটা জানালার সামনে

দাঁড়িয়ে উঁকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করলো ভেতরটা। শেষ পর্যন্ত বাড়িটার সমুদ্রের পাশে পৌঁছুলো ও। আবছা আলোর রেখা দেখতে পেলো একতলার একটা জানালায়। উঁকি দিলো ডিক। একই সঙ্গে আনন্দ আর বিস্ময়ের অনুভূতিতে আপ্লুত হয়ে গেলো ওর হৃদয়।

দু'জন মহিলা কামরাটায়। প্রথম জনকে চেনে ডিক, বেনেট হ্যাচের স্ত্রী। দ্বিতীয় জন, লম্বা, সুন্দরী অথচ গম্ভীর এক তরুণী। সুতার কাজ করা চমৎকার একটা পোশাক পরে আছে। এই কি জোয়ানা সেডলী ?

তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে ইচ্ছে করছে ডিকের। কিন্তু সময় নেই হাতে। অস্পষ্ট একটা শব্দ হলো পেছনে। ঝট করে ঘুরে দাঁড়ালো ও। কালো একটা মূর্তি গুটি গুটি করে এগিয়ে আসছে। চিনতে পারলো ডিক। গ্রিনশেড।

'কি ব্যাপার ?' জিজ্ঞেস করলো ও।

'ক্যাপার আসতে বললো তোমার পেছন পেছন। নজর রাখা হচ্ছে বাড়িটার ওপর। আমার মনে হয়, ওরা ঘিরে রেখেছে জায়গাটা। যা-ই হোক, বাইরে লোক আছে, শিস বাজিয়ে একে অপরকে সংকেত দিতে শুনেছি।'

'স্যার ড্যানিয়েলের লোক ?'

'না,' বললো গ্রিনশেড। 'ওদের টুপিতে সাদা ব্যাজ লাগানো।'

'হুম...। বুঝতে পারছি না কারা ওরা। চলো, ফিরে যাই আমরা। সাবধানে এগোবে, শব্দ হয় না যেন।'

হাতড়ে হাতড়ে পাচিলের কাছে ফিরে এলো ওরা। ক্যাপার এখনো শুয়ে আছে দেয়ালের ওপরে। হাত বাড়িয়ে দিলো ও।

একে একে করে ওপরে উঠতে সাহায্য করলো ডিক এবং গ্রিনশেভকে।

সাবধানে, নিঃশব্দে উল্টো দিকে নেমে এলো ওরা। একই রকম নিঃশব্দে এগোলো আগের সেই কার্জ ঝোপটার দিকে। ক্যাপারের হাত ধরলো ডিক। কানের কাছে মুখ নিয়ে বললো, 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শোরবিতে ফিরে যাও। আমাদের যত জনকে পাও, নিয়ে এসো এখানে। তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করছি আমরা। যাবে আর আসবে। সাবধান, হৈ-চৈ হয় না যেন।'

অন্ধকারের ভেতর মিশে গেলো ক্যাপার। গ্রিনশেভের দিকে ফিরলো ডিক।

'কতজন হবে ওরা?'

'জনাবিশেক তো হবেই। বেশিও হতে পারে। তুমি বাগানে নেমে যাওয়ার পরপরই ওদের দেখি প্রথম। দেয়ালের কোণায় গুঁড়ি মেরে বসেছিলো। কারা ওরা ডিক?'

'লর্ড শোরবির লোক সম্ভবত।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারপাশে চোখ বুলালো ডিক। কিন্তু লাভ হলো না কোনো। এমন নিকষ কালো আঁধার, কিছু দেখতে পেলো না। যে কোনো সময় বাড়িটার ওপর আক্রমণ চালাতে পারে অদৃশ্য দলটা, আশঙ্কা করলো ও। ওরা যদি লর্ড শোরবির লোক হয় তা হলে কিছুতেই ও জোয়ানাকে ওদের হাতে পড়তে দিতে পারে না।

সময় বয়ে যাচ্ছে। এখনো নড়াচড়ার কোনো আলামত দেখা যায়নি। একবার কেবল নিচুগ্রামে দীর্ঘ একটা শিসের শব্দ শুনেছে বাঁপাশে। ডানপাশ থেকে জবাব এসেছে একইভাবে। ব্যাস, ঐ পর্যন্ত। তারপর আবার সব চুপচাপ।

আরো কিছুক্ষণ পর আসতে শুরু করলো ডিকের লোকরা। আধ

ঘণ্টা পর দেখা গেলো, প্রায় বিশ জন লোক ঝোপ-ঝাড়ের অন্ধকারে মিশে বসে আছে ওর চারপাশে। মোট হাউস ফিরে পাওয়ার লড়াইয়ে ডিককে সাহায্য করার জন্যে ডাকওয়ার্থ পাঠিয়েছে তার রাজদ্রোহী বাহিনীর সেরা দুর্ধর্ষ লোকগুলোকে।

দুটো দলে ভাগ করলো ওদের ডিক। নিজে নেতৃত্ব নিলো একটা দলের, গ্রিনশেভকে দিলো অন্য দলটার ভার।

'গ্রিনশেভ, ওপাশ দিয়ে ঘুরে সৈকতের ওপর নিয়ে যাও তোমার লোকদের,' নিচু গলায় বললো ও। 'আমি আক্রমণ না করা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে তোমরা। ওদের তাড়িয়ে তোমাদের দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবো। আর, সবাই শোনো, তীর ধনুক ব্যবহার করবে না কেউ, নিজেদের লোক মারা পড়বে তাতে। যা করার তলোয়ার আর ছোরা দিয়েই করতে হবে। আমরা যদি জিততে পারি, প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আমার সম্পত্তি ফিরে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের প্রত্যেককে একটা করে সোনার মোহর দেবো।'

গ্রিনশেভ রওনা হয়ে গেলো তার ছোট্ট দলটা নিয়ে। কয়েক মিনিট অপেক্ষা করলো ডিক। তারপর নিজের দলটাকে ইশারা করলো এগোনোর জন্যে। বেশি দূর যেতে পারেনি ও, এমন সময় ওর ঠিক সামনে থেকে ঝট করে উঠে দাঁড়ালো একটা মূর্তি। কর্কশ গলায় হাঁক দিয়ে পরিচয় জানতে চাইলো। উল্টো একটা চিৎকার করে উঠে দাঁড়ালো ডিক। খোলা তলোয়ার হাতে ছুটে গেলো মূর্তিটার দিকে। পেছন পেছন ছুটে এলো ওর দলটা। ঝাঁপিয়ে পড়লো শত্রুর ওপর।

শত্রুপক্ষের বেশির ভাগ লোকই হতভম্ব হয়ে গেলো এই আকস্মিক আক্রমণে। পর মুহূর্তে সমুদ্রের দিক থেকে ভেসে এলো দ্বিতীয়

একটা চিৎকারের শব্দ। হারে-রে-রে করতে করতে ছুটে আসছে গ্রিনশেভের দল। এই ব্যাপারটা আরো অপ্রত্যাশিত। ঘাবড়ে গেলো শত্রু পক্ষের লোকগুলো। উর্দ্ধশ্বাসে দৌড় দিলো, যে যেদিকে পারলো সেদিকে।

এক জায়গায় হলো ডিকের দল দুটো। সাগরের দিকে বাগানের যে দেয়ালটা, সেটার কাছে সরে এলো ওরা। বিনা যুদ্ধেই তাড়িয়ে দেয়া গেছে শত্রুকে।

কিন্তু একটু পরেই ডিক বুঝতে পারলো, আসলে পালিয়ে যায়নি লোকগুলো। হতভম্ব ভাবটা কাটিয়ে উঠেই ছুটে এসেছে আবার। ইতিমধ্যে নতুন এক শত্রুর আক্রমণ শুরু হয়েছে। জোয়ার লাগতে শুরু করেছে। ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে সৈকত। কিছুক্ষণের ভিতরই দেয়ালের পাশে সরু এক ফালি বালুবেলা ছাড়া আর সবই চলে গেলো পানির নিচে।

হাতাহাতি যুদ্ধ চলছে এখন। তিন জন লোক একসঙ্গে আক্রমণ করেছে ডিককে। একজনের আঘাত ঠেকাতে পারলো ও। আহত হয়ে পড়ে গেলো লোকটা। অন্য দু'জন বিদ্যুৎগতিতে ঝাঁপিয়ে পড়লো ওর ওপর। ওদের একজন আকার আয়তনে বিশাল, ছোট-খাটো একটা দৈত্য বললে ভুল হবে না। বিরাট একটা দু-ধার তলোয়ার তার হাতে। অন্যজনকে ভালো দেখতে পাচ্ছে না ডিক। দৈত্যের পেছনে রয়েছে সে। ভাবখানা, দৈত্য ব্যর্থ হলে সে অবতীর্ণ হবে মঞ্চে। ঘন ঘন শপথবাক্য উচ্চারণ করছে আর দৈত্যকে উৎসাহ দিয়ে চলেছে।

দৈত্যের বিরাট তলোয়ারটা নেমে আসতে দেখলো ডিক। ঝট করে একপাশে সরে গিয়ে মাথা বাঁচালো ও। সঙ্গে সঙ্গে তুলে ফেলেছে নিজের তলোয়ার। তাল সামলে আবার তলোয়ার তুলছে

দৈত্য। কিন্তু তাকে সুযোগ দিলো না ডিক। তলোয়ার চালালো ও। আর্তনাদ করে উঠলো বিশালদেহী লোকটা। পড়ে গেলো মাটিতে। সঙ্গে সঙ্গেই আবার উঠে দাঁড়ালো। আঘাতটা তাকে খুব একটা কাবু করতে পেরেছে বলে মনে হলো না। পরপর আরো দু'বার তলোয়ার চালালো ডিক। আবার পড়ে গেলো লোকটা। এবার আর উঠতে পারলো না।

মুহূর্ত পরই দ্বিতীয় জন আক্রমণ করলো ওকে। এক হাতে তলোয়ার আর অন্য হাতে ছোরা লোকটার। দৈত্যের চেয়ে অনেক দ্রুত হাত চালায় সে। কোনো রকমে আঘাত ঠেকিয়ে চললো ডিক। ধীরে ধীরে পিছু হটছে আর সুযোগ খুঁজছে, কোনো মতে একটা মোক্ষম মার দেয়া যায় কিনা।

পিছু হটতে হটতে সমুদ্রের একেবারে কিনারে চলে এলো ডিক। আর এক পা পিছালেই পানিতে নামতে হবে। এখনো লোকটাকে কায়দা করতে পারেনি ও। বরং আর কিছুক্ষণ এভাবে চললে লোকটাই কায়দা করে ফেলবে ওকে।

দাঁতে দাঁত চেপে আঘাত ঠেকিয়ে চলেছে ও। পিছাতে পিছাতে হাঁটু পর্যন্ত পানির ভেতর চলে এসেছে। লোকটাও নেমে এসেছে সাগরে। এখন আর কোনো সন্দেহ নেই, লোকটা ওর চেয়ে অনেক বেশি দক্ষ তলোয়ার চালানোয়। কিন্তু আর বেশিক্ষণ চলতে দেয়া যায় না এ লড়াই—হয় মারতে হবে নয় মরতে হবে। পরের ঢেউটা এলো। হাঁটুর ওপরে অনেকখানি ভিজিয়ে দিলো। ঢেউটা যখন ফিরে গেলো তখন প্রায় গোড়ালির কাছে নেমে এসেছে পানি। আচমকা একপা সামনে বাড়লো ডিক। নিজের তলোয়ার দিয়ে শত্রুর একটা আঘাত একপাশে সরিয়ে দিয়েই লোকটার গলা সোজা

আঘাত করলো ও। লোকটাও তৈরি ছিলো। একপাশে কাত হয়ে আঘাতটা ব্যর্থ করে দিলো। কিন্তু তাল সামলাতে পারলো না। পড়ে গেলো সাগরের পানিতে। আঘাতটা ব্যর্থ হওয়ায় তাল হারিয়েছে ডিকও। লোকটার ঠিক ওপরে পড়লো ও। একটা ঢেউ এসে কবর দিয়ে দিলো ওদের।

পানির নিচে হাবুডুবু খেতে খেতেই লোকটার হাত থেকে ছোরা কেড়ে নিলো ও। তলোয়ার নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামালো না—জানে পানির তলে, আর শত্রু যখন গায়ের ওপর চড়ে বসেছে তখন তলোয়ার অর্থহীন।

'আত্মসমর্পণ করো!' হাঁপাতে হাঁপাতে বললো ডিক।

হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠে বসলো লোকটা।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, আত্মসমর্পণ করছি,' বললো সে। 'লড়াই খুব ভালো জানো না তুমি। তবে স্বীকার করছি, সাহসের সাথে লড়েছ। হোঁচটটা না খেলে বুঝতে মজা।'

সৈকতের দিকে ফিরলো ডিক। লড়াই এখনো চলছে ওখানে। ঢেউ ভেঙে পড়ার শব্দ ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছে তলোয়ারের সাথে তলোয়ার বাড়ি খাওয়ার আওয়াজ। একটু পরপরই আর্তনাদ আর কাতরানির শব্দ।

'তোমার নেতার কাছে নিয়ে চলো আমাকে,' বললো ডিকের বন্দী। 'এবার থামাতে হয় লড়াই।'

'স্যার,' জবাব দিলো ডিক, 'আমিই নেতা।'

'তাহলে তোমার লোকদের ডাক দাও তুমি, আমিও থামতে বলছি, আমারগুলোকে।'

লোকটার কণ্ঠস্বর আর আচার-আচরণে এমন কিছু আছে যে

দ্বিধা করলো না ডিক। কেন যেন মনে হচ্ছে বিশ্বাসঘাতকতা করার লোক এ নয়। মুখ খুলতে যাবে ও এমন সময় লোকটাই চিৎকার করে উঠলো, 'এই, লড়াই থামাও তোমরা। আমি আত্মসমর্পণ করেছি।'

স্পষ্ট আদেশের সুর লোকটার শক্তিশালী গলায়। সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেলো লড়াই। ডিকের আদেশ না পাওয়া সত্ত্বেও লড়াই থামিয়ে দিলো ওর লোকেরা।

'ললেস, ঠিক আছো তুমি?' চিৎকার করে জিজ্ঞেস করলো ডিক।

'হ্যাঁ, একেবারে ঠিক।'

'তা হলে, বাতি জ্বালাও একটা।'

'স্যার ড্যানিয়েল নেই এখানে?' আগন্তুকের প্রশ্ন এবার।

'স্যার ড্যানিয়েল?' প্রতিধ্বনি করলো ডিক। 'স্যার ড্যানিয়েল এখানে থাকলে তার দফারফা করে ছাড়তাম না?'

'মানে!' বিস্ময় লোকটার গলায়। 'স্যার ড্যানিয়েলের লোক নও তোমরা? তাহলে কারা? কি জন্যে লড়াই করছো?'

ডিক জবাব দেয়ার আগেই একটা গলা শোনা গেলো অন্ধকারের ভেতর থেকে। লোকটার সাদা কালো ব্যাজটা দেখতে পেলো ডিক। দলপতিকে একটা স্যালুট ঠুকে সে বললো, 'মাই লর্ড, এরা যদি স্যার ড্যানিয়েলের শত্রু হয় তাহলে, বলতে হবে, খামোকা এতক্ষণ শক্তিক্ষয় করলাম আমরা। কিন্তু এখন আমাদের দু'দলের সামনেই বিপদ। বাড়ির পাহারাদাররা নিশ্চয়ই আমাদের শব্দ শুনেছে এবং খবর পাঠিয়েছে শহরে। এখনই এখান থেকে সরে পড়া দরকার। না হলে নতুন শত্রুর হাতে পড়তে হবে।'

'ঠিকই বলেছ, হকসলি,' স্বীকার করলো তার দলপতি। ডিকের

দিকে ফিরে বললো, 'তোমার সম্পর্কে আরো কিছু জানতে চাই। আমি তোমার বন্দী, মুক্তিপণ দাবি করতে পারো তুমি। ভোর সাতটায় সেন্ট ব্রাইড্‌স্‌ ক্রসে তোমার সাথে দেখা করবো। আমাকে বিশ্বাস করতে পারো।' নিজের লোকদের দিকে ফিরে যোগ করলো, 'চলো তোমরা।'

ধীরে ধীরে অন্ধকারে মিলিয়ে গেলো লোকটা। পেছন পেছন গেলো তার দল। আহত আর নিহতদের এক জায়গায় জড়ো করতে লাগলো ডিকের লোকেরা।

চারপাশে চোখ বুলিয়ে মাটিতে কান ঠেকালো ডিক। ঘোড়ার খুরের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে যেন। টগবগিয়ে ছুটে আসছে শহরের দিক থেকে। চিৎকার করে সবাইকে তাড়াতাড়ি করতে বললো ও।

কয়েক মিনিট পর, প্রায় চল্লিশ জন ঘোড়সওয়ারের একটা দল এসে পৌঁছুলো শহর থেকে। ততক্ষণে জনশূন্য হয়ে গেছে সৈকতটা। নিথর-নিরব চারদিক।

দুই—সেন্ট ব্রাইড্‌স্‌ ক্রস

শহরের সামান্য বাইরে সেন্ট ব্রাইড্‌স্‌ ক্রস। টানস্ট্যাল জঙ্গলের প্রান্তে জায়গাটা। দু'দিক থেকে দুটো রাস্তা এসে মিলেছে এখানে।

ভোর সাতটার একটু আগে সেখানে পৌঁছালো ডিক। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। ঘাসের ওপর জমে থাকা শিশিরে রূপালী হ

আছে চারদিক।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না ওকে। হলিউডের দিক থেকে এগিয়ে এলেন এক ভদ্রলোক। ঝকঝকে বর্ম তাঁর গায়ে। চমৎকার একটা ঘোড়ায় চেপে আছেন তিনি। গজ বিশেক পেছনে থেকে অনুসরণ করছে বল্লমধারী অশ্বারোহীর একটা দল। মোড়টা চোখে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে থেমে দাঁড়ালো তারা। বর্মপরা ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন একা।

শিরস্ত্রাণের মুখাবরণটা ওঠানো রয়েছে। ফলে ব্যক্তিত্ব এবং কর্তৃত্ব-পূর্ণ মুখটা দেখা যাচ্ছে। কয়েক পা এগিয়ে গেলো ডিক। মাথা নুইয়ে সম্মান জানালো।

'একা এসেছো তুমি?' জিজ্ঞেস করলেন ঘোড়সওয়ার।

'সত্যি কথা বলতে কি, মাই লর্ড,' জবাব দিলো ডিক, 'বনের দু'পাশেই আমার লোকেরা বসে আছে—তীর ধনুক হাতে তৈরিই আছে ওরা।'

হাসলেন আগন্তুক। 'বেশ সাবধানী তুমি। নাম কি তোমার?'

'শেলটন, স্যার। স্যার হ্যারি শেলটনের ছেলে আমি।'

ভুরু জোড়া একটু কুঁচকে গেলো ভদ্রলোকের। 'আমি লর্ড ফক্সহ্যাম। কিন্তু, তুমি হ্যারি শেলটনের ছেলে, তার মানে স্যার ড্যানিয়েল তোমার অভিভাবক। যদ্দুর শুনেছি, তোমার সাথে জোর করে বিয়ে দেয়ার জন্যেই আমার জোয়ানাকে ধরে নিয়ে গেছে ড্যানিয়েল। এদিকে তুমি বলছো ড্যানিয়েলের শত্রু তুমি—ঠিক বুঝতে পারছি না ব্যাপারটা।'

জোয়ানার নাম শুনে আশ্চর্য হলো ডিক। লর্ড শোরবির মতো এ লোকও কি জোয়ানার পাণিপ্রার্থী নাকি?

'জোয়ানা সেডলির সাথে আপনার সম্পর্ক কি, জানতে পারি?' জিজ্ঞেস করলো ও।

'নিশ্চয়ই জানতে পারো। আমি জোয়ানার অভিভাবক। ওর বাবা মারা যাওয়ার পর ওর লালন-পালনের ভার পড়েছে আমার ওপর। কিন্তু বুঝতেই পারছো, দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছি আমি।'

'মাই লর্ড, ইংল্যাণ্ডের সবচেয়ে মিষ্টি মেয়েটির অভিভাবক আপনি। এদিকে আপনি আমার বন্দীও। কাল রাতে আপনি মুক্তিপণের কথা বলছিলেন না? আপনার মুক্তির বিনিময়ে আমি জোয়ানা সেডলির পাণি প্রার্থনা করছি।'

নিঃশব্দে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন আগন্তুক ডিকের দিকে। এখনো ভ্রূকুটি করে আছেন। জিনের ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে বাঁপাটা ডানপাশে এনে বললেন, 'আমার মনে হয় ব্যাপারটা নিয়ে পরিষ্কার আলাপ হওয়া দরকার আমাদের ভেতর।'

এক পা এগিয়ে গেলো ডিক। হাত উঁচু করে ঘোড়া থেকে নামতে সাহায্য করলো লর্ড ফক্সহ্যামকে। তারপর এক এক করে খুলে বললো ওর সব কথা। শেষ করলো গত সন্ধ্যার অভিযানের কথা দিয়ে। নিঃশব্দে শুনলেন লর্ড ফক্সহ্যাম। গম্ভীর হয়ে উঠলো তাঁর মুখ।

'মাস্টার শেলটন,' বললেন তিনি, 'খুব সাহসী ছেলে তুমি। বয়স কম হলেও, আমার মনে হয় যথেষ্ট সম্মান পাওয়ার যোগ্য তুমি। আশা করি আমাকে বন্ধু বলে জানবে। তোমার রাজদ্রোহী-দের সাথে দল বাঁধার বুদ্ধিটা কিন্তু একদম পছন্দ করতে পারছি না আমি। তাছাড়া তোমার সম্পত্তি ফিরে পাওয়ারও খুব একটা সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি না। ক্ষমতাবান লোকজনরা সব স্যার ড্যানি-

য়েলের বন্ধু, তা ছাড়া এ মুহূর্তে ও রয়েছে বিজয়ী পক্ষে। আর জোয়ানার কথা যদি বলো, তা হলে বলবো, হ্যামলে নামক এক ভদ্রলোককে আমি কথা দিয়েছি...।'

'স্যার ড্যানিয়েলও কথা দিয়েছেন লর্ড শোরবিকে। এ মুহূর্তে কথা রাখার ব্যাপারে উনি একটু ভালো অবস্থায় আছেন, নয় কী?'

'তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু যদি তুমি তোমার সঙ্গীদের নিয়ে আমাকে সাহায্য করো...।'

'কিন্তু, মাই লর্ড, ওরা তো রাজদ্রোহী, যাদের সাথে মেশা আপনি পছন্দ করেন না।'

'যতক্ষণ ওরা যুদ্ধ করবে ততক্ষণ কুছ পরোয়া নেহি। সাহায্য করো আমাকে, কথা দিচ্ছি, মেয়েটাকে উদ্ধার করতে পারলে ও তোমাকেই বিয়ে করবে।'

লর্ড ফক্সহ্যামের চোখে চোখ রাখলো ডিক। প্রতারণার কোনো চিহ্ন খুঁজে পেলো না সে চোখে। হাঁটু গেড়ে বসলো ওর বন্দীর সামনে। হাসিমুখে ওর কাঁধে হাত রাখলেন লর্ড ফক্সহ্যাম।

'উঠে দাঁড়াও,' বললেন তিনি। 'আমার হাতে হাত মেলাও। জোয়ানাকে যদি তুমি বিয়ে করতে চাও তাহলে, আজ থেকে বন্ধু হতে হবে আমাদের।'

তিন— 'গুড হোপ'

এক ঘণ্টা পর। দ্য গোট অ্যাণ্ড ব্যাগপাইপ্‌স্‌-এ ফিরে এসেছে ডিক। লর্ড ফক্সহ্যাম আর ও—দু'জনে মিলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, জোয়ানাকে

মুক্ত করার জন্যে আজ সন্ধ্যায়ই আরেকটা আক্রমণ চালানো হবে সাগরপাড়ের বাড়িটায়।

সময় গড়িয়ে যেতে লাগলো। খবরাখবর সংগ্রহ করে ফিরে এলো ডিকের গুপ্তচররা। সব শুনে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো ও। গত রাতের ঘটনায় সতর্ক হয়ে গেছেন স্যার ড্যানিয়েল। সাগরপাড়ের বাড়িতে পাহারার ব্যবস্থা জোরদার করেছেন এবং আশপাশের রাস্তাগুলোয় মোড়ে মোড়ে ঘোড়সওয়ার মোতায়েন করেছেন। সন্দেহজনক লোকজন দেখলেই ছুটে গিয়ে খবর দেবে তারা। শহরের প্রধান সড়কের ওপর তাঁর বাড়িতে জিন চড়ানো অবস্থায় তৈরি রাখা হয়েছে ঘোড়াগুলোকে। আরোহীরাও প্রস্তুত। নির্দেশ পাওয়া মাত্র ছুটবে তারা।

ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে ডিক। কি করবে বুঝতে পারছে না। হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো ওর মুখ।

'ললেস,' চিৎকার করে উঠলো ও, 'তুমি তো নাবিক ছিলে, তাই না? একটা জাহাজ চুরি করে দিতে পারবে আমাকে?'

দাঁত বের করে হাসলো ললেস। 'তুমি চাইলে "ইয়র্ক মিনিস্টার" চুরি করে এনে দিতে পারি।'

কয়েক মিনিট পরই দেখা গেলো বন্দরের পাশে বস্তির ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলেছে ডিক আর ললেস। শহরের সাগরপাড়ের অংশে এসে পড়লো ওরা। সাগরের দিক থেকে ভেসে আসা ঠাণ্ডা হাওয়ার মুখোমুখী হলো দু'জন।

বিশাল একটা জলভরা পাত্রের মতো বন্দরটা। বেলে পাহাড়ের মাঝখানে পড়ে আছে। অনেকগুলো জাহাজ নোঙর করে আছে বন্দরের নিরাপদ আশ্রয়ে। আবহাওয়ার অবস্থা ক্রমেই খারাপ

হচ্ছে। কালো মেঘে ছেয়ে আছে আকাশ। শুকনো তুষার উড়িয়ে নিয়ে বয়ে যাচ্ছে তীব্র বাতাস।

বেশির ভাগ নাবিকই ডাঙায়। মদ খেয়ে আর গান গেয়ে গুল-জার করে রেখেছে সরাইখানাগুলো। অনেক জাহাজেই কোনো লোক নেই, খারাপ আবহাওয়ার কারণে নেমে এসেছে তীরে। এমন কি পাহারা দেয়ার মতো দু'একজন লোকও নেই কোনো কোনো জাহাজে। তীরে দাঁড়িয়ে জাহাজগুলো পর্যবেক্ষণ করতে লাগলো ললেস। কিছুক্ষণ পর ডিকের কাঁধে হাত রাখলো ও। দূরে, বন্দরের মুখের কাছে নোঙ্গর করে থাকা ছোট একটা পাহাড়ের দিকে ইশারা করলো। জাহাজটার ডেকে দু'জন লোক দেখতে পেলো ডিক। একটা ডিঙি নৌকা টেনে আনছে ওরা জাহাজের পেছন থেকে।

'ঐ জাহাজটাই,' বললো ললেস। 'ঘণ্টা খানেকের ভেতরই ওটা তোমার হয়ে যাবে।'

জাহাজের গায়ে ভিড়লো ডিঙিটা। লোক দু'জন নামলো তাতে। একটু পরেই দাঁড় বেয়ে ডাঙার দিকে আসতে লাগলো তারা। পাশ দিয়ে এক নাবিক হেঁটে যাচ্ছিলো, তাকে থামালো ললেস। জাহাজটার দিকে ইশারা করে জানতে চাইলো, 'নাম কি ঐ জাহাজটার?'

'গুড হোপ,' জবাব দিলো লোকটা। 'ডার্টমাউথের জাহাজ। ক্যাপ্টেনের নাম আরব্লাস্টার। ঐ যে, ডিঙিতে দেখছো, সামনের জনই সে।'

ধন্যবাদ জানিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো ললেস। হাঁটতে শুরু করলো সামান্য দূরে একটা খাঁড়ির দিকে। ডিঙি নৌকাটা সেদিকেই

এগোচ্ছে। অনুসরণ করলো ডিক।

পৌঁছে গেছে ললেস খাঁড়ির কাছে। ডিঙিটাও এসে গেছে। পাড়ের সাথে নৌকাটা বেঁধে রেখে নেমে এলো লোক দুটো। আকর্ণ হাসি নিয়ে এগিয়ে গেলো ললেস।

'আরে, ক্যাপ্টেন আরব্লাস্টার না!' চিৎকার করে উঠলো ও। 'আয় ওটা নিশ্চয়ই গুড হোপ? কতদিন পরে দেখা, কেমন আছো? চলো চলো, পুরনো স্মৃতি মনে করে একটু গলা ভেজানো যাক। আরে, ঘাবড়াচ্ছো কেন, ক্যাপ্টেন, খরচটা আমিই করবো—শেষবার তোমার সাথে যখন দেখা হয় তারপর কম টাকা কামাইনি! রীতিমতো বড়লোক এখন আমি।'

লম্বাটে মুখ আরব্লাস্টারের। পোড় খাওয়া রুক্ষ চেহারা। অবাক চোখে এক মুহূর্ত চেয়ে রইলো ললেসের দিকে। কিন্তু 'বড়লোক' শব্দটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে পাল্টে গেলো তার আচরণ। কর্কশ একটা হাত বাড়িয়ে ধরলো ললেসের হাতটা।

'সত্যি কথা বলতে কি,' বললো সে, 'ঠিক চিনতে পারছি না তোমাকে। তাতে কিছু এসে যায় না অবশ্য—সময় মতো চিনে নেবো। আমরা দু'জনেই তোমার মতো পুরনো বন্ধুর সাথে বসে গলা ভেজাতে পারলে খুশি হবো, কি বলো, টম? চলো দোস্ত!'

আগে আগে চললো ললেস। মাঝখানে নাবিক দু'জন, শেষে ডিক। কিছুক্ষণের মধ্যে ওরা পৌঁছে গেলো, সস্তা দরের এক এল হাউসে। বন্দরের কাছে ফাঁকা একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে এল হাউসটা। প্রত্যেককে এক কোয়ার্ট (সিকি গ্যালন) করে এল দিতে বললো ললেস।

মিনিট খানেকের ভেতর এসে গেলো ছোট-খাটো জগের আকা-

রের গ্লাস চারটে। টইটম্বুর অবস্থা সবগুলোর।

গ্লাস উঁচু করলো ললেস। 'গুড হোপের নামে!' বললো সে। 'বিপদ-আপদ কাটিয়ে ঠিকমতো চলুক ওটা!'

'আমেন!' বললো নাবিক দু'জন। এক মুহূর্ত দেরি না করে নাক ডুবিয়ে দিলো জগে। ডিকের দিকে ফিরলো ললেস।

'বন্ধু, ডিকন,' বললো সে, 'তোমার যেন কি কাজ আছে বলছিলে না? যাও সেরে এসো। আমি ততক্ষণ পুরনো দোস্তদের সাথে একটু আড্ডা মারি।'

বলতে বলতে চোখ টিপলো ও। উঠলো ডিক। বিদায়ের ভঙ্গিতে একটু হাত নেড়ে বেরিয়ে এলো এল হাউস থেকে। আবহাওয়ার অবস্থা আরো খারাপ হয়েছে বাইরে।

দ্রুত পায়ে গোট অ্যাণ্ড ব্যাগপাইপ.স্-এ ফিরে এলো ডিক। ওর নতুন পরিকল্পনার কথা জানিয়ে লোক পাঠালো লর্ড ফক্সহ্যামের কাছে। তারপর দু'জন সঙ্গী নিয়ে ফিরে এলো বন্দরে। সোজা চলে গেলো গুড হোপের ডিঙি বেঁধে রাখা খাঁড়িটার কাছে।

কয়েক মিনিট পরেই দেখা গেলো প্রবল তুষারপাত উপেক্ষা করে তিনজন লোক উঠছে গুড হোপের ডেকে। কেউ নেই জাহাজে। একটা ঘুষিও মারতে হলো না কাউকে, দখল হয়ে গেলো গুড হোপ।

চমৎকার জাহাজটা। ছোট, কিন্তু খুব মজবুত। সামনে এবং মাঝের দিকটায় পাটাতন লাগানো, পেছনটা খোলা। ফ্রেঞ্চ ওয়াইন নিয়ে এসেছে। এখনো খালাস করা হয়নি মাল।

একটা বাতি জ্বালিয়ে মাস্তুলের দড়াদড়ির সঙ্গে বেঁধে দেয়া হলো, তীর থেকে যাতে চিনতে অসুবিধা না হয়। একজনকে গুড হোপে রেখে ডিক আর অন্যজন ফিরে এলো তীরে।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। আবহাওয়ার অবস্থা আরো খারাপ হয়েছে এর ভেতর। বিরাট বিরাট ঢেউ উঠছে। প্রবল আক্রোশে ভেঙে পড়ছে অন্ধকার সাগরের ওপর। হাল্কা তুষার ভেসে আসছে বাতাসে ভর করে।

খাঁড়ির তীরে পৌঁছে ডিক দেখলো, ওর ডজন খানেক লোক পৌঁছে গেছে সেখানে। ডিঙিটা তাদের হাতে ছেড়ে দিলো ও। তক্ষুণি জাহাজে গিয়ে ওঠার নির্দেশ দিয়ে তীরের দিকে চলতে লাগলো ও। কিছুদূর আসার পর লর্ড ফক্সহ্যামের সঙ্গে দেখা হলো।

'কি ব্যাপার, শেলটন,' বললেন লর্ড, 'সত্যিই আমাদের জাহাজে উঠতে হবে?'

'মাই লর্ড,' জবাব দিলো ডিক, 'স্যার ড্যানিয়েল এমন কড়া পাহারা বসিয়েছে বাড়িটায়, আমরা ওটার মাইল খানেকের ভেতর পৌঁছানোর আগেই খবর পেয়ে যাবে ওরা। সাগরের দিক থেকে যাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় দেখছি না। বাড়িটার কাছেই একটা পাথরের ঘাট মতো আছে, ওখানে নামতে পারবো আমরা। আমি যাচ্ছি আমাদের ক্যাপ্টেনকে ডেকে আনতে।'

লর্ডসকে যেখানে রেখে গিয়েছিলো সেই এল হাউসটায় ফিরে এলো ও। ইতিমধ্যে এখানেও পৌঁছে গেছে জনাদশেক রাজদ্রোহী। ওদের বাইরে থাকতে বলে ভেতরে ঢুকলো ডিক। ক্যাপ্টেন আর-ব্লাস্টারের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। পুরোদস্তুর মাতাল হয়ে গেছে ক্যাপ্টেন, প্রাণ খুলে গান করছে।

'আপনার সাথে একটা কথা আছে, ক্যাপ্টেন,' কোমল গলায় বললো ডিক। 'বাইরে আসুন, এখানে বলা যাবে না।'

ক্যাপ্টেনকে একটা স্বর্ণমুদ্রা দেখালো ও। সঙ্গে সঙ্গে উজ্জ্বল

হয়ে উঠলো আরব্লাস্টারের চোখ।

'চলো, ভাই, চলো,' জড়িয়ে জড়িয়ে বললো সে। 'আমি তোমার দলে!'

উঠে দাঁড়ালো ক্যাপ্টেন। টলোমলো পায়ে এগোলো দরজার দিকে। দুপা এগিয়েই পড়ে যাচ্ছিলো, ডিকের হাত ধরে টাল সামলালো। ধরে ধরে দরজার বাইরে নিয়ে এলো তাকে ডিক। সঙ্গে সঙ্গে দশ জোড়া শক্ত হাত ডিকের কাছ থেকে ছাড়িয়ে নিলো তাকে। বেঁধে ফেললো বিনা বাক্য ব্যয়ে। মুখের ভেতর ঢুকিয়ে দেয়া হলো এক টুকরো কাপড়। কাছের এক গোলা বাড়িতে নিয়ে গিয়ে খড়ের গাদার কাছে ফেলে রাখা হলো। একটু পরে তার সঙ্গীরও এক দশা হলো। হাত-পা বেঁধে, মুখে কাপড় গুঁজে তাকেও ছুঁড়ে দেয়া হলো খড়ের গাদায়।

এর পর থেকেই দ্রুত ঘটতে লাগলো ঘটনা। ডিক এবং লর্ড ফক্সহ্যামের লোকেরা দ্রুত খাঁড়ির কাছে পৌঁছুলো। ইতিমধ্যে নৌকা জোগাড় হয়ে গেছে আরো কয়েকটা। রওনা হলো সবাই গুড হোপের উদ্দেশে। দড়াদড়ির সঙ্গে বেঁধে রেখে আসা বাতিটা লক্ষ্য করে দাঁড় টানছে ওরা।

চল্লিশজন যোদ্ধা রয়েছে এখন ডিকের অধীনে। এদের মধ্যে আটজনের সাগরপাড়ি দেয়ার পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে। জাহাজ চালানোর কায়দা-কানুন সম্পর্কে মোটামুটি ওয়াকিবহাল তারা। নোঙ্গর তুলে ফেলা হলো গুড হোপের। পাল তুলে দেয়া হলো। হালের দণ্ডটা ধরে প্রবল উৎসাহে পুরনো একটা জাহাজী গান ধরলো ললেস। অনেকেই গলা মেলালো তার সঙ্গে। প্রবল বাতাস আর ঢেউয়ের সঙ্গে মিতালী পাতিয়ে অন্ধকারের বুক চিরে এগোতে

লাগলো গুড হোপ।

নিকষ কালো অন্ধকার চারদিকে। বন্দরের দিকে দু'একটা মিটমিটে বাতি ছাড়া আলোর আর কোনো চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না আশপাশে। ঢেউয়ের দোলায় নাচতে নাচতে এগোচ্ছে জাহাজ। একটু পর পরই বিরাট বিরাট ঢেউ এসে ভেঙে পড়ছে জাহাজের গায়। সাদা ফেনা ছিটকে পড়ছে চারদিকে। অনেকেই বেশিক্ষণ সইতে পারলো না দুলুনি। অসুস্থ হয়ে শুয়ে পড়লো ডেকের ওপর। কিন্তু ললেস এখনো তরতাজা। সমান উৎসাহে চিৎকার করে গান গেয়ে চলেছে। ঢেউয়ের ধাক্কা বাঁচিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলেছে জাহাজটাকে।

বন্দরের বাইরে এসেই উপকূলের দিকে ফিরে আসতে লাগলো ওরা। অল্প সময়ের ভেতরই পৌঁছে গেলো পাথরের ঘাটটার কাছে। অসামান্য দক্ষতা আর প্রচণ্ড পরিশ্রম করে বেলে চরা এড়িয়ে জাহাজটাকে ঘাটে নিয়ে ভেড়ালো ললেস।

অনেক তাড়াতাড়ি এসে গেছে ওরা। ডিক নিজেও ভাবেনি এত কম সময়ে আসতে পারবে। সামান্য দূরেই অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে বাড়িটা—জোয়ানাকে আটকে রাখা হয়েছে ওতে। এখন নামতে হবে তীরে। কিন্তু কাজটা মোটেই সহজ মনে হলো না ডিকের কাছে। অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েছে, ঠাণ্ডায় প্রায় সবারই জমে যাওয়ার দশা। তলোয়ার বের করে ভয় দেখাতে লাগলেন লর্ড ফক্সহ্যাম, 'এক্ষুণি নামো! না হলে কেটে জলে ভাসিয়ে দেবো।'

উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছে ডিক। অনেক বেশি শব্দ করছে ওরা। এত হৈ-চৈ শুনে নির্ঘাৎ সতর্ক হয়ে যাবে শত্রু। আচমকা আক্রমণ না করতে পারলে সফল হওয়ার কোনো আশা নেই।

ঘাটের ওপর নেমে এলো ও। অন্ধকারের ভেতর দিয়ে এগোলো। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে প্রায় কিছুই দেখা যাচ্ছে না উপকূলের। ঘাটের কিনারে আসতেই হঠাৎ থেমে গেলো বাতাস। ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পেলো ডিক। একটু পরে অস্ত্রের ঝনঝনানিও। খুব বেশি দূরে নয়। সম্ভবত সৈকতের ওপরই। আরেকটু এগোলো ও। যা দেখলো তাতে আঁতকে না উঠে পারলো না। ঘোড়া এবং সশস্ত্র মানুষের আবছা মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে সার দিয়ে। সাগরের দিক থেকে যে আক্রমণ আসতে পারে তা আগেই অনুমান করেছে স্যার ড্যানিয়েল। মাঠে মারা গেছে ওর পরিকল্পনা।

চার—ব্যর্থতা

অনেক দেরি হয়ে গেছে, মূল পরিকল্পনায় রদবদল আনা সম্ভব নয় এখন। লম্বা করে একটা শ্বাস নিলো ডিক। নিচু স্বরে একবার শিস বাজালো—আক্রমণের সংকেত।

যা আশা করেছিলো তার উল্টোটা ঘটলো। সংকেতটা যেন শত্রুর উদ্দেশ্যেই দিয়েছিলো ও। শিসের শব্দ বাতাসে মিলিয়ে যাওয়ার আগেই সামনের অন্ধকার থেকে ছুটে এলো এক ঝাঁক তীর। ঝট করে বসে পড়ায় বেঁচে গেলো ডিক। কিন্তু বাঁচতে পারলো না ঘাটের ওপর নেমে আসা লোকগুলো। যন্ত্রণাকাতর আর্ত-চিৎকার শোনা গেলো কয়েকটা। লর্ড ফক্সহ্যামও আহত হলেন।

দু'জন লোক ধরাধরি করে জাহাজে নিয়ে গেলো তাঁকে।

সামান্যই লড়াই হলো। ডিক একা কয়েকজনের সাথে লড়লো। প্রবল বেগে তলোয়ার চালিয়ে বেশ কিছুটা পিছিয়ে নিয়ে গেলো শত্রুদের। তবে তীব্র অন্ধকারের জন্যে বিশেষ সুবিধা করতে পারলো না। দু'পক্ষেই আহত হলো কয়েকজন করে। ইস্পাতের সঙ্গে ইস্পাতের ঠোকাঠুকি হলো কিছুক্ষণ। কয়েকটা শপথ উচ্চারণ, আর্ত চিৎকার। ব্যাস, আর কিছু না।

ঘাটের ওপর কে একজন সর্বস্ব হারানোর ভঙ্গিতে চিৎকার করে উঠলো। আরেকটা চিৎকারের তলে চাপা পড়ে গেলো শব্দটা।

'জাহাজে গিয়ে ওঠো! জলদি! বাঁচতে চাইলে আর এক মুহূর্ত এখানে থেকো না!'

সঙ্গে সঙ্গে সব ক'জন লোক হুড়মুড়িয়ে ছুটলো জাহাজের দিকে। অন্ধকারের আড়াল নিয়ে ডিকের একেবারে কাছে এসে পড়েছিলো এক শত্রু। ডিককে লক্ষ্য করে তলোয়ার চালালো সে। ডিক যখন টের পেলো তখন ছুটে আসছে তলোয়ারটা ওর গলা সোজা। ঝট করে বসে পড়েই পাল্টা আক্রমণ করলো ডিক। মাথা হারিয়ে ধুপ করে পড়ে গেলো লোকটা। আর দেরি করলো না ডিক। ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুটলো জাহাজের দিকে। এভাবে পিঠটান দেয়ার ব্যাপারটা কোনোমতেই মানতে পারছে না ও। কিন্তু উপায়ও তো নেই।

জাহাজের পেছনটা সরতে শুরু করেছে ঘাট থেকে, এমন সময় পৌঁছালো ডিক। লম্বা একটা লাফ দিয়ে ডেকের ওপর পড়লো ও। এক দঙ্গল আহত মানুষ পড়ে আছে সামনে। রক্তের স্রোত বয়ে যাচ্ছে যেন ডেকের ওপর দিয়ে।

ইতিমধ্যে জাহাজের সামনেটাও সরতে শুরু করেছে ঘাটের

কিনার থেকে। ললেসের দিকে এক পলক তাকালো ডিক। যথারীতি হাল ধরে আছে সে। কেবিনের দিকে এগোলো এবার। আহত লর্ড ফক্সহ্যামকে ওখানেই রাখা হয়েছে।

নোংরা একটা বাঙ্কের ওপর শুয়ে আছেন লর্ড ফক্সহ্যাম। ছোট একটা লণ্ঠন ঝুলছে মাথার ওপর। মিটমিটে আলোতে আহত লোকটার শুকনো মুখ আর ভাষাহীন চোখ দুটো দেখতে পেলো ডিক।

'মারাত্মকভাবে আহত হয়েছি,' অনেক কষ্টে উচ্চারণ করলেন তিনি। 'এই জঘন্য জাহাজটার ওপর যদি মারা যেতে হয় তাহলে দুঃখের আর শেষ থাকবে না আমার।'

'শিগগিরই তীরে পৌঁছে যাবো আমরা, মাই লর্ড,' শান্ত গলায় জবাব দিলো ডিক। 'ওখানে ঠিক মতো চিকিৎসা হবে আপনার, চিন্তা করবেন না।'

মাথা নাড়লেন লর্ড ফক্সহ্যাম। বাঁ হাত থেকে একটা আঙটি খুলে এগিয়ে দিলেন ডিকের দিকে। বললেন, 'এটা নাও, এটা কাছে থাকলে আমার হয়ে কাজ করতে পারবে। আমার আর লোকরা সব হলিউডে আছে, আমার হয়ে ওদের নেতৃত্ব দেবে তুমি। কিন্তু তার আগে বলো,' ভ্রূজোড়া কুঁচকে উঠলো তাঁর, 'কার দলে তুমি, ল্যাঙ্কাস্টার না ইয়র্ক?'

'যেদিন থেকে এলিস ডাকওয়ার্থের সাথে দল বেঁধেছি আর যে-দিন থেকে স্যার ড্যানিয়েলের বিপক্ষে গেছি, সেদিন থেকে আমি ইয়র্ক-এর দলে।'

'বেশ, বেশ। এখন মনোযোগ দিয়ে শোনো, শোরবিতে জড়ো হয়েছে যে লর্ডরা তাদের গতিবিধি সম্পর্কে খোঁজখবর করার জন্যেই

আমি এসেছি এখানে। গ্লুসেস্টারের ডিউক বড়সড় একটা আক্রমণ চালানোর প্রস্তুতি নিচ্ছেন।'

গ্লুসেস্টারের নামে চোখ বড় বড় হয়ে গেলো ডিকের।

'ডিউক!' অস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারণ করলো সে। 'রিচার্ড ক্রুকব্যাক?'

মাথা ঝাঁকালেন লর্ড ফক্সহ্যাম। বললেন, 'ভদ্রলোকের পিঠটা কুঁজো হতে পারে, কিন্তু কলজেটা সিংহের। যা হোক, শোরবিতে ল্যাঙ্কাস্টারিয়ান বাহিনীর শক্তি—ওদের অবস্থান, ওদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে মোটামুটি খবর জোগাড় করেছি আমি। রবিবারে ডিউকের কাছে খবরগুলো পৌঁছানোর কথা আমার। দুপুরের এক ঘণ্টা আগে সেন্ট ব্রাইডস ক্রসে আসবেন উনি। আমার অবস্থা তো দেখছো, আমি চাই আমার হয়ে তুমি যাও। পারবে?'

'অবশ্যই, মাই লর্ড।'

'বেশ বেশ। এর পরে কি করতে হবে তা তোমাকে জানাবেন ডিউক। বিশ্বস্ততার সঙ্গে যদি ওঁকে সাহায্য করো, তাহলে আর চিন্তা থাকবে না তোমার। এই যে, চিঠিটা রাখো, ডিউককে দেবে।'

'জোয়ানার কি হবে?'

'ওকে উদ্ধার করতে হবে তোমার। আমার যতটুকু সাধ্য, চেষ্টা করেছি, জীবনটাকেই খোয়াতে বসেছি। আর কিছু করার নেই আমার।'

ক্লান্ত ভঙ্গিতে চোখ বুজলেন লর্ড ফক্সহ্যাম। মূল্যবান চিঠিটা পোশাকের তলে লুকিয়ে রাখলো ডিক। তারপর ফিরে এলো ডেক-এ। লর্ডসকে সাহায্য করতে হবে।

সকাল হলো। নীল একটা সকাল। এখনো রাতের মতোই ঠাণ্ডা, হাল্কা তুষার উড়ছে বাতাসে। উপকূলের কাছ দিয়ে এগিয়ে চলছে

গুড হোপ। তীর ছাড়িয়ে দূরে দেখা যাচ্ছে অরণ্যে ছাওয়া টান-স্ট্যালের পাহাড়। ঝোড়ো বাতাস থেমে গেছে। সমুদ্র আবার শান্ত চেহারা ফিরে পেয়েছে। ধীর গতিতে, যেন গড়িয়ে গড়িয়ে এগিয়ে চলেছে জাহাজটা।

ডেক জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছে লোকরা। মুখ শুকনো সবার। রাতের পরাজয়ের কথা ভুলতে পারছে না যেন। শূন্য চোখে তাকিয়ে আছে তীরের দিকে।

'উপকূলের দিকে যাচ্ছি তো আমরা?' জিজ্ঞেস করলো ডিক।

দাঁত বের করে একটু হাসলো ললেস। 'হ্যাঁ, যদি না তার আগেই কোনো দৈব দুর্বিপাকে তলিয়ে যায় জাহাজটা।'

সময় বয়ে যাচ্ছে। একটু একটু এগিয়ে যাচ্ছে গুড হোপ। মৃদু ঢেউয়ে অল্প অল্প দুলছে। ছোট্ট একটা উপসাগরের দিকে জাহাজ-টাকে চালিয়ে নিচ্ছে ললেস। একটা পাহাড় সাগর পর্যন্ত নেমে এসেছে জায়গাটায়। পাহাড়ের গোড়ায় সাগরের ঢেউ বাধা পেয়ে প্রচণ্ড চেহারা নিয়েছে। একেবারে শান্ত আবহাওয়ায়ও ফুঁসছে যেন উপসাগরটা।

হঠাৎ একটা বড় ঢেউয়ের মাথায় উঠে পড়লো জাহাজ। ভয়ানক দুলুনিতে নিয়ন্ত্রণ হারালো ললেস। মুহূর্ত পরেই তীব্র শব্দ করে একটা বেলে চরার সঙ্গে ধাক্কা খেলো গুড হোপ। মড়মড় করে উঠলো কাঠামোটা।

হালের কাছ থেকে ছিটকে ডেকের ওপর এসে পড়লো ডিক। আতঙ্কিত গলায় চিৎকার করে উঠলো লোকগুলো। বড় একটা ঢেউ বয়ে গেলো জাহাজের ওপর দিয়ে। ভীষণভাবে এপাশে-ওপাশে দুলতে লাগলো গুড হোপ। একটু পরেই এগিয়ে এলো বিশাল

আরেকটা ঢেউ। জাহাজটাকে তুলে নিয়ে উপকূলের আরও খানিকটা কাছে ছুঁড়ে দিলো। তৃতীয় ঢেউটা এলো। পাহাড়ী উপকূলের আর একটু কাছে এগোলো জাহাজ।

'ঘাবড়াও মৎ,' চিৎকার করে উঠলো লসেস। 'ভাটা লাগছে, আধ ঘণ্টার ভেতরেই নিরাপদে তীরে পৌঁছে যাবে তোমরা।'

দ্রুত পায়ে নিচে লর্ড ফক্সহ্যামের কাছে গেলো ডিক। হাঁটু পানি কেবিনের ভেতর। উদ্বেগে সাদা হয়ে গেছে লর্ডের মুখটা।

'মাই লর্ড,' বললো ডিক, 'আধ ঘণ্টার ভেতরই তীরে পৌঁছে যাবো আমরা। ঢেউয়ের ধাক্কায় একটা চরে আটকে গেছে জাহাজ। ভাটা লাগলেই আপনাকে কূলে নিয়ে যাবো। কাছেই হলিউড অ্যাবি। ওখানকার সন্ন্যাসীরা আপনার যত্ন নিতে পারবেন।'

পানি সরে হেঁটে তীরে ওঠার মতো অবস্থা হতে প্রায় ঘণ্টা-খানেক লেগে গেলো। একে একে নামলো সবাই জাহাজ থেকে। রওনা হলো পাড়ের দিকে। হাল্কা তুষারের আস্তরণ ভেদ করে অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে তীরের চেহারা। জোড়াতালি দিয়ে বানানো একটা কাঠের খাটিয়ায় শুইয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে লর্ড ফক্সহ্যামকে।

শোরবির নয়-দশ মাইলের ভেতর রয়েছে ওরা। কাছেই হলি-উডের রাস্তা।

লর্ড ফক্সহ্যামকে নিয়ে চলে গেলো তাঁর লোকেরা। যত তাড়া-তাড়ি সম্ভব বিশাল মঠটার আশ্রয়ে নিয়ে যেতে চায় তাঁকে। ডিক দেখলো, ধীরে ধীরে উড়ন্ত তুষারের ঘন পর্দার আড়ালে হারিয়ে গেলো ওরা। ডজন খানেক সাথীকে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো ও। ওর বাহিনীর এই ক'জন মাত্র টিকে আছে এখনো।

এদের মধ্যেও কয়েকজন আহত। ক্ষুধা, তৃষ্ণা আর ঠাণ্ডায় কাতর সবাই। মনের অবস্থাও ভালো নয় কারো। টাকার থলেটা বের করে উল্টে দিলো ডিক। শোরবিতে গিয়ে ছ'গোট অ্যাণ্ড ব্যাগপাইপ্‌স্‌-এ অপেক্ষা করতে বলে দিলো ওদের। ললেসকে শুধু রাখলো নিজের সাথে। একটু পরেই টানস্ট্যাল জঙ্গলের গভীরে ঢুকে পড়লো দু'জন।

তীব্র হয়েছে তুষারপাত। ঘোঁয়াটে হয়ে গেছে চারদিক। সামান্য দূরের জিনিসও দেখা যায় না। মাথা নিচু করে নিঃশব্দে হেঁটে চলেছে ডিক। হৃদয়টা ভার হয়ে আছে। ব্যর্থ হয়েছে ও, এখনো বন্দিনী জোয়ানা।

নিঃশব্দে মাইল খানেক যাওয়ার পর কথা বললো ললেস। 'মাস্টার শেলটন, মেয়েটার অবস্থা এখন কেমন বলে মনে হয় তোমার?'

'কাল রাতের ঘটনার পর নিঃসন্দেহে ওকে আর ওখানে রাখবে না স্যার ড্যানিয়েল। সম্ভবত শোরবিতে নিজের বাড়িতেই নিয়ে যাবে।'

'তাহলে সেখানেই যাই না কেন আমরা?' উৎসাহ ললেসের গলায়।

তাকালো ডিক ওর দিকে। যেন বুঝতে পারছে না ঠাট্টা করছে কিনা।

'আমি ঠাট্টা করছি না,' বলতে লাগলো ললেস। 'শোনো, কাছেই জঙ্গলের ভেতর আমার একটা কুটীর আছে। অনেক দিন আগে তৈরি করেছিলাম। খাবার, পানীয়, আগুনের বন্দোবস্ত—সবই আছে ওখানে। একটা কথা বলি, মাস্টার শেলটন, সারা জীবন আমি আইনের বিরুদ্ধে ছিলাম না। তুমি জানো, নাবিক ছিলাম

আমি। কিন্তু তুমি জানো না, আমার প্রথম জীবনটা মঠে কেটেছে। বললে বিশ্বাস করবে, মাস্টার শেলটন, এক সময় আমি সন্ন্যাসী ছিলাম?'

অপূর্ব একটা হাসি ফুটে উঠেছে প্রৌঢ় লোকটার মুখে। 'মঠের জীবনে অভ্যস্ত হতে চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু পারলাম না। ওখানকার ধরাবাঁধা, ছককাটা জীবন পছন্দ হলো না আমার। পালিয়ে গেলাম। সন্ন্যাসীদের দু'টো আলখাল্লা ছিলো আমার। পালিয়ে আসার সময় সেগুলোও নিয়ে আসি। সে দুটোও আছে আমার ঐ কুটীরে। ওগুলো পরে সহজেই আমরা সন্ন্যাসীতে পরিণত হতে পারি। তাহলে আর কেউ চিনতে পারবে না আমাদের। খোদ স্যার ড্যানিয়েলের সামনে পড়লেও হয়তো কোনো অসুবিধা হবে না। আর একবার ওখানে পৌঁছতে পারলে মেয়েটাকে বের করে আনার কোনো বুদ্ধি নিশ্চয়ই বের করে ফেলতে পারবো। কি বলো, মাস্টার শেলটন?'

শুনতে শুনতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে ডিকের চোখ জোড়া। খুবই পছন্দ হয়েছে ওর বুদ্ধিটা। লেলেসের পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললো, 'হ্যাঁ, শোরবিতে যাবো আমরা এবং শত্রুর বাড়িতেই।'

চতুর্থ অধ্যায়

এক—শত্রুর বাড়িতে

শোরবিতে স্যার ড্যানিয়েলের বাড়িটা বিশাল। ছোট-খাটো একটা প্রাসাদ বলা যেতে পারে। কারুকাজ করা ওক কাঠের কাঠামো। পেছন দিকে একটা ফল বাগান। সেখান থেকে দূরে দেখা যায় অ্যাবি চার্চের চূড়া।

গুড হোপ চরায় ঠেকে যাওয়ার পরদিন বিকেলে, অনেক লোকের উপস্থিতিতে সরগরম বাড়িটার উঠান। পাদ্রী, সন্ন্যাসী, বাজিকর, ফেরিওয়ালা, চারণ কবি, সৈনিক—কি নেই সেখানে? গোলাঘরের পাশে খড়ের গাদার কাছে জুয়া খেলতে লেগে গেছে অনেকে।

দু'জন সন্ন্যাসী, একজন যুবক অন্যজন প্রায় বৃদ্ধ। ভীড় ঠেলে এগোচ্ছে, একপাশে জ্বালানো একটা অগ্নিকুণ্ডের দিকে। আশ-পাশের লোকদের সাথে উৎফুল্লভাবে আলাপ করছে বয়স্কজন। কিন্তু নিরবে দাঁড়িয়ে আছে যুবক সন্ন্যাসী। আলখাল্লার মুখাবরণটা প্রায় ঢেকে রেখেছে তার মুখ।

মুখাবরণটার আড়ালে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে ডিক শেলটনের দৃষ্টি। উপস্থিত প্রতিটা লোকের চেহারা লক্ষ্য করছে ও। নতুন কে ঢুকছে

উঠানে তা খেয়াল করছে ও। কয়েক মিনিট পরেই দেখলো প্রধান ফটক দিয়ে ছোট্ট একটা মিছিল ঢুকছে উঠানে। ফারের পোশাক পরা দুই ভদ্রমহিলা। তাদের পেছনে দু'জন দাসী এবং চারজন তাগড়া-জোয়ান সশস্ত্র লোক। প্রধান ফটক দিয়ে ঢুকে, উঠান পেরিয়ে সোজা বাড়ির ভেতর ঢুকে গেলো তারা।

ভিড়ের ভেতর থেকে সটকে পড়লো ডিক। এগোলো মেয়ে-গুলোর পেছন পেছন। সশস্ত্র লোকগুলো দাঁড়িয়ে পড়েছে দরজার কাছে। ওদের পাশ কাটিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকলো ও। বাধা দিলো না কেউ।

পালিশ করা ওক কাঠের সিড়ি বেয়ে ওপরে উঠছে মহিলা ক'জন। ওদের ঠিক পেছনে থেকে অনুসরণ করলো ডিক। প্রায় অন্ধকার সিড়িটা। কোণায় কোণায় মশাল জ্বলছে। প্রতিটা দরজার সামনে জ্বলছে একটা করে বাতি।

তিন তলায় উঠলো মহিলারা। একটু পরপরই কম বয়সী বেঁটে মেয়েটা পেছন ফিরে দেখছে অনুসরণ করে আসা সন্ন্যাসীকে। যখনই মেয়েটা পেছন ফিরছে মুখ নামিয়ে নিচ্ছে ডিক। ধার্মিক ভঙ্গিতে হাত দুটো বুকের কাছে জড়ো করে রেখেছে ও। চারতলায় উঠে আলাদা হয়ে গেলো দলটা। বেঁটে মেয়েটা একা এগোতে লাগলো। অন্যজন দাসীদের নিয়ে ডান পাশের একটা লম্বা বারান্দায় ঢুকে পড়লো।

দ্রুত বাকি সিড়িগুলো টপকালো ডিক। কোণায় দাঁড়িয়ে উঁকি দিলো বারান্দাটার দিকে। কোন্ দিকে যায় মেয়েলোকগুলো দেখতে লাগলো।

হঠাৎ একটা হাত স্পর্শ করলো ওর কাঁধ। অস্ফুট একটা শব্দ

করে ঘুরে দাঁড়ালো ডিক। চোখের পলকে ধরে ফেললো পেছনে দাঁড়ানো লোকটার হাত। বেঁটে মেয়েটা দাঁড়িয়ে আছে সামনে। সন্ত্রস্ত দৃষ্টি চোখে। ছেড়ে দিলো ডিক বেচারাকে।

'ম্যাডাম,' বললো ও, 'মাফ করবেন আমাকে। আমি বুঝতে পারিনি, আপনি মহিলা।'

বদলে গেলো মেয়েটার চেহারা। ভয়ের ভাব দূর হয়ে গেছে, কুঁচকে উঠেছে ভ্রূজোড়া। আত্মবিশ্বাসী চোখে তাকালো ওর দিকে।

'অদ্ভুত সন্ন্যাসী তো তুমি!' বললো সে। 'চোরের মতো উঁকি-ঝুঁকি মারছো! আমার মনে হয়, আসলে তুমি সন্ন্যাসীই নও। কি করছো এখানে, হ্যাঁ? আর লেডি ব্র্যাকলের দিকেই বা অমন চোরের মতো তাকিয়ে আছো কেন?'

'আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, ম্যাডাম, আমি চোর নই স্বীকার করছি এখানে কোনো কাজ নেই আমার, কিন্তু আপনি যদি চিৎকার করে লোক জড়ো করেন তাহলে আমার মৃত্যু কেউ ঠেকাতে পারবে না। অতটা নির্দয় কি হবেন আপনি?'

মেয়েটার হাত তুলে নিলো ডিক নিজের হাতে। সরাসরি তাকালো তার চোখের দিকে।

'গুপ্তচর তুমি?' জিজ্ঞেস করলো মেয়েটা।

'হ্যাঁ, এক হিসেবে তা-ই। কিন্তু ইয়র্ক বা ল্যাঙ্কাস্টারের হয়ে গুপ্তচরগিরি করতে আসিনি আমি। আমার জীবন তোমার হাতে সঁপে দিলাম···। আমি—আমি ভালোবাসি...।'

আর বলতে পারলো না ডিক। মেয়েটা ওর মুখে হাত চাপা দিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে সিড়ি বেয়ে।

'আর বলতে হবে না,' ফিসফিস করে বললো মেয়েটা। 'এসো

আমার সাথে।'

হতভম্ব ডিককে ওপর তলায় নিয়ে গেলো সে। দ্রুত একটা বারান্দা পেরিয়ে বড় একটা ঘরে নিয়ে ঢোকালো।

'এখানে অপেক্ষা করো,' বললো মেয়েটা। 'তুমি কে তা আর বলতে হবে না, আমি আন্দাজ করতে পারছি। তোমার সম্পর্কে সবই শুনেছি, মাস্টার শেলটন।'

অদ্ভুত একটা হাসি হেসে ছুটে বেরিয়ে গেলো মেয়েটা। অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো ডিক। কিছুক্ষণ পর বসে পড়লো একটা টুলের ওপর। পাশের ঘর থেকে ভেসে আসছে নারী কণ্ঠের কথাবার্তার আওয়াজ।

স্কার্টের খসখস আওয়াজ একবার। আলতো করে মাটিতে পা ফেলার শব্দ। তারপরই খুলে গেলো দরজাটা। জোয়ানা সেডলি ঢুকলো ঘরে। হাতে একটা বাতি।

মূল্যবান রত্নখচিত আকাশী রঙের একটা ভেলভেটের পোশাক পরে আছে জোয়ানা। চুলগুলো খোঁপা করে বাঁধা। মুগ্ধ হয়ে গেলো ডিক ওকে দেখে। হাতের বাতিটা উঁচু করে তরুণ সন্ন্যাসীর দিকে তাকালো জোয়ানা।

'এখানে কি চান আপনি?' জিজ্ঞেস করলো ও। 'কাউকে খুঁজছেন?'

একটা বাতিদানের ওপর বাতিটা রাখার জন্যে ঘুরে দাঁড়ালো ও। টুল ছেড়ে উঠলো ডিক।

'জোয়ানা,' বলতে চেষ্টা করলো ও, কিন্তু স্বর বেরোলো না গলা দিয়ে। 'জোয়ানা,' আবার শুরু করলো ডিক, 'তুমি বলেছিলে, আমাকে ভালোবাসো; আর···আর গাধার মতো আমি তা বিশ্বাস

করেছিলাম।'

ঝট করে ফিরলো মেয়েটা। বড় বড় হয়ে গেছে ওর চোখ দুটো। 'ডিক!' অস্ফুট কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলো ও।

পর মুহূর্তে আশ্চর্য হয়ে গেলো ডিক; লম্বা, অপূর্ব সুন্দরী মেয়েটা এক পা এগিয়ে এলো। দু'হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরলো ওর গলা। আলতো একটা চুমু দিয়েই সরে গেলো দূরে। কিন্তু ঐ একটা চুমুতেই সমস্ত আবেগ আর ভালোবাসা যেন উজাড় করে দিলো মেয়েটা।

ডিকের দিকে তাকিয়ে আছে জোয়ানা। হঠাৎ ফিক করে হেসে ফেললো ও। 'ওহ, ডিক! কেমন যে দেখা যাচ্ছে তোমাকে!' পর মুহূর্তেই গম্ভীর হয়ে গেলো ও। 'ডিক, কাল সকালে বুড়ো লর্ড শোরবিকে বিয়ে করতে হবে আমার। অ্যাবিচার্চে হবে অনুষ্ঠান। কাল সকালের আগে যদি তুমি আমাকে এ বাড়ি থেকে বের করে নিতে না পারো, তাহলে...তাহলে, এ-ই আমাদের শেষ দেখা!'

'শেষ দেখা!' উচ্চারণ করলো ডিক। 'অত সোজা নয়, জোয়ানা। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। তুমি কি মনে করো, ঐ বুড়ো হাবড়াটার সঙ্গে তোমার বিয়ে হতে দেবো আমি?'

ভেতরে ভেতরে রাগে ফুঁসছে ডিক। আপন মনেই একবার বললো, 'কক্ষণো না।'

এমন সময় পছন থেকে একটা শব্দ হলো। মুখ ফেরালো ওরা। দেখলো, বেঁটে তরুণী ঢুকছে ঘরে। ঠোঁটের ওপর একটা আঙুল তার।

'এত শব্দ করো তোমরা, উহ্!' বললো সে। 'আরেকটু আস্তে কথা বলতে পারো না? এবার তোমাকে যেতে হবে, জোয়ানা।

নিচে খাওয়ার সময় সবার সাথে না থাকলে, নানারকম প্রশ্ন উঠবে।'

করুণ হয়ে উঠলো জোয়ানার মুখ। 'খাওয়া! ওহ, অ্যালিসিয়া, একদম ভুলে গেছিলাম!'

'তুমি ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি এখানে অপেক্ষা করছি,' বললো ডিক। 'তোমার সাথে তো কথা বলারই সময় পেলাম না—খেয়ে এসো, তারপর কিছু একটা বুদ্ধি বের করতে হবে আমাদের। আর এদিকে...।'

থেমে গেলো ও। নিচ তলায় জোরে একটা ঘণ্টা বেজে উঠেছে।

'চলো, খাওয়ার সময় হয়ে গেছে,' বললো অ্যালিসিয়া।

'হ্যাঁ, চলো,' বললো জোয়ানা। 'ডিক, এখন যেতে হবে আমাকে। সাবধানে থেকো, ঘরে কেউ ঢুকলে লুকিয়ে পড়বে।'

দ্রুত পায়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো মেয়ে দুটো। চারপাশে তাকালো ডিক, লুকানোর মতো কোনো জায়গা আছে কিনা। এক-পাশে দেয়ালের সাথে ঝোলানো লম্বা একটা পর্দা দেখতে পেলো। সেটার পেছনে চলে গেলো সে। এবার অপেক্ষার পালা।

সময় বয়ে যাচ্ছে। আগুন জ্বলছে ফায়ার প্লেসে। ভেজা কাঠ পুড়ছে বোধহয়, হিসহিসে একটা শব্দ হচ্ছে। এ ছাড়া নিস্তব্ধ কামরাটা। হঠাৎ একটা শব্দ ঢুকলো ডিকের কানে। অত্যন্ত সাব-ধানে পা ফেলে হেঁটে আসছে কেউ। সাবধানে পর্দার আড়াল থেকে উঁকি দিলো ও। খুলে যাচ্ছে দরজাটা। ছোট্ট-খাটো, রোদেপোড়া একটা মুখ দেখতে পেলো ডিক। লর্ড শোরবির প্রতীক তার পোশাকে। চোরের মতো পা টিপে টিপে ভেতরে ঢুকলো সে।

ঝলমলে চোখ দুটো মেলে এদিক ওদিক তাকাতে লাগলো

লোকটা ; কিছু খুঁজছে যেন। কামরাটার ভেতর বেশ কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়ালো। দেয়ালে ঝোলানো পর্দার এখানে সেখানে হাত দিয়ে দেখলো, পেছনে কেউ আছে কিনা। ভাগ্য ভালো ডিকের, ও যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে হাত দিলো না লোকটা।

ফিরে যাওয়ার জন্যে ঘুরে দাঁড়ালো লোকটা। যেভাবে এসেছিলো তেমনই নিঃশব্দে এগোলো দরজার দিকে। হঠাৎ হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো মাটিতে। কিছু একটা তুলে নিলো মেঝে থেকে। উৎফুল্ল চোখে জিনিসটা দেখে কোমরের কাছে থলেতে ভরে রাখলো।

ধক করে উঠলো ডিকের কলজেটা। জিনিসটা দেখতে পেয়েছে ও। ওর কোমরবন্ধ থেকে খসে পড়া একটা সুতার গোছা। সঙ্গে সঙ্গে বুঝে ফেললো ও, এক্ষুণি ব্যাটা গুপ্তচর তার মালিককে গিয়ে জানাবে ব্যাপারটা। দাঁতে দাঁত ঘষে আলখাল্লার নিচ থেকে ছোরাটা বের করলো ডিক। তৈরি হলো, পর্দা সরিয়ে ছুটে যাওয়ার জন্যে।

কিন্তু, ঠিক সেই সময় অন্য একটা জিনিস ওর মনোযোগ কাড়লো। কর্কশ, ভাঙা ভাঙা একটা গলা। শুনলেই বোঝা যায় পুরো মাতাল হয়ে আছে গলার মালিক। ভারি পায়ে টলতে টলতে আসছে লোকটা।

গলাটা চিনতে কোনো অসুবিধা হয়নি ডিকের। ললেস। সম্ভবত মাতাল হয়ে ঘুমানোর মতো কোনো জায়গা খুঁজতে খুঁজতে এখানে এসে পড়েছে।

লোকটার কাণ্ডজ্ঞানহীনতা দেখে ভেতরে ভেতরে ফুঁসতে লাগলো ডিক। এখনো পর্দার আড়ালেই রয়েছে ও। চুপ করে

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো গুপ্তচরটা। তারপর বিড়ালের মতো নিঃশব্দ অথচ দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেলো ঘর ছেড়ে। বন্ধ হয়ে গেলো দরজা।

এবার কি করা যায়?

মনস্থির করে ফেললো ডিক। ললেসকে এভাবে মাতাল অবস্থায় যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াতে দেয়া যায় না। জোয়ানাকে উদ্ধার করার জন্যে যে কোনো বুদ্ধিই আঁটুক না কেন ও, লোকটার সাহায্য দরকার হবে তাতে।

পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো ও। দরজার ঠিক পাশেই অপেক্ষা করতে লাগলো। টলমল করতে করতে এগিয়ে আসছে ললেস। মুখটা লাল হয়ে আছে। বারান্দায় বেরিয়ে গেলো ডিক। ইশারায় শব্দ করতে বারণ করলো ললেসকে। নির্বোধের দৃষ্টিতে ওর দিকে চাইলো ললেস। তারপর চিৎকার করে ডেকে উঠলো ওর নাম ধরে।

ছুটে গেলো ডিক ওর কাছে। রেগেমেগে প্রচণ্ড জোরে ঝাঁকুনি লাগালো মাতালটার কাঁধ ধরে। 'চুপ, গর্দভ,' হিসহিস করে উঠলো ওর গলা। 'এখনো যদি সাবধান না হও তো আমাদের দু'জনকেই মরতে হবে।'

কিছু বললো না ললেস। উদ্ভাসিত মুখে একটা হাসি দিয়ে হেঁচকি তুললো শুধু। অলস ভঙ্গিতে একটা হাত তুলে চাপড়ে দিলো ডিকের পিঠটা।

ঠিক সেই সময় বারান্দার দেয়ালে ঝোলানো পর্দার আড়াল থেকে একটা অস্পষ্ট শব্দ ভেসে এলো ডিকের কানে। লাফ দিয়ে শব্দটা লক্ষ্য করে ছুটে গেলো ও। একটানে সরিয়ে দিলো পর্দা।

পলকের জন্যে গুপ্তচরের রোদে পোড়া চেহারাটা দেখতে পেলো। পর মুহূর্তে ওর দিকে ছুটে এলো লোকটা। হাত বাড়িয়ে চেষ্টা করলো গলা ধরতে।

দুই—মৃত গুপ্তচর

মাটিতে পড়ে গেলো দু'জন। গড়াগড়ি করতে লাগলো। একে অপরের গলা পেঁচিয়ে ধরতে চেষ্টা করছে। ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ তুলে কুঁসছে দু'জনই। প্রাণপণে চেষ্টা করছে অন্যজনকে কাবু করার। ডিক যুবক, শক্তিশালীও। কিছুক্ষণের চেষ্টায় গুপ্তচরটাকে কায়দা করতে পারলো ও। লোকটার বুকের ওপর হাঁটু দিয়ে শুইয়ে ফেললো মাটিতে। বাঁ হাতে চেপে ধরলো কণ্ঠনালী। ডান হাতটা উঠে গেলো ওপরে। লণ্ঠনের আলোয় ঝিক করে উঠলো ডিকের হাতের ছোরা। পর মুহূর্তে নেমে এলো হাত। লোকটার বুকে আমূল ঢুকে গেলো ছোরাটা।

হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে দাঁড়ালো ডিক। মৃত্যু যন্ত্রণায় তড়পাচ্ছে গুপ্তচর। হাঁটু দুটো বুকের কাছে চলে এসেছে তার। ঘড়ঘড় একটা শব্দ উঠলো গলা দিয়ে। কষ বেয়ে নেমে এলো সরু একটা রক্তের ধারা। মারা গেলো লোকটা।

নির্বোধের মতো তাকিয়ে রইলো ললেস।

'এখনো বোধহয় টের পায়নি কেউ,' ব্যস্তভাবে ফিসফিস করে

বললো ডিক। 'এখন কি করি একে নিয়ে বলো তো, ললেস? আগে ওর থলে থেকে সুতার গোছাটা বের করে নিতে হবে।'

হাঁটু গেড়ে বসলো ও। থলেটা খুললো। সুতার গোছাটা ছাড়াও কিছু টাকা এবং লর্ড ওয়েনসলিডেলের কাছে লেখা একটা চিঠি পাওয়া গেলো। চিঠিটার ওপর লর্ড শোরবির মোহর আঁকা। গালার মোহর ভেঙে চিঠিটা পড়তে শুরু করলো ও। চিঠিটা ছোট কিন্তু পড়তে পড়তে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো ডিকের চেহারা। লর্ড শোরবি যে ল্যাঙ্কাস্টারিয়ানদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে গোপনে ইয়র্কিস্টদের সাথে যোগাযোগ করছেন তার সুস্পষ্ট প্রমাণ চিঠিটা।

সব সময় কোমরবন্ধের সাথে ঝোলানো একটা শিঙে কালি এবং কলম রাখে ডিক। তাড়াতাড়ি চিঠিটার এক কোণা ছিঁড়ে নিয়ে হাঁটুর ওপর রেখে লিখে ফেললো এই কথাগুলো:

'প্রিয় লর্ড শোরবি,

আপনার চিঠি আমার হাতে পড়েছে। আমি আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি, জোয়ানা সেডলিকে বিয়ে করবেন না।

—জন অ্যামেণ্ড-অল।'

কাগজের টুকরোটা মৃত লোকটার বুকের ওপর রেখে দিলো ডিক। ললেস—অনেক সজ্ঞান দেখাচ্ছে এখন ওকে—জোব্বার তল থেকে একটা কালো তীর বের করে রেখে দিলো কাগজটার ওপর।

সোজা হলো ডিক। ইস্পাত কঠিন চোখে চাইলো ললেসের দিকে। দাঁতে দাঁত চেপে বললো, 'একটা মেয়েকে উদ্ধার করার জন্যে এখানে এসেছি আমরা। তুমি যা শুরু করেছ, তাতে এতক্ষণ আমাদের ফাঁসিতে ঝুলবার কথা। ভাগ্য ভালো বলেই বোধহয় এখনো বেঁচে আছি। শোনো, ললেস, তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি,

এরপর থেকে একটু হুঁশিয়ার হয়ে চলবে। এখন সোজা নিচে চলে যাও, চোখকান খোলা রাখবে আর মুখ বুজে থাকবে।'

'যাচ্ছি,' বিব্রত গলায় বললো ললেস। 'আমি দুঃখিত, মাস্টার শেলটন।'

ঘুরে দাঁড়ালো ও। দ্রুত পায়ে বারান্দা পেরিয়ে চলে গেলো সিড়িঘরের দিকে।

ঘরের ভেতর ফিরে এলো ডিক। দাঁড়িয়ে পড়লো পর্দার আড়ালে গিয়ে। আবার অপেক্ষার পালা। টিমটিম করে জ্বলছে ঘরের বাতিটা। তেল ফুরিয়ে এসেছে বোধহয়। সময় বয়ে যাচ্ছে। ক্রমশ আরো কমে আসছে বাতির উজ্জ্বলতা। অবশেষে মৃদু কথাবার্তা, সেই সাথে পায়ের শব্দ ভেসে এলো ডিকের কানে। আলাপ করতে করতে সিড়ি বেয়ে উঠে আসছে অনেক লোক। মুহূর্ত পরেই অনেকগুলো কণ্ঠের তীক্ষ্ণ ভীতিপূর্ণ চিৎকারের শব্দ। একটু পরেই চারদিক থেকে ভেসে আসতে লাগলো পায়ের আওয়াজ। স্যার ড্যানিয়েল এবং লর্ড শোরবিও এলেন। খোলা দরজা দিয়ে শোনা গেলো স্যার ড্যানিয়েলের গলা।

'মাই লর্ড! কালো তীর সম্পর্কে আগেই বলেছিলাম আপনাকে। এখন নিজের চোখে দেখুন—আপনার নিজের লোকের বুকে! কিন্তু এই চিঠিটার বক্তব্য কি?'

'একটা চিঠি ছিলো এর কাছে, আ-আমি লিখেছিলাম।' গলাটা একটু কেঁপে গেলো লর্ড শোরবির। 'চুরি গেছে ওটা। আমার বিশ্বাস এই জন অ্যামেণ্ড-অল লোকটা এ বাড়িতেই আছে এখনো। চিঠিটা ফেরত পেতে হবে আমাকে।'

'বাড়ির চারপাশে পাহারা বসাও এক্ষুণি।' হাঁক ছাড়লেন স্যার

ড্যানিয়েল। 'জন অ্যামেণ্ড-অল যদি ভেতরে থাকে, কোনোমতেই যেন আর বেরোতে না পারে।'

ভারি পায়ের শব্দ শোনা গেলো বারান্দায়। সান্ত্রীরা চিৎকার করে করে একজনের কাছ থেকে অন্য জনের কাছে পৌঁছে দিতে লাগলো নির্দেশ। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাড়ির চারপাশে এবং বাগানে দাঁড়িয়ে গেলো প্রহরীরা, সিড়ির গোড়ায় একজন করে, একতলায় বিরাট হল কামরাটার সামনে পুরো একটা বাহিনী।

ইতিমধ্যে প্রবল তুষারপাত উপেক্ষা করে গুপ্তচরের দেহটা নিয়ে যাওয়া হলো অ্যাবিচার্চে।

অনেক—অনেকক্ষণ পর মেয়ে দুটো ফিরে আসতে পারলো সেই কামরায়। ডিক বেরিয়ে এলো পর্দার আড়াল থেকে। ওরা চলে যাওয়ার পর থেকে যা যা ঘটেছে সংক্ষেপে বললো সব। শুনে কাগজের মতো সাদা হয়ে গেলো জোয়ানার মুখ। দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো ও।

'আর কোনো উপায় নেই, ডিক,' বললো জোয়ানা। 'বুড়ো শোরবিকেই বিয়ে করতে হবে আমার।'

'কোনোভাবে যদি মাত্র আধ ঘণ্টার জন্যে এ বাড়ি ছেড়ে বেরোতে পারতাম,' বললো ডিক, 'তাহলে আশা করি সব ঠিক করে ফেলতে পারতাম। বিয়েটাও ঠেকাতে পারতাম···।' হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো ওর চোখ দুটো। বেঁটে মেয়েটার দিকে ফিরলো। 'নাম কি গুপ্তচরটার?'

'রাটার।'

'নিচে গিয়ে যদি বলি, রাটারের জন্যে প্রার্থনা করতে যাচ্ছি, তাহলে হয়তো চার্চ পর্যন্ত যেতে পারবো।'

'উঁহু, ওতে বিপদ...' শুরু করলো জোয়ানা।

'এখানে থাকাটা আরো বেশি বিপদের,' বললো ডিক। 'তোমাকে এখান থেকে বের করতে হলে, যা করার এখনই করতে হবে।'

আর বাধা দিলো না জোয়ানা। বললো, 'যাও' তাহলে, ডিক। সাবধানে থেকো—আর মনে রেখো, আমার মনটা যাচ্ছে তোমার সাথে।'

এক মিনিট পরেই ডিককে দেখা গেলো, সিড়ি বেয়ে নেমে আসছে। গভীর চিন্তামগ্নের মতো মাথাটা বুকের ওপর নামানো। আলখাল্লার মুখাবরণ ঢেকে রেখেছে মুখের প্রায় সবটা। তিন তলায় নেমে এলো ও। বাধা দিলো না সিড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা প্রহরী। দোতলায় নামতেই বাধা পেলো ডিক। সশস্ত্র প্রহরী তলোয়ার ঠেকিয়েছে ওর বুকে।

'কোথায় যাওয়া হচ্ছে?'

'রাটারের বিদেহী আত্মার জন্যে প্রার্থনা করতে যাচ্ছি আমি, বাছা।'

'বেশ বেশ, কিন্তু একা তো যেতে দেয়া হবে না আপনাকে।'

সিড়ির পাশের একটা থামের সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো প্রহরী। তীক্ষ্ণ একটা শিস বাজালো। তারপর ইশারায় নিচে চলে যেতে বললো ডিককে।

প্রায় এক ডজন সশস্ত্র লোক অপেক্ষা করছিলো সিড়ির নিচে। কৌতূহলী চোখে ডিকের দিকে তাকালো তারা। একই গল্প শোনালো আবার ও। চারজন সশস্ত্র লোককে সন্ন্যাসীর সাথে যাওয়ার জন্যে বললো দলনেতা।

'দেখো, পালায় না যেন,' সাবধান করে দিলো সে। 'সোজা

চার্চে নিয়ে যাবে। আগে পুরোহিতকে দেখিয়ে নেবে।'

দু'পাশ থেকে দু'জন সশস্ত্র লোক ধরলো ডিকের দু'বাহু। খুলে গেলো দরজা। রাতের নিশ্ছিদ্র আঁধারের নিচ দিয়ে বাগান পেরোলো ওরা। জমে থাকা তুষার মাড়িয়ে হাঁটতে লাগলো চার্চের দিকে।

অ্যাবিচার্চের কাছে পৌঁছে গেছে ওরা। আলোয় ঝলমল করছে কাঁচের জানালাগুলো। দরজাগুলোর সামনে অবস্থান নিয়ে আছে তীরন্দাজরা।

চার্চের ভেতরে ঢুকলো ডিক। বিরাট বেদীটার ওপর খাটিয়ায় শোয়ানো রয়েছে মৃত গুপ্তচরের দেহ। এক সারি মোমবাতি পুড়ছে। স্নিগ্ধ অনুজ্জ্বল আলোয় অস্পষ্টভাবে আলোকিত হয়ে আছে জায়গাটা। আলখাল্লা পরা সন্ন্যাসীরা হাঁটু গেড়ে বসে প্রার্থনা করছে। অনেকগুলো কণ্ঠের সম্মিলিত প্রার্থনার শব্দ গুঞ্জনের মতো প্রতিধ্বনিত হচ্ছে খিলানগুলোয়।

উঠে দাঁড়ালো এক সন্ন্যাসী। এগিয়ে এলো ডিক এবং সশস্ত্র লোক চারটের দিকে। মুখাবরণের কারণে চেহারা দেখা যাচ্ছে না তার। ইশারায় সশস্ত্র লোকগুলোকে বেরিয়ে যেতে বললেন তিনি।

চলে গেল ওরা। ঘাড় গুঁজে দাঁড়িয়ে রইলো ডিক।

'কে তুমি?' জিজ্ঞেস করলেন পুরোহিত। 'এখানে এসেছ কেন? দেখি, তোমার মুখ দেখতে দাও আমাকে।'

চমকে উঠলো ডিক গলাটা খুব ভালো করেই চেনে ও। মাথা তুলে তাকালো পুরোহিতের দিকে শান্ত গলায় বললো, 'আপনাকে ফাঁকি দেয়ার আশা করি না আমি। আমার জীবন আপনার হাতে, স্যার অলিভার।'

তিন—অ্যাবিচার্চ-এ

চমকালেন স্যার অলিভারও। বিবর্ণ হয়ে গেলো তাঁর মাংসল, ভোঁতা থুতনিটা। নিরবে তাকিয়ে রইলেন ডিকের দিকে।

'রিচার্ড শেলটন!' অবশেষে কথা বলতে পারলেন তিনি, 'এখানে কি করছো তুমি? স্যার ড্যানিয়েল যদি টের পায় তা হলে কি হবে বুঝতে পারছো?'

'স্যার ড্যানিয়েলের কথা বাদ দিন,' বললো ডিক, 'আপনি কি করবেন? আমাকে খুন করার জন্যে তৈরি আপনি?'

মাথা নাড়লেন স্যার অলিভার। কাঁপছে তাঁর ঠোঁট দুটো। কিছু বলতে চাইছেন কিন্তু পারছেন না।

'না,' শেষ পর্যন্ত বললেন তিনি, 'তোমাকে মারবো না আমি, ধরিয়েও দেবো না। বাকি রাতটুকু আমার পাশে বসে থাকবে তুমি। লর্ড শোরবির বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত নড়বে না। বিয়ে শেষে সবাই চলে যাওয়ার পর, সব কিছু যদি ঠিক-ঠাক থাকে, পালাতে পারবে। কিন্তু, সাবধান, কোনো রকম চালাকি করার চেষ্টা করবে না, তাহলে যদি কিছু ঘটে তার জন্যে আমি দায়ী থাকবো না। এখন, এসো আমার সাথে।'

হাতে ধরে ডিককে নিয়ে সন্ন্যাসীদের দিকে এগোলেন স্যার অলিভার। আগের জায়গায় বসে ডিককে বসালেন পাশে।

চার্চের ভেতর চারদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগলো ডিকের চোখ।

হাঁটু গেড়ে বসে প্রার্থনারত সন্ন্যাসীদের দেখলো। মুখ ঘুরিয়ে তাকালো দরজার দিকে, সশস্ত্র সৈনিকরা দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। তার মানে ফাঁদে পড়ে গেছে ও। নিজের হাতে খুন করা লোকটার ফ্যাকাশে মুখ দেখে কাটাতে হবে রাতটা। কয়েক ঘণ্টা পরেই এখানে বিয়ে হবে ওর প্রিয়তমার। নিরুপায় বসে বসে দেখতে হবে ওকে।

দীর্ঘ মিনিটগুলো পেরিয়ে যাচ্ছে এক এক করে, তারপর ঘণ্টায় পরিণত হচ্ছে। গুন-গুন করে প্রার্থনা, চলছে তো চলছে। স্তোত্র আওড়াচ্ছে সন্ন্যাসীরা, বিষাদের মূর্চ্ছনা তুলে বেজে চলেছে ঘণ্টা। হাতগুলো বুকের ওপর আড়াআড়িভাবে রেখে শুয়ে আছে মৃত গুপ্তচর। নিষ্প্রাণ চোখ জোড়া তাকিয়ে আছে ছাদের দিকে।

অনেক-অনেকক্ষণ পর ডিকের দিকে একটু ঝুঁকে এলেন স্যার অলিভার। ফিসফিস করে বললেন, 'রিচার্ড, এই পবিত্র জায়গায় কসম খেয়ে বলছি, তোমার বিরুদ্ধে কোনো পাপ কাজ করিনি আমি। আমার সম্পর্কে কোনো ভুল ধারণা পোষণ কোরো না। একটা লোক না জেনে ভুল করতে পারে। স্বীকার করছি, তোমার বাবার মৃত্যুর ব্যাপারে আমি সাহায্য করেছি। আমি যদি তাকে প্রলোভিত না করতাম তাহলে কিছুতেই খুন করতে পারতো না স্যার ড্যানিয়েল। কিন্তু, ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে বলছি, কি করছি তা না জেনেই কাজটা করেছিলাম আমি।

'হতে পারে,' বললো ডিক, 'কিন্তু সত্যিই যদি আপনি নিষ্পাপ হতেন, আমাকে ভয় পাওয়ার কিছু ছিলো না আপনার।'

আর কোনো কথা হলো না ওদের ভেতর। অবশেষে ভোর হলো। অস্পষ্ট ধূসর আলো প্রথমে। তারপর ধীরে ধীরে স্পষ্ট

আলোয় হাসে উঠলো প্রকৃতি কাঁচের জানালাগুলোয় কমলা রঙের রোদ এসে পড়লো। রাতের দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া আর নেই। তুষার পড়া বন্ধ হয়েছে। থেমে গেছে ঝড়। নতুন, উজ্জ্বল একটা দিনের সূচনা হচ্ছে।

মৃত লোকটার খাটিয়া নিয়ে যাওয়া হলো গোরস্থানের দিকে। একটু পরেই শহরের লোকেরা এসে ঢুকতে লাগলো চার্চে। পিঠ-ওয়ালা বেঞ্চগুলো ভরে উঠতে লাগলো ধীরে ধীরে।

ক্রমশ বাড়ছে তাদের সংখ্যা। সতর্ক চোখে চারপাশে তাকালো একবার ডিক। একটা লোককে দেখে ভীষণ অবাক হলো ও। ললেস। এখনো সেই সন্ন্যাসীর পোশাক পরে আছে। ও কি করে এলো এখানে!

প্রায় একই সময় ললেসও আবিষ্কার করলো তার নেতাকে। চোখ টিপে, ডান হাতটা সামান্য তুলে ইশারা করলো সে। তারপর নিঃশব্দে চলে গেলো-একটা থামের আড়ালে। মিনিট খানেক পরেই আলখাল্লার হাতায় একটা টান অনুভব করলো ডিক। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলো, প্রার্থনার ভঙ্গিতে ওর পাশে এসে বসেছে ললেস।

একটু পরেই উঠে গেলেন স্যার অলিভার। বেঞ্চগুলোর ভেতর দিয়ে এগিয়ে গেলেন সৈনিকদের দিকে।

'নড়ো না,' ফিসফিস করে বললো ডিক। 'ভালো একটা ফ্যাসাদে পড়ে গেছি আমরা।'

'এলিসের কাছ থেকে কোনো খবর পাওনি?'

চমকে উঠলো ডিক। 'এলিস? এখানে নাকি?'

'নিশ্চয়ই। মনে নেই, বিয়েটা ঠেকাবে বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলো ও? প্রাণ গেলেও প্রতিজ্ঞা পালন করবে এলিস!'

লম্বা করে একটা শ্বাস নিলো ডিক। চিন্তিত গলায় বললো, 'সেক্ষেত্রে তোমার আমার—দু'জনেরই মরার সম্ভাবনা ষোলো আনা। কিছুতেই এখান থেকে প্রাণ নিয়ে বেরোতে পারবো না আমরা।'

হঠাৎ জোরে বেজে উঠলো চূড়ার ঘণ্টাগুলো। এক দঙ্গল লোক হুড়মুড় করে ঢুকে পড়লো গির্জায়। পা ঠুকে জুতোর ওপর থেকে গুঁড়ো গুঁড়ো তুষার ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করছে অনেকে চওড়া দরজাগুলো খুলে গেলো। লর্ড শোরবির সশস্ত্র লোকরা ঢুকলো। প্রত্যেকের হাতে বল্লম। দুই সারি করে এগিয়ে গেলো সামনের বেদীর দিকে। বেঞ্চগুলোর মাঝখানের সরু ফাঁকা জায়গা থেকে লোকজন সরিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো সোজা হয়ে। দরজার বাইরে থেকে ফাইফ আর ট্রাম্পেটের তীক্ষ্ণ শব্দ ভেসে আসছে। ক্রমশ এগিয়ে আসছে শব্দ।

দরজার ঠিক বাইরে এসে থেমে পড়লো শব্দের উৎসটা। অপূর্ব সুরের মূর্চ্ছনা তুলে বেজে চললো বিয়ের বাজনা। এসে গেছে কনে আর তার সঙ্গী সাথীরা।

একদম সামনে কনে, শীতের মতো বিবর্ণ চেহারা। একপাশে স্যার ড্যানিয়েল, ধরে আছেন তার বাহু। অন্য পাশে ছোটখাটো এক তরুণী—আগের রাতে এ-ই সাহায্য করেছিলো ডিককে। ঠিক পেছনে, দামী ফার এবং ভেলভেটের পোশাক পরা বর—ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে আসছেন লর্ড শোরবি।

দাঁতে দাঁত ঘষলো ডিক। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো, লোকটা কাছাকাছি আসামাত্র ঝাঁপিয়ে পড়বে, চার্চের ভেতর বলে মাফ করবে না। তারপর যা হয় হবে।

কিন্তু এলিস ডাকওয়ার্থের কথা ভুলে গিয়েছিলো ও।

হঠাৎ একটা গুঞ্জন উঠলো ভীড়ের ভেতর। চোখগুলো ওপরে উঠে গেলো সবার। চঞ্চল হয়ে উঠলো কেউ কেউ তীক্ষ্ণ চিৎকার করে কেউ একজন সতর্ক করলো কাউকে। সবার দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকালো ডিক। দেখলো নেভ-এর (পাদ্রীদের জন্যে সংরক্ষিত গির্জার একটা জায়গা।) ঠিক ওপরে উঁচু একটা গ্যালারিতে তিন চারজন লোক। বাঁকানো ধনুক হাতে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে

ডিকের সঙ্গে চোখাচোখি হলো একজনের। পর মুহূর্তে বাতাসে টঙ্কার তুলে ছুটলো তীর। পর পর কয়েকটা। তীক্ষ্ণ আতঙ্কিত একটা চিৎকার উঠলো।

হুলস্থূল পড়ে গেলো জায়গাটায়। হৈ চৈ, ঠেলাঠেলি আর চিৎকার। কে কাকে ঠেলে আগে জটলার কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছুবে। পাদ্রী এবং সন্ন্যাসীরা কাঁপতে লাগলো আতঙ্কে। বাজনা বন্ধ হয়ে গেছে। শেষ একবার বেজে বন্ধ হয়ে গেলো ঘন্টার শব্দ। ইতিমধ্যে গ্যালারির পেছনে একটা দরজা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে তীরন্দাজরা।

নেভ-এর মাঝখানে নিস্পন্দ হয়ে পড়ে আছে বর। দুটো কালো তীর বিঁধে আছে তাঁর শরীরে। সংজ্ঞা হারিয়ে পড়ে আছে কনেও। দাঁড়িয়ে আছেন স্যার ড্যানিয়েল। তাঁর বাঁ হাতে বিঁধেছে একটা তীর। মাথা ছুঁয়ে চলে গেছে অন্য একটা। রক্তে ভেসে যাচ্ছে মুখ।

উঠে দাঁড়িয়েছে ডিক আর লেলেস। আতঙ্কে শুকিয়ে গেছে স্যার অলিভারের মুখ। নেভ-এর কাছে এসে দাঁড়িয়ে স্যার ড্যানিয়েলকে ডাকলেন তিনি। ইশারায় ডিককে দেখিয়ে বললেন,

'ঐ যে রিচার্ড শেলটন, আমাদের জনকেই খুন করার প্রতিজ্ঞা করেছিলো যে।'

প্রায় অন্ধ হওয়ার দশা স্যার ড্যানিয়েলের। রাগ এবং কপাল বেয়ে নেমে আসা রক্তের স্রোত—দুটোই তার কারণ। গর্জে উঠলেন, 'কোথায়? ধরো ওকে! খোদার কসম, এর শাস্তি ওকে পেতেই হবে।'

একটু পাতলা হলো ভীড়টা। সশস্ত্র সৈনিকরা ছুটে গেলো ডিক এবং ললেস যেখানে ছিলো সেদিকে। কর্কশ কয়েকটা হাত টানতে টানতে স্যার ড্যানিয়েলের কাছে নিয়ে এলো ডিককে। গোবেচারা ভালো মানুষের মতো বসে রইলো ললেস।

হাতের তালু দিয়ে চোখের ওপর থেকে রক্ত মুছলেন স্যার ড্যানিয়েল। আগুন ঝরছে তাঁর দৃষ্টি থেকে।

'আমার বাড়িতে নিয়ে যাও ওকে!' চিৎকার করে উঠলেন তিনি। 'ওর হাড় আর মাংস আলাদা করবো আমি।'

মাথাটা একটু ঝাঁকিয়ে গলা চড়ালো ডিক, 'অপরাধী নিরপরাধী, সবার জন্যে নিরাপদ অভয় এলাকা চার্চ। এখান থেকে আপনি ধরে নিয়ে যেতে পারেন না আমাকে!'

দীর্ঘদেহী, সুদর্শন এক লোক এগিয়ে এলেন সামনে। চমৎকার, দামী কাপড়চোপড় পরে আছেন তিনি। বললেন, 'হ্যাঁ, সবার জন্যে নিরাপদ এলাকা চার্চ। কিন্তু তুমি এই পবিত্র জায়গাকে খুনের কালিমা দিয়ে কলুষিত করেছো।'

মুখোমুখি হলো ডিক ভদ্রলোকের। 'একটু আগে ঘটে যাওয়া হত্যাকাণ্ডের জন্যে আমি যদি দায়ী হইও, এখনো তা প্রমাণের অপেক্ষায় আছে। এই তরুণী ভদ্রমহিলাকে আমি ভালোবাসি।

ও-ও ভালোবাসে আমাকে। আমরা বিয়ে করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তাতে বাধা দেয়া হয়েছে। একটা মেয়েকে ভালবাসা বা তার ভালোবাসা পাওয়া কি অপরাধ?'

মৃদু গুঞ্জন উঠলো ভীড়ের ভেতর। দ্বিধায় পড়ে গেছে সবাই। এই সময় ললেসের দিকে ইশারা করলেন স্যার অলিভার। এবার ওকেও ধরে নিয়ে আসা হলো ডিকের পাশে।

একটা হাত উঁচু করে সবাইকে চুপ করতে বললেন দীর্ঘদেহী। সঙ্গে সঙ্গে নিরবতা নেমে এলো জায়গাটায়। দু'জন সৈনিককে ইশারা করলেন তিনি। 'দেখো তো' কোনো অস্ত্র আছে কিনা এদের কাছে।'

ডিকের আলখাল্লার নিচে ছোরাটা পেলো ওরা। ললেসের জোব্বার নিচ থেকে বেরোলো কালো তীরভর্তি একটা তূণ। ডিকের দিকে ফিরলেন দীর্ঘদেহী। 'সশস্ত্র অবস্থায় তোমরা এসেছ এখানে। এবার কি বক্তব্য আছে তোমাদের, বলো।'

'স্যার' জবাব দিলো ডিক, 'আবার বলছি, চার্চ জায়গাটা সবার জন্যেই অভয় এলাকা। এখান থেকে আমাকে ধরে নিয়ে যাওয়ার কোনো অধিকার কারো নেই। কিন্তু আপনি চাইলে স্বেচ্ছায় আমি আপনার বন্দী হতে পারি। কিন্তু স্যার ড্যানিয়েলের মতো পশুর হাতে পড়তে রাজি নই আমি। আপনি শুনেছেন, আমার অপরাধ প্রমাণ হওয়ার আগেই কিভাবে শাঁসাচ্ছিলেন উনি। আমার একটাই প্রার্থনা—সুবিচার চাই আমি।'

আর থাকতে পারলেন না স্যার ড্যানিয়েল। 'মাই লর্ড,' বলে উঠলেন তিনি, 'এই নেকড়েটার কথা বিশ্বাস করবেন আপনি? আমি বলছি ও একটা খুনী।'

একটু আগে জ্ঞান ফিরে এসেছে কনের। তার চারপাশে ভীড় করে থাকা মেয়েগুলোকে সরিয়ে এবার উঠে দাঁড়ালো সে। দীর্ঘ-দেহী লোকটার সামনে এসে হাঁটু গেড়ে বসলো।

'লর্ড রাইজিংহ্যাম,' কান্না ভেজা গলায় বললো ও, 'আমার কথা শুনুন দয়া করে, আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এখানে আনা হয়েছে আমাকে। স্যার ড্যানিয়েল আমার আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে ধরে এনেছে আমাকে। তারপর থেকে মাত্র একটা লোকের কাছে আমি একটু সহানুভূতি, একটু ভালো ব্যবহার পেয়েছি। সে হচ্ছে রিচার্ড শেলটন, যাকে খুনের দায়ে অভিযুক্ত করছেন আপনারা। স্যার ড্যানিয়েলই খুন করতে চেয়েছিলো মাস্টার শেলটনকে। নিজের বাড়ি থেকে কোনোমতে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে বাঁচে ও। বনের রাজদ্রোহীরা ওকে আশ্রয় দেয়। এখন বলুন, দোষী কে? স্যার ড্যানিয়েল—না রিচার্ড শেলটন?'

এবার ছোটখাটো তরুণীটাও এসে হাঁটু গেড়ে বসলো জোয়ানার পাশে।

'আঙ্কল,' বললো সে, 'সবই সত্য কথা বলছে ও, আমি জানি। আসলে রিচার্ড শেলটনকে আমিই স্যার ড্যানিয়েলের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলাম।'

একবার এর মুখে একবার ওর মুখে তাকাতে লাগলেন লর্ড রাইজিংহ্যাম। কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন তিনি। তারপর জোয়ানার কাঁধে সস্নেহ একটা হাত রেখে ফিরলেন স্যার ড্যানিয়েলের দিকে।

'এই বন্দীর ভার নিচ্ছি আমি,' বললেন তিনি। 'ন্যায় বিচার যেন হয়, তা দেখতে হবে আমাদের। এখন তাড়াতাড়ি বাসায়

চলে যান। আপনার আঘাতের চিকিৎসা হওয়া দরকার। দেরি করা ঠিক হবে না মোটেই।'

রাগে লাল হয়ে গেছে স্যার ড্যানিয়েলের মুখ। প্রতিবাদ করার জন্যে মুখ খুলতে গেলেন তিনি। হাতের ইশারায় তাকে থামিয়ে দিলেন লর্ড রাইজিংহ্যাম। ঠিক সেই সময় একটা ট্রাম্পেট বেজে উঠলো দরজার বাইরে। লর্ড রাইজিংহ্যামের প্রতীকধারী একদল তীরন্দাজ ও সশস্ত্র সৈনিক ঢুকলো চার্চে। ডিক এবং লেসকে নিয়ে বেরিয়ে গেলো তারা।

চার—লর্ড রাইজিংহ্যাম

শোরবির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি লর্ড রাইজিংহ্যাম। শহরের ঠিক বাইরে প্রাসাদোপম এক অট্টালিকায় থাকেন তিনি। সশস্ত্র প্রহরীরা পাহারা দেয় বাড়িটার প্রতিটি দরজা, ফটক।

এই অট্টালিকারই একটা ঠাণ্ডা আসবাবপত্রবিহীন কক্ষে রাখা হয়েছে ডিক আর লেসকে। ওদের দু'জনকে ঘরের ভেতর ঢুকিয়েই বাইরে থেকে তালা মেরে দেয়া হলো দরজায়।

'চমৎকার দেখিয়েছ তুমি চার্চে, মাস্টার ডিক,' হাই তুলতে তুলতে বললো লেসে। 'অন্তত ভালো লোকের হাতে পড়া গেছে। শেষ পর্যন্ত হয় তো একই গাছে ফাঁসিতে ঝুলবো, কিন্তু তার আগে নিয়ম মাফিক বিচারটাতো হবে।'

হাসলো ডিক, করুণ হাসি। 'হয়তো তুমি ঠিকই বলেছো,

ললেস।'

'আরে, তুমি দেখছি সত্যিই হতাশ হয়ে পড়েছ। ভুলে যাচ্ছো কেন, শেষ একটা তীর এখনো রয়েছে আমাদের তূণে। আমাদের মুক্ত করতে দুনিয়া তোলপাড় করে ছাড়বে না এলিস ডাকওয়ার্থ।'

'ও আর কি করবে? এই বাড়ি আক্রমণ করার মতো লোকবলই নেই ওর। কাল দুপুরের আগে যদি কোনোমতে একবার ছাড়া পেতাম, আর একটা জায়গায় পৌঁছুতে পারতাম, পুরো পরিস্থিতিটাই বদলে যেতো তাহলে। সে রকম কোনো আশা অবশ্য দেখছি না সামনে।'

হাই তুললো ললেস। 'বিচার হলে, দুজনেই শপথ করে বলবো, আমরা নিরপরাধ। যাকগে, এই ফাঁকে একটু ঘুমিয়ে নিই। কাল রাতটা বড় খারাপ গেছে।'

ঘরের এক কোণায় গিয়ে কুকুর কুণ্ডলী হয়ে শুয়ে পড়লো সে। আলখাল্লার মুখাবরণটা টেনে দিলো মুখের ওপর। একটু পরেই নাক ডাকার শব্দ শোনা যেতে লাগলো ললেসের।

সময় গড়িয়ে যাচ্ছে। চুপচাপ বসে আছে ডিক। ঘুম আসছে না ওর। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলো। সন্ধ্যার একটু আগে খুলে গেলো দরজা। চারজন সশস্ত্র লোক ঢুকলো ঘরে। ওকে ওপর তলায় নিয়ে গেলো তারা।

নিজের ঘরে বসে আছেন লর্ড রাইজিংহ্যাম। পাশেই ফায়ার প্লেসে আগুন জ্বলছে। বেশ উষ্ণ ঘরটা। ওরা ঘরে ঢুকতে মুখ তুলে তাকালেন তিনি।

'রিচার্ড শেলটন,' বললেন তিনি, 'তোমার বাবাকে চিনতাম আমি। চমৎকার মানুষ ছিলেন। সেই সুবাদেই তোমাকে সাহায্য

করতে চাই। তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগগুলো খুব কড়া। খুনী রাজদ্রোহীদের সাথে থাকো, একটা জাহাজ চুরির ব্যাপারেও সন্দেহ করা হচ্ছে তোমাকে; জানা গেছে, যে রাতে স্যার ড্যানিয়েলের বাড়িতে একজন লোক খুন হয় সে রাতে তুমি ছিলে সেখানে···।'

'স্বীকার করছি আমি হত্যা করেছি রাটার নামের লোকটাকে,' স্থির গলায় বললো ডিক। 'এ ছাড়া কোনো উপায় ছিলো না আমার। তার থলেতে এই চিঠিটা পেয়েছিলাম। আপনি কি দেখবেন? হয় তো কৌতূহলী হওয়ার মতো কিছু পাবেন এতে।'

চিঠিটা নিলেন লর্ড রাইজিংহ্যাম। খুলে পড়লেন। তারপর মুখ তুলে তাকালেন। 'ল্যাঙ্কাস্টার না ইয়র্ক—কোন্ দলে তুমি?'

হাসলো ডিক। একটু আগেও আমি জানতাম না প্রশ্নটার উত্তর। এখন জানি, আমি ইয়র্কের দলে।'

মাথা ঝাঁকালেন লর্ড রাইজিংহ্যাম। 'যাহোক সত্যি কথাটা অন্তত স্বীকার করার মতো সাহস আছে তোমার। কিন্তু তাহলে এই চিঠিটা কেন দেখালে আমাকে?'

'কারণ, আমি বিশ্বাস করি, দুপক্ষেরই বিশ্বাসঘাতকদের ব্যাপারে সাবধান থাকা উচিত।'

'হুঁ। আমার মনে হয় সাবধান আছে ওরা। সাবধান থাকতে হয়—তোমার বয়স অল্প তো, এখন বুঝবে না। তোমাকে খুব পছন্দ হয়েছে আমার, শেলটন। স্যার ড্যানিয়েল যদি আমাদের পক্ষের একটা শক্ত খুঁটি না হতেন তাহলে হয়তো তোমাদের ঝগড়ায় তোমার পক্ষ নিতাম আমি। আমার মনে হয় ভুল পথে চালানো হয়েছে তোমাকে। যা হোক, আমি যা-ই করি না কেন, আমার দলের পক্ষে করতে হবে। স্যার ড্যানিয়েলের সাহায্য দরকার

আমাদের।'

'মাই লর্ড, আমি যদি আপনি হতাম, সামান্যই বিশ্বাস করতাম স্যার ড্যানিয়েলকে। এর আগে একাধিকবার উনি পক্ষ বদল করেছেন।'

'উনি একা নয়,' তিক্তকণ্ঠে বললেন আর্ল, 'আরো অনেকেই করেছে। কিন্তু গত কয়েক মাস ধরে উনি দৃঢ়ভাবে ল্যাঙ্কাস্টারের পক্ষে আছেন।'

'আমার মনে হয় এটা পড়া দরকার আপনার।' পোশাকের তল থেকে আরেকটা চিঠি বের করলো ডিক। 'এলিস ডাকওয়ার্থ নামে আমার এক বন্ধু স্যার ড্যানিয়েলের এক দূতের কাছ থেকে এটা উদ্ধার করেছিলো।'

চিঠিটা নিলেন আর্ল। পড়ে রাগে কাঁপতে লাগলেন তিনি। আঁকড়ে ধরলেন কোমরের ছোরাটা।

'দেখেছেন,' যোগ করলো ডিক, 'আপনার সম্পত্তি উনি লর্ড ওয়েনসলিডেলকে দিতে চাইছেন। তাঁর মনমতো ভাবে সব কিছু শেষ হলে তা তিনি করবেনও।'

'হ্যাঁ দেখেছি। চিঠিটা আমাকে দেখানোর জন্যে ধন্যবাদ তোমাকে। শেয়ালের গর্ত চিনলাম একটা। বিনিময়ে তোমাকে আমি মুক্তি দেবো, মাস্টার শেলটন।'

'আর আমার বন্ধু?'

'ও তো একটা বদমাশ, একটা চোর, ভবঘুরে। ওর ফাঁসি হবেই।'

'দুঃখিত, মাই লর্ড, ওকে এভাবে মৃত্যুর মুখে ফেলে রেখে যেতে পারি না আমি। আমার দুঃখের সময় ও অনেক সাহায্য করেছে।'

ভ্রূকুটি করে ওর দিকে চাইলেন আর্ল। বিরক্ত গলায় বললেন, 'ভীষণ ঝামেলা কর তুমি, মাস্টার শেলটন। এভাবে চললে বেশিদিন টিকতে পারবে না এই দুনিয়ায়…। ঠিক আছে, তোমার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যেই আমি ছেড়ে দিচ্ছি বদমাশটাকে। যাও, ভাগো এখন, যত তাড়াতাড়ি পারো শহর ছেড়ে চলে যাও। কিন্তু সাবধান, স্যার ড্যানিয়েলের খপ্পরে যেন পোড়ো না আবার, তোমার জন্যে একেবারে হন্যে হয়ে আছে ব্যাটা।'

কুর্নিশ করলো ডিক।

'মাই লর্ড,' বললো ও, 'আপনাকে ধন্যবাদ জানানোর ভাষা আমার নেই। প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, একদিন আপনার ঋণ আমি শোধ করবো।'

রাতের অন্ধকারে ডিক এবং ললেসকে লর্ড রাইজিংহ্যামের বাড়ির পেছন দরজা দিয়ে বের করে দেয়া হলো। রূপালী ঝলক তুলে জমে থাকা তুষারের ওপর গলে পড়ছে চাঁদের আলো। দ্যা গোট অ্যাণ্ড ব্যাগসাইপ্‌স্‌-এ ফিরে চলেছে ওরা। পরদিনের পরিকল্পনাগুলো মনে মনে সাজিয়ে গুছিয়ে নিচ্ছে ডিক। দুপুরের এক ঘণ্টা আগে ডিউক অফ গ্লুসেস্টার রিচার্ড ক্রুকব্যাকের সাথে দেখা করতে যাবে ও।

পঞ্চম অধ্যায়

এক—ট্রাম্পেটের তীক্ষ্ণ আওয়াজ

পরদিন ভোর। আকাশের তারাগুলো ম্লান হয়নি এখনো। সেন্ট ব্রাইড্‌স্‌ ক্রস-এর পথে রওনা হলো ডিক। শুকনো বাতাস-হীন আবহাওয়া। ঠাণ্ডায় কেমন একটা হুল ফোটানো অনুভূতি হচ্ছে নাকের ভেতর।

ছোট একটা পাহাড়ের গোড়ায় পৌঁছুলো ও। আর শ'খানেক গজ গেলেই পৌঁছে যাবে সেন্ট ব্রাইড্‌স্‌ ক্রস-এ। একটু আগে এসে পড়েছে ও। দুপুর তো দুপুর, ঠিক মতো সকাল হতেই এখনো অনেক বাকি। এতটা সময় কি করে কাটানো যায় ভাবছে ও। এমন সময় ট্রাম্পেটের তীক্ষ্ণ আওয়াজ শুনতে পেলো ও। তীক্ষ্ণ এবং পরিষ্কার। সুন্দর স্থির সকালটার বুক এফোঁড় ওফোঁড় করে দিলো যেন। মুহূর্ত পরেই আর একবার শোনা গেল ট্রাম্পেটের আওয়াজ। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ডিক শুনতে পেলো, ইস্পাতের সঙ্গে ইস্পাতের সংঘর্ষ হওয়ার শব্দ।

একটানে তলোয়ার বের করলো ডিক। পাহাড় বেয়ে ছুটলো শব্দ লক্ষ্য করে।

চূড়ার কাছে পৌঁছে ও দেখলো, লড়াই চলছে ক্রশ জুড়ে। একজন মাত্র লোক মাটিতে দাঁড়িয়ে সাত আটজন আক্রমণকারীর মোকাবেলা করছে। কেবলমাত্র কৌশলের জোরেই এখনো টিকে আছে লোকটা।

একটুখানি ভাবলো ডিক পর মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়লো আক্রমণকারীদের ওপর। পেছন থেকে এমন আচমকা হামলা আশা করেনি লোকগুলো। থমকে গেলো ক্ষণিকের জন্যে। মুহূর্ত পরেই ওদের তিনজন ঘুরে দাঁড়ালো ঝট করে। প্রবল উৎসাহে ছুটে এলো ওর দিকে। সেকেণ্ডের ভেতর দেখলো, তারার আলোয় চারপাশে ঝলকে উঠছে তরবারি। তলোয়ারের সাথে তলোয়ারের সংঘর্ষে স্ফুলিঙ্গ ছুটছে। আর্তনাদ করে পড়ে গেলো একজন আক্রমণকারী। প্রচণ্ড একটা আঘাত এসে লাগলো ডিকের মাথায়। ইস্পাতের শিরস্ত্রাণ ছিলো বলে বিশেষ কিছু হলো না তবে তাল সামলাতে পারলো না ও। এক হাঁটু মাটিতে ঠেকিয়ে বসে পড়লো। উইণ্ড মিলের পাখার মতো বোঁ করে ঘুরে উঠেছে মাথাটা।

যাকে ও সাহায্য করতে এসেছিলো, সেই লোকটা এই ফাঁকে একটু পিছিয়ে গিয়ে আবার ফুঁ দিলো তীক্ষ্ণস্বর ট্রাম্পেটে। ইতিমধ্যে শত্রুরা আবার ঝাঁপিয়ে পড়েছে তার ওপর। আত্মরক্ষার জন্যে আবার তলোয়ার চালাতে লাগলো লোকটা। লাফিয়ে, পাশে সরে, হাঁটু গেড়ে বসে আক্রমণ ঠেকাতে লাগলো। অকুতোভয়ে একই সঙ্গে তলোয়ার এবং ছোরা ব্যবহার করছে সে।

অবশেষে অন্য একটা ট্রাম্পেটের শব্দ ভেসে এলো দূর থেকে। তারপর তুষারের ওপর দিয়ে অনেকগুলো পায়ের হেঁটে আসার

আওয়াজ। একটু পরেই বনের দুদিক থেকেই বেরিয়ে এলো এক দঙ্গল সশস্ত্র লোক। প্রত্যেকের মাথায়, শিরস্ত্রাণ, শরীরে বর্ম, হাতে বল্লম, তরবারি অথবা তীর ধনুক। ঘিরে ফেললো আক্রমণকারীদের।

আচমকা এতগুলো সশস্ত্র লোক দেখে ভড়কে গেলো আক্রমণকারীরা। বিনাবাক্যব্যয়ে অস্ত্রত্যাগে করলো তারা।

'বন্দী করো ওদের,' চিৎকার করে বললো ট্রাম্পেটওয়ালা লোকটা। তারপর এগিয়ে এলো ডিকের দিকে।

উঠে দাঁড়ালো ডিক। এক যুবককে দেখতে পেলো সামনে। বয়সে ওর চেয়ে বড় হবে না মোটেই। একটা কাঁধ অন্যটার চেয়ে একটু উঁচু। ফ্যাকাশে অথচ ব্যঙ্গপ্রিয় চেহারা। চোখ জোড়া উজ্জ্বল, স্বচ্ছ। নির্ভীক দৃষ্টি তাতে।

'স্যার,' বললো যুবক, 'একেবারে ঠিক সময়ে এসেছিলে তুমি।'

'আপনি এত চমৎকার তলোয়ার চালান,' জবাব দিলো ডিক, 'আমার সাহায্য ছাড়াই আপনি ওদের শায়েস্তা করতে পারতেন। আর আমার কথা যদি বলেন তো বলতে হয়, কপাল ভালো, আপনার লোকরা আর বেশি দেরি করেনি।'

'আমি কে তা জানো তুমি?'

'না। দেখলাম একা একজন অনেকগুলো লোকের সাথে লড়ছে, কিছু না ভেবেই তাকে সাহায্য করতে ছুটলাম।'

অবজ্ঞার একটা হাসি ফুটলো যুবকের মুখে। 'সাহসী লোকের মতোই কথা বটে। তা তুমি কোন্ দলে, ল্যাঙ্কাস্টার না ইয়র্ক?'

'আমি ইয়র্কের দলে।'

'বেশ বেশ। সঙ্গীদের দিকে ফিরলো যুবক। বন্দীদের দিকে হাত নেড়ে বললো, 'এই অসম সাহসী ভদ্রলোকদের গলায় দড়ি

পরিয়ে ফেলো।'

এখনো পাঁচজন বেঁচে আছে ওদের। তীরন্দাজরা হাত ধরে বনের প্রান্তে নিয়ে গেলো সব ক'জনকে। একেকটা গাছের নিচে নিয়ে দাঁড় করালো একেক জনকে। পাঁচটা ডালের ওপর ছুঁড়ে দেয়া হলো পাঁচটা রশি। চার মিনিটের মাথায় দেখা গেলো, গলায় রশি বাঁধা অবস্থায় ঝুলছে পাঁচজন।

'এবার, যার যার জায়গায় ফিরে যাও তোমরা,' নির্দেশ দিলো যুবক। 'ট্রাম্পেটের আওয়াজ শুনলে আসবে আবার।'

গাছপালার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলো সশস্ত্র লোকগুলো।

মেঘশূন্য শীতের সকাল। দিনের আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠছে দুই যুবকের মুখ। আবার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে দু'জন।

'অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাকে,' বললো আগন্তুক। 'আমি গ্লুসেস্টারের রিচার্ড তোমার নাম কি?'

শিহরণ বয়ে গেলো ডিকের শরীর দিয়ে। এ-ই তাহলে রিচার্ড অফ গ্লুসেস্টার। কয়েক মাস পরেই হয়তো ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে বসবে এই লোক।

'আমার নাম রিচার্ড শেলটন, মাই লর্ড ডিউক,' কুর্নিশ করে বললো ডিক। 'আপনার জন্যে একটা চিঠি নিয়ে এসেছি। লর্ড ফক্সহ্যাম পাঠিয়েছেন আমাকে।'

ফক্সহ্যামের মোহরখচিত আংটি দেখালো ও। এগিয়ে দিলো চিঠি। চিঠিটা দ্রুত পড়ে ফেললেন ডিউক। যখন চোখ তুলে তাকালেন তখন জ্বলজ্বল করছে তাঁর চোখ দুটো।

'জীবনের প্রথম বড় যুদ্ধ লড়তে যাচ্ছি আমি,' বললেন তিনি। 'শোরবিতে রাইজিংহ্যাম আর ব্র্যাকলের মতো দক্ষ সেনাপতির

নেতৃত্বে জড়ো হয়েছে শত্রু। নিঃশব্দে আচমকা আক্রমণ করতে পারলে, ল্যাঙ্কাস্টার-অলাদের বড়সড় একটা ক্ষতি করতে পারবো আশা করি।'

নিশ্চয়ই পারবেন, মাই লর্ড। আপনার হাতে যদি যথেষ্ট লোক থাকে তাহলে আমি মনে করি, এখনই আক্রমণের শ্রেষ্ঠ সময়। ঠিক এই সময়টায় ওদের পাহারার ব্যবস্থা সবচেয়ে দুর্বল থাকে। বেশির-ভাগ সৈন্যই এখন অপ্রস্তুত অবস্থায় আছে। এখনই ঝাঁপিয়ে পড়ার সময়।'

'আমার সাথে এখন সতোশো লোক আছে, জঙ্গলে লুকিয়ে আছে ওরা। আরো সাতশো আসছে কেটলে থেকে, শিগগিরই এখানে পৌঁছে যাবে। লর্ড ফক্সহ্যামের রয়েছে আরো পাঁচশো—হলিউড থেকে এ পর্যন্ত আসতে অর্ধেক দিন লাগবে ওদের। ওদের জন্যে অপেক্ষা করবো, না রওনা হয়ে যাবো এখনই?'

'মাই লর্ড, ওদের যদি হতভম্ব করে দিতে চান তাহলে এখুনি রওনা হওয়া দরকার।'

মাথা ঝাঁকালেন ক্রুকব্যাক। ঠিকই বলেছ তুমি। এক্ষুণি রওনা হবো আমরা। তুমি নিশ্চয়ই থাকছো আমার সাথে? ফক্সহ্যামের আংটি দিয়ে দ্রুতগামী একজন ঘোড়সওয়ারকে পাঠিয়ে দেবো হলিউডে অন্য একজনকে পাঠাবো আমার পিছিয়ে পড়া সৈন্যদের তাড়াতাড়ি আসতে বলে—কি বলো, শেলটন?'

ট্রাম্পেটটা দুঠোঁটের ফাঁকে গুঁজে ফুঁ দিলেন তিনি।

এবার আর দেরি হলো না। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে রাস্তাটা ঘোড়া এবং মানুষের পায়ের শব্দে মুখর হয়ে উঠলো। বনের ভেতর লুকিয়ে থাকা সাতশো সৈন্যকে রওনা হতে বলে দূত পাঠানো হলো। প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে আরো দু'জন বার্তাবহকে পাঠিয়ে দেয়া হলো হলিউড

এবং কেটলের দিকে।

আধ ঘণ্টারও কম সময়ের ভেতর তাঁর সেনাদলের সামনে অবস্থান নিলেন ক্রুকব্যাক। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে শোরবির দিকে এগোলো বাহিনী। প্রথমে ঘোড়সওয়ার বাহিনী, তারপর পদাতিকরা। ডিউক অফ গ্লুসেস্টারের ঠিক পেছনে থেকে ঘোড়া চালিয়ে যাওয়ার দুর্লভ সম্মান লাভ করেছে ডিক।

বনের প্রান্তে গিয়ে পৌঁছুলো বাহিনী। সূর্য উঠেছে কিছুক্ষণ হয়। শোরবি শহরটাকে দেখতে পাচ্ছে ওরা। দূর থেকে তুষার জমা ছাদে ছাওয়া একটা মাঠ মনে হচ্ছে।

খাপ থেকে তলোয়ার বের করলেন ক্রুকব্যাক। পা দিয়ে মৃদু আঘাত করলেন ঘোড়ার পেটে। ডিককে সাথে নিয়ে তীর বেগে ঘোড়া ছোটালেন জমে থাকা তুষারের ওপর দিয়ে। পেছন পেছন ছুটলো পুরোবাহিনী।

দুই—শোরবির যুদ্ধ

আর সিকি মাইল মতো গেলেই শোরবিতে পৌঁছে যাবে ওরা। অর্ধেক যাওয়ার আগেই ডিক দেখলো, বাড়িঘর থেকে বেরিয়ে আসছে লোকজন। আতঙ্কিত চিৎকার করতে করতে ছুটছে, যে যেদিকে পারছে সেদিকে। শোরবির প্রথম বাড়িটার সামনে যখন পৌঁছুলো বাহিনীটা ততক্ষণে বিপদ সংকেত ঘোষণা করতে শুরু করেছে গির্জার ঘণ্টাগুলো।

মোটেই প্রস্তুত ছিল না ল্যাঙ্কাস্টারিয়ানরা। যখন বিপদ সংকেত ঘোষণা হলো তখন আর সময় নেই তৈরি হওয়ার। পুরো শোরবিতে মাত্র জনাপঞ্চাশেক লোক ছিলো পুরোপুরি অস্ত্র-সজ্জিত। সওয়ার নিয়ে ছুটবার মতো অবস্থায় যে ঘোড়াগুলো ছিলো তার সংখ্যা আরো কম।

ক্রুকব্যাক এবং তার বাহিনীর মোকাবেলা করার জন্যে বেরিয়ে এলো তাদের দশ-বারো জন। ঝড়ের মুখে শুকনো পাতার মতো ওদেরকে হটিয়ে দেয়া হলো সামনে থেকে। আহত বা নিহত হয়ে পড়ে রইলো কয়েকজন। বাকিরা উর্ধ্বশ্বাসে ছুটলো প্রাণভয়ে।

জোর কদমে ঘোড়া ছোটালেন ক্রুকব্যাক। ডিক ওর ঘোড়াটা নিয়ে এলো ডিউকের ঘোড়ার পাশে। চিৎকার করে কি যেন বললো, তারপর ইশারা করলো ডানদিকে। লাগাম টেনে ধরলেন ক্রুকব্যাক। ট্রাম্পেটটা ঠোঁটে গুঁজে ফুঁ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পুরো বাহিনী ঢুকে পড়লো পাশের একটা গলিতে। এগিয়ে চললো টগবগিয়ে। কেবলমাত্র শেষ বিশ জন অশ্বারোহী লাগাম টেনে দাঁড়িয়ে পড়লো গলির মুখে। তাদের পেছনে পেছনে আসা পদাতিকদের তীরন্দাজরা বসে পড়লো মাটিতে। কেউ কেউ ধনুকে তীর পরিয়ে প্রস্তুত হলো। তলোয়ার বা বল্লমধারীরা ছুটে গেলো আশপাশের বাড়িগুলোর দখল নেয়ার জন্যে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই শহরের প্রধান প্রধান পাঁচটা রাস্তা দখল করে নিলেন রিচার্ড অফ গ্লুসেস্টার। রাস্তাগুলোর দু'পাশে ছোট-বড় নানা আকারের বাড়িঘর। পেছনগুলো ফাঁকা। পাঁচটা রাস্তা যেখানে এসে মিলেছে সেখানে একটা সরাইখানা। নাম দ্য চেকারস। দিনের জন্যে এখানেই সদর দপ্তর স্থাপন করলেন

ডিউক।

পাঁচটা রাস্তা দখল করে আছে পাঁচটা উপবাহিনী। ডিককে একটার সেনাপতি নিযুক্ত করলেন ক্রুকব্যাক।

যে রাস্তাটা পাহারা দেয়ার ভার পড়লো ডিকের ওপর, সেটা প্রায় অন্ধকার, নির্জন। গায়ে গায়ে লাগানো বাড়িগুলোর ওপরতলা ঝুলে আছে রাস্তার ওপর। শহরে বাজার এলাকায় গিয়ে শেষ হয়েছে রাস্তাটা। মূল যুদ্ধটা এখানেই হবে বলে ধারণা করছে সবাই।

একশো সৈনিকের নেতৃত্ব দিচ্ছে ডিক। তার নির্দেশে আশ-পাশের বাড়িঘরগুলোয় চলে গেলো তারা। সেখান থেকে খাট-পালং, চেয়ার-টেবিল এবং এ ধরনের আরো আসবাবপত্র নিয়ে রাস্তায় জড়ো করতে লাগলো। অল্প সময়ের মধ্যেই বিশাল একটা স্তূপ জমে গেল রাস্তার ওপর। আসবাবপত্রগুলো সাজিয়ে বাজারের ওখান দিয়ে রাস্তায় ঢোকার মুখে উঁচু একটা দেয়াল তৈরি করে ফেললো সৈনিকরা। আসবাবপত্রগুলো সাজিয়ে এবার কিছু তীরন্দাজকে বাড়িগুলোর জানালায় মোতায়েন করলো ডিক। বাকিদেরকে অবস্থান নিতে বললো দেয়ালটার কাছে।

হৈ-হট্টগোলে ভরে গেছে শহরটা। ঘণ্টা বাজছে, ট্রাম্পেটের তীক্ষ্ণ শিস উঠছে মাঝে মাঝে, পুরুষ কণ্ঠের চিৎকার, মেয়েদের ভীত আর্তচিৎকার সব মিলেমিশে হুলস্থূল অবস্থা। কিছুক্ষণ পর বর্ম পরা সৈনিক এবং তীরন্দাজরা জড়ো হতে লাগলো বাজারের কাছে চত্বরটায়।

অশ্বারোহী একজন নাইটকে দেখে চমকে উঠলো ডিক। চত্বরের ওপাশে একটা গলি থেকে বেরিয়ে এলেন স্যার ড্যানিয়েল ব্র্যাকলে।

হঠাৎ চুপ হয়ে গেল সব কোলাহল। কোথাও কোনো সাড়াশব্দ নেই। অনেকক্ষণ পর শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে বেজে উঠলো চারটে ট্রাম্পেট। অন্যগুলোর চেয়ে তীক্ষ্ণ স্বরে বেজে উঠলো পঞ্চম একটা। শুনলেই বোঝা যায়, দৃঢ় প্রতিরোধের নির্দেশ ঘোষণা করছে শেষের শব্দটা। ঠিক সেই মুহূর্তে চত্বরে জড়ো হওয়া সৈনিকদের দীর্ঘ সারিটা এগোতে শুরু করলো। এক-ঝাঁক তীর বৃষ্টির মতো ছুটে এলো আসবাবপত্রের দেয়ালটার দিকে। শুরু হয়ে গেলো লড়াই।

ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে আসছে তীর শত্রুর দিক থেকে। আসবাব-পত্রের দেয়ালটার কাছে দাঁড়িয়ে আছে তরুণ শেলটন। আক্রমণ করার মোক্ষম সুযোগটার অপেক্ষা করছে। এমন সময় বাহুতে একটা স্পর্শ পেয়ে ঘুরে দাঁড়ালো ও। কম বয়েসী এক অনুচর চামড়ার একটা ফতুয়া বাড়িয়ে দিলো ওর দিকে। লোহার পাত লাগিয়ে দুর্ভেদ্য করা হয়েছে ফতুয়াটাকে।

'ডিউক পাঠিয়েছেন এটা, স্যার রিচার্ড', বললো অনুচর। 'উনি বললেন, আপনার লাগতে পারে।'

আনন্দে লাফিয়ে উঠলো ডিকের কলজেটা—ওকে স্যার রিচার্ড বলে সম্বোধন করা হয়েছে। ফতুয়াটা পরে নিলো ও। সাঁ করে একটা তীর এসে লাগলো ওর বুকে। কিছুই হলো না। ফতুয়ার ইস্পাতের পাতে লেগে পড়ে গেলো মাটিতে। এমন সময় আর একটা তীর ছুটে এলো। অনুচরের গায়ে লাগলো। মারাত্মক আহত হয়ে পড়ে গেলো বেচারা। দু'জন সৈনিককে আহত অনু-চরের দেহটা নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যেতে বললো ডিক।

এগিয়ে আসছে শত্রু। পাল্টা তীর ছোঁড়ার নির্দেশ দিলো

ডিক। সঙ্গে সঙ্গে ব্যারিকেডের পেছন থেকে এবং বাড়িগুলোর জানালা থেকে তীরের একটা ঝড় ছুটে গেলো, সাথে বয়ে নিয়ে গেলো মৃত্যু। শত্রু বাহিনীর সামনে যারা ছিলো তাদের অনেকেই মুখ থুবড়ে পড়লো মাটিতে। সমস্বরে তীব্র একটা চিৎকার করে ব্যারিকেডের দিকে দৌড়ে আসতে লাগলো ল্যাংকাস্টারিয়ানরা। এখনো পেছনে রয়েছে তাদের ঘোড়সওয়াররা।

মরণপণ লড়াই শুরু হলো। শত্রুর একদল ডিকদের আক্রমণ ফেরাতে লাগলো। এই ফাঁকে অন্য একদল চেষ্টা করতে লাগলো আসবাবপত্রের দেয়ালটা ভাঙার। সেখানে দাঁড়িয়ে সমানে তলোয়ার চালিয়ে যেতে লাগলো ডিক। ক'জন মরলো, ক'জন আহত হলো কিছু দেখার প্রয়োজন বোধ করলো না।

কিছুক্ষণ পর একটা ট্রাম্পেটের শব্দ হলো। মাত্র একবার। শত্রুপক্ষের পদাতিকরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পিছু হটে যেতে লাগলো। ইতিমধ্যে আসবাবপত্রের দেয়ালটার অনেকখানি ভেঙে ফেলতে পেরেছে শত্রুপক্ষ। পেছনে অপেক্ষা করছিলো ওদের ঘোড়সওয়াররা, এবার মাঠে নামলো তারা। ঝড়ের গতিতে এসে পড়লো আধভাঙা ব্যারিকেডের ওপর।

তৎপর হয়ে উঠলো ডিকের তীরন্দাজরা।

ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গেলো একেবারে সামনের অশ্বারোহী। এক গড়ান দিয়ে উল্টে পড়লো ঘোড়াটাও। সাথীদের ঘোড়ার খুরের আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হয়ে গেলো বেচারার শরীর। একজন ঘোড়সওয়ার একলাফে টপকে চলে এলো ব্যারিকেডটা। কাছেই দাঁড়িয়ে থাকা এক তীরন্দাজের বুকটা এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে দিলো বল্লম দিয়ে। ঠিক সেই মুহূর্তে একঝাঁক তীর লাগলো

তার ঘোড়ার গায়ে। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো জন্তুটা। জিনের ওপর থেকে পড়ে গেলো অশ্বারোহীও।

একটু থমকালো যেন আক্রমণকারী শত্রুপক্ষ। কিন্তু মুহূর্তের জন্যেই। পরক্ষণে তারা পূর্ণ উদ্যমে ছুটে আসতে লাগলো ব্যারিকেড লক্ষ্য করে। জনাবিশেক ঘোড়সওয়ার আসবাবপত্রের দেয়ালটার ভাঙা অংশ দিয়ে ঢুকে পড়লো রাস্তায়। ঠেকাতে পারলো না ডিক বা তার সৈন্যরা।

দি চেকারস সরাইখানার সামনে এসে ক্রুকব্যাক এবং তাঁর সংরক্ষিত বাহিনীর সামনাসামনি হলো তারা। প্রায় দুশো সৈন্য ছিলো ক্রুকব্যাকের সাথে। মুহূর্তে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলো বিশজন অশ্বারোহী। এদিকে ডিকও কিছু লোক নিয়ে ধাওয়া করে এসেছে পেছন পেছন। বাড়িগুলোর ভেতর থেকেও বেরিয়ে এসেছে কিছু সৈনিক। মাত্র দেড় মিনিটের ভেতর একজনও ল্যাঙ্কাস্টারিয়ান জীবিত রইলো না রাস্তায়।

রক্তমাখা তরবারিটা মাথার ওপর তুলে উৎফুল্ল একটা চিৎকার করে উঠলো ডিক। তারপর ফিরে এলো নিজের জায়গায়, আসবাবপত্রের দেয়ালটার কাছে।

ওর পেছন পেছন এলেন গ্লুসেস্টার। ঘোড়া থেকে নেমে এগিয়ে গেলেন ডিকের সৈন্যদের অবস্থানটা স্বচক্ষে পর্যবেক্ষণ করার জন্যে। মুখটা তাঁর ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে বটে, কিন্তু চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে দামী পাথরের মতো। ব্যারিকেডটার দিকে তাকালেন তিনি। একগাদা মৃতদেহ পড়ে আছে সেখানে। এতগুলো মৃতদেহ দেখে মৃদু একটা হাসি ফুটে উঠলো তাঁর মুখে।

'রিচার্ড শেলটন,' ডাকলেন তিনি, 'চমৎকার লড়েছ তুমি।

হাঁটু গেড়ে বসো।'

ডিউকের সামনে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসলো ডিক। খাপ থেকে তরবারি বের করলেন ক্রুকব্যাক। রিচার্ডের কাঁধে ছোঁয়ালেন সেটা। কোনো আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই নাইট হয়ে গেলো ডিক।

'এখন শোনো, স্যার রিচার্ড,' বললেন ডিউক, 'লর্ড রাইজিং-হ্যামকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে খবর দেবে। নিজ হাতে আমি শায়েস্তা করতে চাই বদমাশটাকে। ভেবো না যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। আসল লড়াই আসছে সামনে। সতর্ক থাকবে!'

ডিকের চোখে চোখ রাখলেন তিনি। অদ্ভুত একটা দ্যুতি দেখতে পেলো ডিক সে-চোখে। আবার ঘোড়ায় চড়লেন ডিউক। ফিরে চললেন তাঁর সদর দপ্তরের দিকে।

নিজের চারপাশে একবার চোখ বুলালো ডিক। সরু রাস্তাটার মুখ এবং আসবাবপত্রের ভাঙাচোরা দেয়ালটার কাছে স্তূপ হয়ে আছে মৃত আর মৃত্যু পথযাত্রী ল্যাংকাস্টারিয়ানদের দেহ। তার নিজের লোকদেরও অনেকে আহত বা নিহত হয়েছে। একশোর মধ্যে সত্তর জনও অক্ষত অবস্থায় আছে কিনা সন্দেহ।

আবার একঝাঁক তীর ছুটে গেলো বাজারের চত্বরটার ওপর দিয়ে। শত্রুপক্ষের পদাতিকরা এগোনোর চেষ্টা করছে আর একবার।

ধীরে ধীরে, প্রায় নিঃশব্দে এগিয়ে এলো তারা, কিছু একটা ঘটার অপেক্ষায় আছে যেন তারা। ঘাড় ঘুরিয়ে চারপাশে তাকালো ডিক। অদৃশ্য কোনো বিপদ সম্পর্কে ধারণা পেতে চাইছে।

প্রায় সাথে সাথে ও দেখতে পেলো জিনিসটা—ও-পাশের ছোট্ট রাস্তাটার মাঝামাঝি জায়গায় একটা বাড়ির দরজা খুলে গেলো

হঠাৎ। পিল পিল করে বেরিয়ে এলো এক দঙ্গল ল্যাঙ্কাস্টারিয়ান তীরন্দাজ। একটুও দেরি না করে তারা তীর ছুঁড়তে লাগলো ডিকের সৈনিকদের দিকে। ঠিক সেই মুহূর্তে নতুন একটা আক্রমণ শুরু হলো বাজারের ও-দিক থেকে।

বিপদজনক একটা মুহূর্ত। আশপাশের বাড়িগুলো থেকে ওর সৈনিকদের বেরিয়ে আসার নির্দেশ দিলো ডিক। এদিকে এখনো দরজা-জানালা গলে সমানের রাস্তায় নেমে আসছে ল্যাঙ্কাস্টারিয়ানরা। ডিকের তীরন্দাজরা ঠেকানোর চেষ্টা করছে ওদের।

ল্যাঙ্কাস্টারিয়ানদের তীরের জবাব দিয়ে চলেছে ডিকের তীরন্দাজরা। এই ফাঁকে অল্প সময়ের ভেতরেই সৈনিকদের প্রস্তুত করে ফেললো ডিক। মোটামুটি একটু গুছিয়ে উঠেই আক্রমণের নির্দেশ দিলো। প্রচণ্ড বেগে ঝাঁপিয়ে পড়লো ওরা শত্রুর ওপর। এই ভয়ানক আক্রমণ ঠেকাতে পারলো না ল্যাঙ্কাস্টারিয়ানরা। দিশেহারা হয়ে পড়লো। একটু পরেই প্রচুর সাথীকে আহত অথবা নিহত অবস্থায় ফেলে যেখান থেকে বেরিয়ে ছিলো সেখানে ঢুকে পড়লো তারা।

কিন্তু বাজারের চত্বরটার কাছে জড়ো হওয়া লোকগুলোর ধারে কাছে আড়াল নেয়ার মতো কোনো জায়গা নেই। হয় যুদ্ধ করতে হবে, নয় তো রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাতে হবে ওদের। যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিলো ওরা। মরিয়া হয়ে এগিয়ে এলো ব্যারিকেডের দিকে। বিপাকে পড়ে গেলো ডিক। হাজার হাজার তীরের মুখে এভাবে বুক পেতে দেবে শত্রু, ভাবতে পারেনি। চোখের সামনে নিজের কয়েকজন সৈনিককে ধরাশায়ী হতে দেখে আর চুপচাপ বসে থাকতে পারলো না ও। লাফ দিয়ে এগিয়ে গেলো খোলা

তলোয়ার হাতে। ডাইনে, বাঁয়ে, সামনে, একবার এদিক ফিরে একবার ওদিক ঘুরে সমানে তলোয়ার চালাতে লাগলো। এখন ওর প্রাণের দয়া। এই হামলাটা ঠেকাতে না পারলে, বাঁচানো যাবে না ওর একজন সৈনিককেও।

এমন সময়, হঠাৎ শহরের প্রান্ত থেকে জোর একটা ট্রাম্পেটের শব্দ ভেসে এলো ডিকের কানে। অনেকগুলো কণ্ঠের সম্মিলিত আওয়াজ উঠলো পেছন থেকে। চকিতে একবার পেছন ফিরে তাকিয়েই বুঝতে পারলো ডিক, রিচার্ড অফ গ্লুসেস্টারের বাকি সাতশো সৈন্য পৌঁছে গেছে। শত্রুপক্ষও বুঝতে পেরেছে সেটা। এবার আর রণে ভঙ্গ না দিয়ে পারলো না ওরা। বাজারের ওদিকে হটে যেতে লাগলো ধীরে ধীরে। অসংখ্য ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনা যাচ্ছে এখন। পুরো শহরে ছড়িয়ে পড়ছে ওরা। ক্রুকব্যাকের দখল করা পাঁচটা রাস্তা দিয়ে ঢুকে পড়ছে অন্যান্য রাস্তায়। বাজারের কাছে চত্বরটায় এসে পড়লো একদল নতুন সৈনিক। শত্রুপক্ষের যারা পিছু হটছিলো তাদের ওপর গিয়ে পড়লো। ওদের বর্শার আঘাতে হতাহত হলো অনেক শত্রু।

শহরের প্রধান সড়ক ধরে এগিয়ে চললেন ক্রুকব্যাক। এই রাস্তারই এক জায়গায় ছত্রভঙ্গ সৈনিকদের এক জায়গায় করে আবার আক্রমণ চালানোর প্রস্তুতি নিচ্ছেন লর্ড রাইজিংহ্যাম। তাঁরই মোকাবেলা করতে চলেছেন ডিউক অফ গ্লুসেস্টার নিজে। একটু পরেই দেখা হলো দু'জনের। দীর্ঘদেহী দক্ষ সৈনিকের বিপরীতে ক্ষীণতনু পিঠকুঁজো এক ছেলে।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে অসম লড়াই, কিন্তু ফলাফল সম্পর্কে কোনো সন্দেহ ছিলো না ডিকের। ক্ষীণতনু পিঠকুঁজো

ছেলেটা তলোয়ার যুদ্ধে কতটা পটু তা যদি জানতেন তা হলে কখনোই তার মুখোমুখি হতেন না রাইজিংহ্যাম। লড়াইয়ের শুরুতেই আর্লের শরীরটা সৈনিকদের ভীড়ে অদৃশ্য হয়ে গেলো একবার। পরমুহূর্তে দেখা গেলো বিশাল ঘোড়ার পিঠে বসে অবলীলায় তলোয়ার চালিয়ে চলেছেন ক্রুকব্যাক।

তাঁর পিছিয়ে পড়া সাতশো সৈন্য এসে পড়ায় জীবনের প্রথম বড় যুদ্ধে জিতলেন—পরবর্তী জীবনে যিনি রিচার্ড দি থার্ড নাম নিয়ে ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে আসীন হয়েছিলেন সেই রিচার্ড অফ গ্লুসেস্টার।

তিন—শোরবি লুণ্ঠন

যুদ্ধ শেষ। এই প্রথম ডিক বুঝতে পারলো, ক্লান্ত, অবসন্ন, ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে ও। এলিয়ে পড়তে চাইছে শরীর।

কিন্তু এখনো অনেক কাজ বাকি রয়েছে। শহর দখল হয়ে গেছে। এবার শুরু হবে লুটপাট। ক্রুকব্যাক তাঁর সৈন্যদের লুটপাট থেকে বিরত রাখবেন এমন ভাবার কোনো কারণ নেই। চাইলেও যে করতে পারবেন না তা ভালো করেই জানে ডিক। সুতরাং এক্ষুণি ওকে ছুটতে হবে, জোয়ানাকে খুঁজে বের করে তার নিরাপত্তার ব্যাপারটা নিশ্চিত করতে হবে।

চত্বরটা পেরিয়ে ওপাশের রাস্তা ধরে ছুটলো ও। এখানে-ওখানে দু'একটা ছোটখাটো লড়াই চলছে এখনও। ইতিমধ্যেই

বহু বাড়িঘর লুট করে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়েছে। তুষারের ওপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে পরিত্যক্ত অস্ত্র আর নিহত সৈনিকদের লাশ।

স্যার ড্যানিয়েলের বাড়ির সামনে পৌঁছুলো ডিক। অস্ফুট একটা আতংকিত ধ্বনি বেরিয়ে এলো ওর গলা চিরে। প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে বাড়িটা। দরজা জানালার পাল্লা একটাও অক্ষত নেই। দেখে মনে হয় ভাঙাচোরা কয়েক টুকরো কাঠ ঝুলে আছে কব্জা থেকে। দল বেঁধে সশস্ত্র লোকেরা ঢুকছে বেরোচ্ছে। ঢোকবার সময় খালি হাতেই যাচ্ছে, কিন্তু বেরোনোর সময় প্রত্যেকের হাতেই কিছু না কিছু থাকছে। রাস্তা থেকে বাড়িটার উঠানে ঢুকলো ডিক। এমন সময় ওপরের একটা জানালা খুলে গেলো হাট করে। স্যার ড্যানিয়েলের এক লোককে ছুঁড়ে দেয়া হলো সেখান দিয়ে; চিৎকার করতে করতে উঠানে এসে পড়লো লোকটা।

পাশ দিয়ে যাচ্ছিলো এক তীরন্দাজ। থামালো তাকে ডিক। কটমট করে চাইলো লোকটা ওর দিকে।

'বাড়িটা যখন দখল হয় তখন তুমি ছিলে এখানে?' উল্টো চোখ কটমটিয়ে প্রশ্ন করলো ডিক।

মাথা ঝাঁকালো লোকটা।

'স্যার ড্যানিয়েলকে চেনো তুমি? বাসায় ছিলো ও?'

'ছিলো। কিন্তু আমাদের আসতে দেখেই বাগানের ওদিক দিয়ে পালিয়েছে।'

'একা?'

'না, বেশ কয়েকজন লোক ছিলো সাথে—বিশজন তো হবেই।'

'কোনো মহিলা ?'

'আমি খেয়াল করিনি। যা হোক, এখন কেউ নেই বাড়িতে।'

লোকটাকে ছেড়ে দিলো ডিক। স্যার ড্যানিয়েলের বাগান পেরিয়ে চার্চের দিকে ছুটলো সর্বশক্তিতে। হাট করে খোলা চার্চের দরজাটা। দৌড়াতে দৌড়াতেই ভেতরে ঢুকলো ডিক। কেউ নেই। সিড়ি বেয়ে উঠে গেলো চূড়ায়। সেখানেও নেই কেউ। আরো দু'একটা জায়গায় খুঁজলো। কিন্তু কারো খোঁজ পাওয়া গেলো না। আবার উঠলো চূড়ায়। তাকালো চারদিকে।

ভরা দুপুর এখন। দিনটা পরিষ্কার। তুষারের ওপর আলো পড়ে ঝিকমিক করছে। ডানে, বাঁয়ে, সামনে, পেছনে—সব দিকেই বহুদূর পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে ডিক। জঙ্গলের দিকে চোখ ফেরালো ও। সরু একটা পথ জঙ্গলের ভেতর দিয়ে চলে গেছে টানস্ট্যালের দিকে। একদল ঘোড়সওয়ার দেখতে পেলো, জঙ্গলের প্রান্তে পৌঁছে গেছে। একটু পরেই হারিয়ে যাবে গাছপালার আড়ালে। সূর্যের আলো পড়েছে লোকগুলোর গায়ে। এতদূর থেকেও ডিক চিনতে পারলো, স্যার ড্যানিয়েলের লোকগুলোকে।

দ্রুত পায়ে সিড়ি বেয়ে নেমে এলো ডিক। ছুটলো রাস্তা বেয়ে। যার সঙ্গে দেখা হচ্ছে তাকেই জিজ্ঞেস করছে, ডিউক অফ গ্লুসেস্টারকে কোথায় পাওয়া যাবে। ভাগ্য ভালো বেশি দূর যেতে হলো না ওকে। বন্দরের কাছেই একটা রাস্তায় পেয়ে গেলো তাঁকে।

ডিককে দেখে হাসি ফুটে উঠলো ক্রুকব্যাকের মুখে। 'স্যার রিচার্ড,' বললেন তিনি, 'তোমার কাছে কৃতজ্ঞ আমি। প্রথমে আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ, পরে দুর্দান্ত সাহসের সাথে লড়াই করেছ।

এখন বলো, কি পুরস্কার চাও ?'

'চাইবো, মাই লর্ড,' হাঁপাতে হাঁপাতে জবাব দিলো ডিক। 'স্যার ড্যানিয়েল ব্র্যাকলে পালিয়েছে। তাকে ধাওয়া করতে চাই আমি। জনাপঞ্চাশেক ঘোড়সওয়ার দেবেন আমার সাথে ?'

মাথাটা পেছন দিকে একটু ঝাঁকিয়ে হেসে উঠলেন গ্লুসেস্টার। 'এটা কোনো পুরস্কার হলো ? আমার আরো উপকারই করা হবে তাতে। কেটসবি, এক্ষুণি পঞ্চাশজন অশ্বারোহী দাও স্যার রিচার্ডকে। স্যার ড্যানিয়েলকে পাকড়াও করতে যাবেন উনি।'

কৃতজ্ঞ চিত্তে ধন্যবাদ জানালো ডিক।

বিশ মিনিটের ভেতর রওনা হলো ও। শহরের প্রান্তে পৌঁছে দেখলো, তুষারের ওপর ঘোড়ার খুরের দাগ, চলে গেছে বনের দিকে। এখানে ওখানে পড়ে আছে মৃত মানুষ এবং ঘোড়ার শরীর। তীক্ষ্ণ চোখে চিৎ হয়ে থাকা মৃতদেহগুলোর মুখ দেখতে দেখতে চললো ও। স্যার ড্যানিয়েলের লোক বলে চিনতে পারলো অনেককেই।

জঙ্গল এবং শহরের মাঝামাঝি এক জায়গায় দেখলো, অনেকগুলো মৃতদেহ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। প্রত্যেকেরই পিঠে বা বুকে বিঁধে আছে এক বা একাধিক তীর। বাচ্চা একটা ছেলের দিকে চোখ পড়তেই চমকে উঠলো ও। খুবই চেনা-চেনা লাগছে মুখটা।

হাত তুলে পেছনের বাহিনীকে থামতে ইশারা করলো ডিক। ঘোড়া থেকে নেমে এগিয়ে গেলো ছেলেটার দিকে। হাঁটু গেড়ে বসে আলতো করে তুলে নিলো তার মাথা। সঙ্গে সঙ্গে লম্বা এক গোছা বাদামী চুল খুলে পড়লো মাথার পেছন থেকে। পিট পিট

করে চোখ মেললো ছেলেটা।

'ও, তুমি,' বললো সে।

গলাটা চিনতে পারলো ডিক, জোয়ানার বন্ধু, সেই ছোট্টখাটো মেয়েটা।

'আমি ঠিক আছি,' ডিক কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই আবার বললো মেয়েটা। 'ঘোড়াটাই ডুবিয়েছে। স্যার ড্যানিয়েলের সাথে আছে জোয়ানা। ওকে উদ্ধার করতে হলে জলদি যাও।'

মেয়েটাকে তুলে নিয়ে এলো ডিক। জিনের সামনের অংশে রেখে ঘোড়ায় চাপলো। আবার ছুটলো বনের দিকে।

'আমাকে নিচ্ছো কেন?' অস্থির গলায় বললো মেয়েটা। 'আমাকে রেখে যাও, খামোকা দেরি হবে তোমার।'

'আমার সাথে নিরাপদে থাকবে তুমি,' বললো ডিক। 'শোর-বিতে ফিরে গেলে কি অবস্থা হবে তোমার বলতে পারি না। তুমি আমাকে সাহায্য করেছিলে—এখন আমি তোমাকে সাহায্য করবো না।'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো মেয়েটা। তারপর জিজ্ঞেস করলো, 'আমার চাচার কি হয়েছে?'

'লর্ড রাইজিংহ্যাম? আমি জানি না। যুদ্ধের সময় মাত্র একবারই তাঁকে দেখেছিলাম। প্রার্থনা করো তিনি যেন ভালো থাকেন।'

বনের ভেতর ঢুকে পড়লো ওরা। তুষারের ওপর খুরের দাগ দেখে দেখে এগোতে লাগলো। হলিউডের দিকে যাওয়া উঁচু রাস্তায় উঠতেই হঠাৎ হারিয়ে গেলো খুরের দাগ। চিন্তায় পড়ে গেলো ডিক। এবার কোন্ দিকে যাবে? বেশিক্ষণ অবশ্য দুশ্চিন্তা

করতে হলো না। আবার পাওয়া গেলো ঘোড়ার পায়ের দাগ। ঘণ্টাখানেক ঘোড়া চালিয়ে যাওয়ার পর দেখা গেলো অনেকগুলো পথে ভাগ হয়ে গেছে রাস্তাটা। কমপক্ষে দু'জন পথ চলে গেছে বিভিন্ন দিকে।

হতাশ ভঙ্গিতে ঘোড়ার রাশ টেনে ধরলো ডিক। শীতকালের ছোট দিন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। একটু পরেই সন্ধ্যা নামবে। ঠাণ্ডাও বাড়তে শুরু করেছে। ঘোড়ার নিঃশ্বাসের সাথে সাদা ধোঁয়ার মতো বাষ্প বেরোচ্ছে।

'চাঁদ না ওঠা পর্যন্ত এখানে বিশ্রাম নেবো আমরা,' চিৎকার করে ওর লোকদের জানালো ডিক। 'তারপর যাবো টানস্ট্যালের দিকে।'

পাহারা দেয়ার জন্যে দাঁড় করিয়ে দেয়া হলো কয়েকজন সৈন্যকে। তুষার সরিয়ে পরিষ্কার করা হলো খানিকটা জায়গা। শুকনো ডাল, পাতা কুড়িয়ে এনে আগুন জ্বালানো হলো। জিনের থলেতে খাবার পানীয় যা ছিলো, ভাগাভাগি করে খেলো সৈনিকরা। লর্ড রাইজিংহ্যামের ভ্রাতুষ্পুত্রীর জন্যে কিছুটা খাবার ওদের কাছ থেকে চেয়ে আনলো ডিক। মাটিতে পড়ে থাকা একটা গুড়িতে হেলান দিয়ে বসেছিলো মেয়েটা। খাবারটুকু তার হাতে দিলো ও।

আলাপ করতে করতে খাওয়া শেষ করলো ওরা। সময় বয়ে যেতে লাগলো। পুরোপুরি আঁধার হয়ে গেছে চারদিক। একটু পরেই চাঁদ উঠবে।

চাঁদ উঠলো। ডিকের নির্দেশে আগুন নিভিয়ে ফেলে তার ওপর তুষার ছড়িয়ে দিলো সৈনিকরা। একজন দু'জন করে ঘোড়ায়

চাপতে লাগলো তারা। কি মনে হতে লম্বা একটা ওক গাছে উঠতে শুরু করলো ডিক। তরতর করে উঠে গেলো প্রায় মগডালে। তীক্ষ্ণ চোখে তাকালো চাঁদের আলোয় ধোয়া তুষার মোড়া বনের চার-পাশে।

একটা জিনিস দেখে লাফিয়ে উঠলো ওর হৃদপিণ্ডটা। উত্তেজনায় অস্ফুট একটা শব্দ বেরিয়ে এলো মুখ দিয়ে। দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে, দূরে একটা জায়গা উঁচু হয়ে প্রায় পাহাড়ের চেহারা নিয়েছে। লাল একটা আভা দেখা যাচ্ছে সেখানে।

সন্দেহ নেই আগুন জ্বলছে ওখানে, ভাবলো ডিক, অবশ্যই ওখানে ছাউনি ফেলেছে স্যার ড্যানিয়েল। শত্রুর খুব কাছে এসে গেছে ওরা।

চার—বনের ভেতর রাত

গাছ থেকে নেমে এলো ডিক। চিন্তায় ভার হয়ে রয়েছে ওর মনটা। বুঝতে পারছে যেখানে ও আর জোয়ানা কুষ্ঠ রোগীর দেখা পেয়েছিলো সেখানে জ্বলছে আগুন। সোজাসুজি যেতে পারলে মাইল দুয়েক দূরে জায়গাটা। কিন্তু বন এখানে এত ঘন যে ঘোড়ায় চড়ে সোজাসুজি যাওয়া এক কথায় অসম্ভব। বনের ভেতর দিয়ে অনেকটা ঘুরপথে যেতে হবে। পায়ে হেঁটে গেলে অবশ্য অনেক-খানিই সোজাসুজি যাওয়া সম্ভব। সময়ের কথা ভেবে সেটাই করার সিদ্ধান্ত নিলো ও। জোয়ানাকে উদ্ধার করার জন্যে পায়ে হেঁটেই

যাবে।

দশজনকে ঘোড়াগুলো পাহারা দেয়ার জন্যে রেখে বাকি চল্লিশ জনকে নিয়ে রওনা হলো ও। একেবারে সামনে ডিক। পাশে মেয়েটা। পেছন পেছন আর সবাই।

জমে যাওয়া তুষারের ওপর দিয়ে দ্রুততালে হাঁটতে লাগলো ওরা। কিছুক্ষণের মধ্যে পৌঁছে গেলো আগুনের উৎসটার আধ মাইলের ভেতর। সবাইকে থামতে বলে কান পাতলো ডিক। পেছনে দাঁড়ানো মেয়েটার লম্বা করে শ্বাস নেয়ার শব্দ ছাড়া আর কিছু শুনতে পেলো না। বিশাল নিস্তব্ধতা বনজুড়ে।

হঠাৎ ডিককে ডাকলো মেয়েটা। বললো, 'অস্ত্রের শব্দ শুনলাম যেন। পশ্চিম দিক থেকে আসছিলো।'

আবার কান খাড়া করলো ডিক। কিছুই শুনতে পেলো না। এগোনোর ইশারা করলো লোকদের। যতই এগোতে লাগলো ওরা, ততই তুষারের ওপর খুরের দাগ গভীর হচ্ছে। একটু পরেই এক জায়গায় দেখলো, ধোঁয়া উঠছে গাছপালার ফাঁক গলে। হঠাৎ কিছু উজ্জ্বল স্ফুলিঙ্গ ছিটকে পড়লো একপাশে।

ফিসফিসে গলায় দ্রুত একটা নির্দেশ দিলো ডিক। পা টিপে টিপে এগোলো ওর লোকরা। ঘিরে ফেললো শত্রুর আস্তানা। ঝোপ ঝোপ মতো বড় একটা ওকের নিচে মেয়েটাকে রেখে এগোলো ডিক।

অবশেষে গাছপালার ফাঁক দিয়ে আগুন এবং শত্রুর অস্থায়ী আস্তানাটা দেখতে পেলো ও। শুকনো কাঠ পোড়ার চড়-চড় আওয়াজ ভেসে এলো কানে। এমন কি আগুন থেকে যে ধোঁয়া উঠছে তা-ও দেখতে পেলো স্পষ্ট। আগুনের অস্পষ্ট আভায় ডজন-

অনেক লোক দেখতে পেলো ডিক। প্রত্যেকেই শীতের হাত থেকে বাঁচার জন্যে জোব্বা-জাব্বা পরে আছে। কোনো ঘোড়া দেখা গেলো না আশপাশে। একজন লোক একটু সামনে ঝুঁকে এলো। হাত দুটো বাড়িয়ে দিলো আগুনের দিকে। লোকটাকে চিনতে পারলো ও। বেনেট হ্যাচ। পর মুহূর্তে লাফিয়ে উঠলো ডিকের কলজেটা। জোয়ানাকে দেখতে পেয়েছে। আবার ছেলেদের মতো পোশাক পরিয়ে রাখা হয়েছে ওকে।

আগুনের ওপাশ থেকে মৃদু একটা শিসের শব্দ ভেসে এলো। আস্তানাটা ঘিরে ফেলা হয়েছে তার সংকেত। ঝট করে উঠে দাঁড়ালো বেনেট। গাছপালার আড়াল থেকে বেরিয়ে আগুনের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো ডিক। খোলা তলোয়ার ওর হাতে। চিৎকার করে বললো, 'আত্মসমর্পণ করো! নয়তো লাশ হয়ে যাবে সব ক'জন!'

হা করে চেয়ে রইলো বেনেট ওর দিকে। একটা ঢোক গিলে বললো, 'মাস্টার শেলটন! তুমি কি করছো এখানে? ক'জন লোক আছে তোমার সাথে?'

তলোয়ারের কাছে চলে গেছে বেনেটের হাত।

'তোমাদের খেলা শেষ,' দৃঢ় গলায় বললো ডিক। 'চল্লিশ জন লোক আছে আমার সাথে। একবার তীর ছুঁড়েই তোমাদের সব ক'জনকে শেষ করে দিতে পারি।'

মৃদু হাসি ফুটলো বেনেটের মুখে। ঝট করে কোমর থেকে একটা শিঙা নিয়ে ঠোঁটে লাগালো। জোরে ফুঁ দিলো একবার।

দ্বিধায় পড়ে গেলো ডিক। তীর ছোঁড়ার নির্দেশ দেবে কি দেবে না ভেবে ইতস্তত করতে লাগলো। জোয়ানা এখনো ওপাশে

রয়েছে। তীর ছুঁড়লে ওর গায়েও গিয়ে লাগতে পারে। ব্যাপারটা বোধহয় বুঝতে পারলো জোয়ানা। একছুটে চলে এলো ডিকের পাশে। হাত ধরলো ওর।

সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেলো অনেকগুলো ঘোড়ার অস্পষ্ট পায়ের আওয়াজ। তুষারের ওপর দিয়ে থপথপিয়ে আসছে। ট্রাম্পেট বেজে উঠলো। বনের গাছে গাছে প্রতিধ্বনি তুলে ভেসে বেড়াতে লাগলো শব্দটা। এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝতে পারলো ডিক। ফাঁদটা দেখতে পেয়েছে ও, তবে দেরি হয়ে গেছে অনেক। স্যার ড্যানিয়েল ওর আগুন দেখে চমৎকার একটা ফাঁদ পেতে বসে আছে। আর নিশ্চিন্ত মনে ও ধরা দিয়েছে সেই ফাঁদে।

অনেক দেরি হয়ে গেছে যদিও, তবু আক্রমণের নির্দেশ দিলো ও। বাতাসে শিস তুলে ছুটলো তীর। পড়ে গেলো বেনেট হ্যাচ। ওর বুকে লেগেছে তীর। মাটিতে পড়ার আগেই মারা গেছে বেচারা।

এসে পড়েছে ঘোড়সওয়াররা। জোয়ানার হাত ধরে ছুটলো ডিক। ওর লোকরাও ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেল বনের ভেতর। খড়ের গাদায় ছুঁড়ে দেয়া এক মুঠো পেরেকের মতো হারিয়ে গেলো গাছ-পালার ভীড়ে।

ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে আড়ালে ছুটছে ডিক। জোয়ানার হাত ছাড়েনি এখনো। স্যার ড্যানিয়েলের লোকরা বন তোলপাড় করে খুঁজে চলেছে পলাতকদের।

দৌড়ে চললো ডিক আর জোয়ানা। ক্রমে অস্পষ্ট হয়ে আসছে পেছনের হৈ-হল্লার শব্দ। এক সময় মিলিয়ে গেলো দূরে। থামলো ওরা।

'কি বোকামিই না করেছিলাম!' হাঁপাতে হাঁপাতে বললো ডিক। 'সোজা ফাঁদে গিয়ে পড়েছি।'

'তুমি তো জানতে না,' নরম গলায় বললো জোয়ানা। 'আর তাতে কি-ই বা এসে গেলো? অন্তত, আবার আমরা একসাথে হয়েছি, তাই না?'

ওর দিকে তাকালো ডিক। মিষ্টি করে একটু হাসলো জোয়ানা। ভালোবাসা ছাড়াও আস্থা আর নির্ভরতা ফুটে উঠলো সেই হাসিতে।

'এখন হলিউডে যাব আমরা,' বললো ও। 'লর্ড ফক্সহ্যাম আছেন সেখানে—তুমি চাইলে ওখানেই বিয়ে হবে আমাদের।'

বাহুর বাঁধনে বন্দী করলো ওকে ডিক। এমন সময় ঠাণ্ডা একটা গলা ওর কানে কানে বললো, 'আমার কি হবে?'

চমকে পেছন ফিরে তাকালো ও। লর্ড রাইজিংহ্যামের ভাস্তি দাঁড়িয়ে আছে সামনে।

'অ্যালিসিয়া!' চিৎকার করে উঠলো জোয়ানা।

'হ্যাঁ, আমি।' এক পা এগিয়ে এলো মেয়েটা। 'খুব সাহসী নাইট তুমি যাহোক,' ডিকের দিকে ফিরে যোগ করলো সে। 'আমাকে বনের ভেতর একা ফেলে পালাচ্ছিলে তুমি!'

লাল হয়ে গেলো ডিকের মুখ। ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগলো কান।

'মাফ করে দাও, অ্যালিসিয়া। আমি—আমি একদম ভুলে গেছিলাম তোমার কথা। দেখছো তো, জোয়ানাকে খুঁজে পেয়েছি মাত্র।'

মৃদু একটু হাসলো অ্যালিসিয়া। 'হ্যাঁ, তা তো দেখতেই পাচ্ছি। তো, এখন আমাকেও কি তোমাদের সাথে নেবে হলিউড পর্যন্ত?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই,' কোনোমতে জবাব দিলো ডিক। এক হাতে জোয়ানাকে অন্য হাতে অ্যালিসিয়াকে ধরে রওনা হলো ও।

অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় পথ দেখে দেখে এগোচ্ছে ওরা। অনেক উপরে উঠে এসেছে চাঁদ। মিটমিটে তারাগুলোর উজ্জ্বলতা ম্লান করে দিয়েছে। কালো ছায়ার সরোবরের ভেতর মাথা জাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে গাছগুলো। মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে ইস্পাতের সাথে ইস্পাত বাড়ি খাওয়ার অস্পষ্ট শব্দ। দূরে কোথাও এখনো লড়াই হচ্ছে ইয়র্কিস্ট আর ল্যাংকাস্টারিয়ানদের ভেতর।

একটা পাহাড়ের ওপর উঠলো ওরা। নিচে তাকাতেই দেখতে পেলো, হলিউড অ্যাবি। বিরাট বিরাট জানালাগুলো মশাল আর মোমের আলোয় উজ্জ্বল হয়ে আছে। চূড়াগুলো চকচক করছে চাঁদের আলো পড়ে। চারপাশের ফাঁকা জায়গায় অনেকগুলো আগুন জ্বলছে সামনে। গায়ে গায়ে লাগানো ছোট ছোট কুঁড়েও দেখা গেলো অনেকগুলো।

'লর্ড ফক্সহ্যামের লোকরা এখনো রয়েছে এখানে?' অবাক গলায় বললো ডিক। 'আমি ভেবেছিলাম, এতক্ষণ ওরা শোরবিতে পৌঁছে গেছে। যা হোক, ভালোই হয়েছে। স্যার ড্যানিয়েলের গুণ্ডাগুলোর মোকাবেলা করা যাবে সহজে।'

লর্ড ফক্সহ্যামের সৈনিকরা শোরবির দিকে রওনা হয়েছিলো ঠিকই। কিন্তু সে পর্যন্ত পৌঁছুনোর আগেই পথে রিচার্ড অফ গ্লুসেস্টারের পাঠানো এক দূতের সঙ্গে দেখা হয় ওদের। দূত ওদেরকে ফিরে যেতে বলে হলিউডে। শোরবির লড়াই যখন শেষ তখন খামোকা ওরা এখানে এসে কি করবে? বরং রিচার্ড ক্রুকব্যাকই

ওদের সাথে মিলিত হওয়ার জন্যে হলিউডের পথে রওনা হয়ে এসেছেন।

কয়েক ঘণ্টা পর, অ্যাবির ফটকের সামনে গিয়ে লাগাম টানলেন ক্রুকব্যাক। তাঁরই সম্মানে বিশেষভাবে আলোকিত করা হয়েছে জানালাগুলো।

পৌঁছুনোর সাথে সাথেই ডিউকের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো ডিককে।

কেমন যেনো অসুস্থ আর ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে গ্লুসেস্টারকে। তাঁর পাশে বসে আছেন লর্ড ফক্সহ্যাম। অনেকখানি সুস্থ হয়ে উঠেছেন তিনি।

'কি খবর, স্যার রিচার্ড?' জিজ্ঞেস করলেন ক্রুকব্যাক। 'স্যার ড্যানিয়েলের মাথা এনেছ?'

বিব্রত বোধ করতে লাগলো ডিক। কিন্তু ঘাবড়ালো না ও, সোজাসুজি তাকালো ডিউকের চোখে। বললো, 'আমি দুঃখিত, মাই লর্ড ডিউক। স্যার ড্যানিয়েলের মাথা তো দূরে থাক, আমার দলের লোকদেরই ফিরিয়ে আনতে পারিনি। ভালো একটা মার খেয়েছি আমি।'

ভুরু কুঁচকে তাকালেন। গ্লুসেস্টার যেন ডিকের কাছ থেকে আশা করেননি এরকম একটা পরাজয়। 'তুমি এখন যেতে পারো, শেলটন।'

'একটা কথা, স্যার,' একটু সামনে ঝুঁকে বললেন লর্ড ফক্সহ্যাম। 'এই যুবক আমাকে একটা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো ...। মেয়েটাকে খুঁজে বের করতে পেরেছ, শেলটন?'

উজ্জ্বল হয়ে উঠলো ডিকের মুখ। 'এ বাড়িতেই আছে ও,

মাই লর্ড।'

হাসি ফুটে উঠলো লর্ড ফক্সহ্যামের মুখে। 'ভালো খবর। মাই লর্ড ডিউক, আপনার অনুমতি পেলে আগামীকাল ভোরে, বাহিনী রওনা হওয়ার আগেই একটা বিয়ের ব্যবস্থা করতে চাই আমি। এই তরুণ নাইট আমার অধীনাকে বিয়ে করতে চায়।'

'ঠিক আছে। বেলা হওয়ার আগেই মিটিয়ে ফেলবে ওসব ব্যাপার।'

মাথা ঝাঁকিয়ে আবার একটু হাসলেন লর্ড ফক্সহ্যাম। ডিকের দিকে ফিরে বললেন, 'কাল তোমার বিয়ে, স্যার রিচার্ড।'

পাঁচ—প্রতিশোধ

পরদিন ভোরে সূর্যোদয়ের আগেই উঠে পড়লো ডিক। ঝটপট পরে নিলো লর্ড ফক্সহ্যামের দেয়া চমৎকার পোশাক। মনের অস্থির ভাবটা দূর করার জন্যে বেরিয়ে এলো বাইরে।

ভোরের অস্পষ্ট আলোয় তাঁবুগুলোর পাশ দিয়ে হাঁটতে লাগলো ও। মশালের লাল আলোয় দেখতে পেলো, সৈনিকরাও সবাই উঠে পড়েছে। কেউ পোশাক পরছে। কেউ পোশাক পরা শেষ করে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হচ্ছে। হাঁটতে হাঁটতে ছাউনি এলাকা ছাড়িয়ে মাঠের ভেতর চলে এলো ও। জমা তুষারের ওপর দিয়ে এগোলো বনের দিকে।

ভবিষ্যতের সুখ-কল্পনায় আপ্লুত হয়ে আছে ওর হৃদয়। শান্ত পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে ও। ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে ভোরের আলো। হাল্কা বাতাসে উড়ছে দু'একটা তুষারের কণা। বনের প্রান্তে গিয়ে পৌঁছলো ও। আরো কিছুদূর হাঁটলো। তারপর ঘুরে দাঁড়ালো। এবার ফিরতে হয়।

চারপাশে চোখ বুলাতে বুলাতে হাঁটছে ডিক। হঠাৎ একটা গাছের পেছনে চোখ পড়তেই থমকে দাঁড়ালো।

'দাঁড়াও।' চিৎকার করে উঠলো ও। 'কে ওখানে?'

গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো লোকটা। বোবা মানুষের মতো হাত নেড়ে ইশারা করলো। তীর্থযাত্রীর মতো পোশাক পরে আছে সে। হুডটা নামানো মাথার ওপর। কিন্তু স্যার ড্যানিয়েলকে চিনতে কোনো অসুবিধা হলো না ডিকের।

দাঁতে দাঁত কামড়ে এগোলো ও লোকটার দিকে। তলোয়ারটা চলে এসেছে হাতে। ঝট করে আলখাল্লার ভেতর একটা হাত ঢুকিয়ে দিলেন স্যার ড্যানিয়েল, লুকানো কোনো অস্ত্র বের করছেন যেন।

'পরাজিত শত্রুর সাথে লড়াই করবে তুমি, ডিক?' শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'যতক্ষণ না আপনি আমাকে হত্যা করার চেষ্টা করেছেন ততক্ষণ আমি আপনার বন্ধুই ছিলাম।'

'কিন্তু এখন, তোমার দয়ার ওপর নির্ভর করছে আমার জীবন। কুঁজো শয়তান গ্লুসেস্টার শেষ করে ফেলেছে আমাকে। আশ্রয়ের আশায় হলিউডে যাচ্ছি। সেখান থেকে বিদেশে যাওয়ার চেষ্টা করবো। সম্ভব হলে ফ্রান্সে গিয়ে আবার নতুন করে শুরু করবো

সব।'

'হলিউডে যাচ্ছেন না আপনি।' গম্ভীর ডিকের গলা।

'না, কেন?'

'দেখুন, স্যার ড্যানিয়েল, আজ আমার বিয়ে। আপনি কেন, সাক্ষাৎ শয়তান এলেও আজ সকালে তার গায়ে হাত তুলতে চাই না আমি। কিন্তু হলিউডে যাওয়ার ব্যাপারটা আলাদা। ইয়র্কের পক্ষে লড়ছি আমি, সজ্ঞানে কোনো গুপ্তচরকে ওদের এলাকায় ঢুকতে দেবো না। বিয়ের সকালে রক্তে স্নান করতে হলেও না!'

'কিন্তু হলিউড ছাড়া আর কোথাও তো নিরাপদে থাকতে পারবো না আমি।'

'তাতে কিছু এসে যায় না আমার। পূর্ব, পশ্চিম বা দক্ষিণ, যে কোনো দিকে যেতে পারেন আপনি, কিন্তু উত্তরে—হলিউডের দিকে না। এখন কেটে পড়ুন দয়া করে নয়তো বিপদে পড়বেন খামোকা। আমি ফিরে গিয়েই প্রহরীদের সতর্ক করে দেবো—কোনো তীর্থযাত্রী দেখলেই যেন তার ওপর নজর রাখে ওরা।'

'এর অর্থ আমার মৃত্যু,' শুকনো মুখে বললেন স্যার ড্যানিয়েল।

গললো না ডিকের মন। 'দেরি হয়ে যাওয়ার আগেই ভাগুন এখান থেকে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমি সতর্ক করে দেবো প্রহরীদের।'

'ঠিক আছে যাচ্ছি,' হিসহিস করে উঠলো স্যার ড্যানিয়েলের গলা। 'কিন্তু মনে রেখো, পরের বার যখন দেখা হবে, এর শোধ আমি নিয়ে ছাড়বো।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে চলতে শুরু করলেন তিনি। গাছের নিচ দিয়ে ঢুকে যেতে লাগলেন বনের ভেতর।

তাকিয়ে আছে ডিক। সবুজ আইভি লতার ঘন একটা ঝোপের কাছে পৌঁছে গেছেন স্যার ড্যানিয়েল। হঠাৎ একটা ধনুকের টঙ্কার শুনতে পেলো ও। একটা তীর ছুটে যেতে দেখলো। মরণ যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠলেন স্যার ড্যানিয়েল। তীব্র আক্ষেপের ভঙ্গিতে হাত দুটো উঠে গেলো ওপরে। মুখ থুবড়ে তুষারের ওপর পড়ে গেলেন তিনি।

ছুটে গেল ডিক। দুহাতে ধরে ওঠালো তাঁকে। সমস্ত শরীর কাঁপছে তাঁর। মুখটা কুঁচকে গেছে যন্ত্রণায়। অনেক কষ্টে উচ্চারণ করলেন, 'কালো, তীরটা?'

মাথা ঝাঁকালো ডিক।

একবার কুঁকড়ে উঠে স্থির হয়ে গেল স্যার ড্যানিয়েলের দেহটা।

আলতো করে তুষারের ওপর শুইয়ে দিলো তাকে ডিক। উঠে দাঁড়িয়ে ফিরলো পেছন দিকে। সবুজ পোশাক পরা এক তীরন্দাজ দাঁড়িয়ে আছে কয়েক পা দূরে। এলিস ডাকওয়ার্থ লোকটা।

'রিচার্ড,' গম্ভীর গলায় বললো সে, 'তুমি মাফ করে দিয়েছিলে ওকে। কিন্তু আমি পারলাম না। বহুত জ্বালিয়েছিলো লোকটা আমাকে।'

'এলিস,' বললো ডিক, 'স্যার ড্যানিয়েল মারা গেছেন। যথেষ্ট হয়েছে। আর খুনোখুনিতে কাজ কি? স্যার অলিভারকে ছেড়ে দাও।'

ঝলমল করে উঠলো এলিস ডাকওয়ার্থের চোখ দুটো। 'কালো তীরের বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেছে, রিচার্ড শেলটন। আমাদের দু'জনের পথ আর কোনো দিন হয়তো এক জায়গায় মিলবে না।

তবু মনে রেখো, আমার শুভেচ্ছা সব সময়ই থাকবে তোমার জন্যে। সামনের দিনগুলো সৌভাগ্য বয়ে আনুক তোমাদের জন্যে।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে চলতে শুরু করলো ডাকওয়ার্থ। একটু পরেই হারিয়ে গেলো বনের গাছপালার ভীড়ে।

ছয়—শুভ সমাপ্তি

সেই দিনই সকাল নটার দিকে, জোয়ানা সেডলির বাহু ধরে অ্যাবি চার্চের পথে রওনা হলেন লর্ড ফক্সহ্যাম। অ্যালিসিয়া রাইজিংহ্যাম চললো কনের সহচরী হিসেবে। পথে রিচার্ড ক্রুকব্যাকের সাথে দেখা হলো তাঁদের।

'আচ্ছা, এ-ই তাহলে কনে!' জোয়ানার দিকে তাকিয়ে বললেন তিনি। 'হ্যাঁ, সুন্দরী বটে তুমি! ওরা বলছিলো, বেশ বড়লোকও নাকি? যা হোক, তুমি চাইলে এর চেয়ে ভালো বিয়ে হতে পারে তোমার, দেশের সবচেয়ে নামকরা মহিলাদের একজন হতে পারো।'

'মাই লর্ড ডিউক,' শান্ত গলায় জবাব দিলো জোয়ানা, 'আপনি কিছু মনে না করলে, স্যার রিচার্ডকেই বিয়ে করতে চাই আমি।'

হাততালি দিয়ে উঠলো অ্যালিসিয়া রাইজিংহ্যাম। 'উচিত জবাব দিয়েছো, জোয়ানা।'

ভ্রূকুটি করলেন ক্রুকব্যাক। 'এটা আবার কে?'

'স্যার রিচার্ডের একজন বন্দিনী,' বললেন লর্ড ফক্সহ্যাম। 'অ্যালিসিয়া রাইজিংহ্যাম।'

'খেয়াল রেখেন, একটা খাঁটি লোকের সাথে যেন বিয়ে হয় ওর। ওর চাচা আমার শত্রু ছিলেন, কিন্তু স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, খাঁটি লোক ছিলেন তিনি।'

'আমার চাচাতো ভাই, হ্যামলের সাথে ওর বিয়ে দেবো ভেবেছি, মাই লর্ড ডিউক। আমাদের পক্ষে চমৎকার লড়েছে হ্যামলে।'

'তাহলে আর দেরি কেন? তাড়াতাড়ি সেরে ফেলুন শুভ কাজটা।' অ্যালিসিয়ার দিকে তাকালেন ডিউক। 'কি গো, সুন্দরী মেয়ে, বিয়ে করবে তো হ্যামলেকে?'

'মাই লর্ড ডিউক,' উৎফুল্ল গলায় শুরু করলো অ্যালিসিয়া, 'যতক্ষণ ওর পিঠটা সোজা আছে ততক্ষণ আপত্তি.....।'

কার সঙ্গে কথা বলছে এতক্ষণে যেন বুঝতে পারলো অ্যালিসিয়া। গলার ভেতর আটকে গেলো কথা। বিপদের আশঙ্কায় বড় বড় হয়ে গেলো চোখ দুটো। একটা হাত চলে গেছে ঠোঁটের ওপর।

'আমার মনে হয় পিঠটা ওর সোজাই,' শান্ত গলায় জবাব দিলেন রিচার্ড। 'আমার দলে একমাত্র আমার পিঠেই কুঁজ আছে—বাকি সবারই শরীর নিখুঁত। মাই লর্ড—অ্যাণ্ড লেডিস—এবার যেতে হচ্ছে আমাকে।'

চলে গেলেন তিনি। অনুসরণ করলো তার সেনাপতিরা।

হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো অ্যালিসিয়া। 'আর একটু হলেই কামড়ে

ছিঁড়ে ফেলেছিলাম জিভটা। প্রথমে বুঝতে পারিনি, কে উনি। ক্ষেপে গেছেন নাকি?'

মাথা নাড়লেন লর্ড ফক্সহ্যাম। 'না। খোঁজ নিয়ে দেখো, এতক্ষণ ভুলে গেছেন তোমার কথা। যুদ্ধ ছাড়া আর কোনো ভাবনা ঠাঁই পায় না ওর মাথায়।'

চার্চে পৌঁছে ওরা দেখলেন, অপেক্ষা করছে ডিক।

আধ ঘণ্টা পরে, স্বামী-স্ত্রীতে পরিণত হলো ডিক আর জোয়ানা।

যখন ওরা বেরিয়ে এলো চার্চ থেকে ততক্ষণে সৈনিকদের দীর্ঘ সারিটা চলতে শুরু করেছে রাস্তা দিয়ে। শেষ বারের মতো এক ঝলক দেখতে পেলো ডিক রিচার্ড অফ গ্লুসেস্টারকে। ইস্পাতের বর্ম পরা নাইটরা ঘিরে রেখেছে তাঁকে। ধীরে ধীরে দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলেন তাঁরা।

অন্য রাস্তা ধরে লর্ড ফক্সহ্যামের বাড়িতে ফিরে এলো নব বিবাহিত বর-বধূ আর তাদের সঙ্গীরা। উৎফুল্ল মুখে খাবার টেবিলে বসে পড়লো সবাই। বাইরে থেকে একটু পরপরই ভেসে আসছে ট্রাম্পেটের তীক্ষ্ণ আওয়াজ, ঘোড়ার ক্ষুরের টগবগে শব্দ আর সৈনিকদের অস্ত্রের ঝনঝনানি। এসব দিকে মন নেই ডিক আর জোয়ানার। হাত ধরাধরি করে পাশাপাশি বসে আছে ওরা। একটু পরপরই তাকাচ্ছে একজন অন্যজনের চোখের দিকে।

এরপর, যেখানে ওদের প্রেমের সূত্রপাত হয়েছিলো সেই মোট হাউসে চলে এসেছে ওরা। আর কোনো যুদ্ধে যোগ দিতে হয়নি ডিককে। টানস্ট্যালের সবুজ অরণ্যেঘেরা দুর্গে বাস করতে লাগলো ডিক আর জোয়ানা।

দুই বৃদ্ধের নামে অবসরভাতা বরাদ্দ করেছে ডিক। জীবনের বাকি দিনগুলো তারা সুখে-শান্তিতে বাস করেছে টানস্ট্যাল গ্রামে। ওদের একজন, নাবিক হিসেবে কাটিয়েছে সারা জীবন, নাম আরব্লাস্টার। অন্যজন ললেস—সব ব্যাপারেই যার কিছু না কিছু পারদর্শিতা ছিলো, শেষ জীবনে বেছে নিয়েছিলো ধর্মের পথ। পাশের এক অ্যাবিতে মারা গিয়েছিলো ব্রাদার অনেস্টাস নাম নিয়ে।

———

বের হয়েছে

কাজী আনোয়ার হোসেন সম্পাদিত দ্বিতীয় সংখ্যা

আগাগোড়া অফসেটে ছাপা অসংখ্য ছবি সমৃদ্ধ
চাররঙা মনোলোভা প্রচ্ছদ মোড়া
আপনার মনের মতো পত্রিকা।
হুমায়ুন আহমেদের প্রথম রহস্যোপন্যাস
অমানুষ-এর শেষাংশ তো থাকছেই
সেই সাথে আসছে তিনটি গল্পসহ
অনেকগুলো ফটো ফিচার
সৌন্দর্যের জন্য রক্তস্নান, বিশ্বকুখ্যাত অপরাধ,
ছক্কা হাজীর ত্রিশলাখ টাকা আত্মসাৎ, ভূতপ্রেত,
এমাসের ভাগ্য

এবং

রাজনৈতিক হত্যা

বিভাগে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর ওপর একটি আলোচনা।
আপনার কপির জন্য আজই বলে রাখুন হকারকে।
অথবা নিকটস্থ বুকস্টলে।

পরিবেশনায় :

হকার্স সমবায় সমিতি ও
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা-২

বই পেতে হলে

আমরা চাই, ক্রেতা-পাঠক তাঁদের নিকটস্থ বুকস্টল থেকেই সেবা প্রকাশনীর বই সংগ্রহ করুন। কোনো কারণে তাতে ব্যর্থ হলে আমাদের ডাকযোগে খুচরো বই সরবরাহ ব্যবস্থার সাহায্য নিতে পারেন।

আজই মানি অর্ডার যোগে ৫০'০০ টাকা পাঠিয়ে সেবা প্রকাশনীর গ্রাহক হয়ে যান। নতুন বই প্রকাশের সাথে সাথে পৌঁছে যেতে থাকবে আপনার ঠিকানায়। ইচ্ছে করলে শুধু মাসুদ রানা বা শুধু অনুবাদের গ্রাহক হতে পারেন। বিস্তারিত নিয়মাবলী ও বিনামূল্যে ক্যাটালগের জন্য সেল্‌স ম্যানেজারের কাছে লিখুন।

নিজের ঠিকানা ও চাহিদা পরিষ্কার অক্ষরে লিখবেন।

আগামী বই

অন্ধচক্র

লিখেছেন: বিপ্লু চৌধুরী

আটলান্টিকের উত্তাল ঢেউ-এ দুলছে ছোট্ট ডাউ। নাবিক নিঃসঙ্গ এক বাঙালী যুবক। জড়িয়ে পড়েছে দুর্ধর্ষ চোরাকারবারী প্রেট্রিক গ্রিনের ফাঁদে। সাহায্যের হাত বাড়ালো এ কোন্ বনদুহিতা?

কিশোর ক্লাসিক-৪

কালো তীর

রবার্ট লুই স্টিভেনসনের অতুলনীয় কাহিনী

রূপান্তর ঃ

নিয়াজ মোরশেদ

পাদ্রী অলিভারের সহায়তায় স্যার হ্যারি শেলটনকে হত্যা করে তার নাবালক ছেলে ডিক শেলটনের অভিভাবক হয়ে বসলো স্যার ড্যানিয়েল।

বড় হয়ে সব জানতে পারল ডিক।

পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য পাগল হয়ে উঠলো সে।

দুঃসাহসী এক তরুণের অসম সাহসিকতার কাহিনী।

কিশোর, যুবা, বৃদ্ধ- সবার ভালো লাগার মত একটি বই, যা একবার পড়তে শুরু করলে শেষ না করে উঠার উপায় নেই।

বারো টাকা

সেবা প্রকাশনী

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

শো-রুম ঃ ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা - ১